PUBLICATION

BY

TEKCHAND THAKCOR.

1. Alaler Ghorer Doolal, post 8vo. in cloth, price 2 annas per copy.
2. Mada Kaya Bara Daya, Jata Thakar Ki Upaya, post 8vo. in cloth, price 8 annas per copy.
3. Ramarunjika, post 8vo. in cloth, price 8 annas per copy.
PREFACE

The want of suitable books for the Hindu Female has induced the writer to undertake this little work, the contents of which are as follow. Though he is aware that he has not been able to do justice to the subjects treated of in this publication, he hopes that the imperfections will be overlooked as the book is the first attempt of the kind.

The first sixteen papers are in the form of a dialogue (Household Words) between a Husband and Wife. Papers Nos. 1, 2 and 3 treat of Female Education in an intellectual, moral and industrial point of view. Paper No. 4 treats of the great efficacy of maternal instruction with notices of the mothers of Sir W. Jones, Po. Gray, Bishop Hall, George Herbert, John Wesley and of Queen Victoria. Paper No. 5 treats of Exempla Female Benefactresses with notices of Mrs. Fry, Margaret Mercer, Hannah More, Florence Nightingale, M. Rowe and Rosa Govana. Paper No. 6 treats of Female Fortitude with notices of Spartan Mothers, Cornelia, mother of the Grachii, Kowsula, Koontee, Seita Drupadee &c. Paper No. 7 is on the Spiritual Cult. Paper No. 8 is on the Government of the Passio. Paper No. 9 is on Self-Examination with notices of modes followed by Benjamin Franklin, John Gurie and Pythagoras. Paper No. 10 is on Truth and the Sh
Paper No. 11 is on the efficacy of Prayer, on Repentence &. Paper No. 12 is on the Duties of a Faithful Wife as laid down in ancient Indian literature. Papers No. 13 and 14 contain short biographical sketches of distinguished faithful wives, viz., Sutee, Seeta, Sabhitee, Damayantee, Lopamoodra, Khinta, Foolara, Khoolana, and Bahoola. Paper No. 15 is on the Duties of the Husband. Paper No. 16 is on the former state of the Hindu Females considered with reference to the cultivation of letters, marriage, seclusion, and included with remarks as to the real advancement of every country depending on the education of females. Paper No. 17 is on the Japanese Women with notice of Japanese Lucretia. Paper No. 18 is a Tale illustrative of a Good Wife. Paper No. 19 (A dream) is on the Paths to Virtue and Vice (Choice of Hercules) and Paper No. 20 is a Tale showing what a Holy Woman can do.
রামারঞ্জিকা

শ্রীটেকচাঁদ ঠাকুর কৃত্তুক বিধ্বাত

“আলালের ঘরের ছুলাল” এবং “মদ খাওয়া বড় দুঃখাত থাকার কি উপায়” লেখক।

কলিকাতা।
চিরস্তর ও কোম্পানির যশোলল্য মার্কাকিউম

সন ১২৩৭ সাল।
শ্রীটেকচাদঠাকুরকর্তৃক

মূল

জাগলের ঘরের হুলাল, post 8vo. in cloth,... ৫০ অাঁক
মদ খাওয়া বড় দায় জাত থাকার কি উপায়,
post 8vo. in cloth, ... ... ... ৫০ ''

বামারকান্ত, post 8vo. in cloth, ... ... ৫০ ''
১ গৃহকথা, জীবিকার শিক্ষা করিবে। সংখ্যা ১, ১
২ গৃহকথা, জীবিকা—মেয়ে করিব। সংখ্যা ২, ৭
৩ গৃহকথা, জীবিকা—পুরুষ করিব। সংখ্যা ৩, ১০
৪ গৃহকথা—জীবিকা যোগের পারস্য নামনের প্রথম
শিক্ষা হয়। সংখ্যা ৪, ১৪
৫ গৃহকথা—জীবিকা, শীর্ষপ্রাণ কারিনী। সংখ্যা ৫, ১৮
৬ গৃহকথা—শিক্ষা, নাইপুল। সংখ্যা ৬ ২৪
৭ গৃহকথা—শিক্ষা, নাইপুল। সংখ্যা ৭, ২৭
৮ গৃহকথা—শিক্ষা, আদর্শ নাম। সংখ্যা ৮, ৩০
৯ গৃহকথা—শিক্ষা, আদর্শ গড়। সংখ্যা ৯, ৩৪
১০ গৃহকথা—শিক্ষা, প্রতিভায় লক্ষণ। সংখ্যা ১০, ৩৮
১১ গৃহকথা—শিক্ষা, উপলব্ধি, লোক এবং প্রার্থনা। সংখ্যা ১১, ৪০
১২ গৃহকথা—পাতিগ্রহণ লক্ষণ। সংখ্যা ১২, ৪৪
১৩ গৃহকথা—পাতিগ্রহণ শিক্ষা। সংখ্যা ১৩, ৪৭
১৪ গৃহকথা—পুষ্পশিক্ষা শিক্ষা। সংখ্যা ১৪, ৫১
১৫ গৃহকথা—শিক্ষার পাতিগ্রহণ, সংখ্যা ১৫, ৫৮
১৬ গৃহকথা—শিক্ষায় জ্ঞানসাধনের শ্রেষ্ঠ অবস্থা। সংখ্যা ১৬, ৬১
১৭ জাপানের শিক্ষার প্রতিভা, সংখ্যা ১৭, ৬৪
১৮ সংশয়কে জ্ঞাত করায় জ্ঞাত করায় গৃহকথা না, সংখ্যা ১৮, ৬৭
১৯ ধর্ম ও অন্যান্য পথ—সংখ্যা ১৯, ৭৪
২০ ধর্মপরাপ্রাণ লক্ষণ। সংখ্যা ২০, ৭৮
রামারঞ্জিকা।

(১) গৃহকথা, শ্রী শিক্ষা—অনন্যকের বিদ্যা। সংখ্যা ১।

হরিহর ও ঠাকার শ্রী পন্ডিতের আপনাদিগের কন্যার
শিক্ষার বিষয়ে যে কথাপূর্ণ কথিত ছিল তাহার বিষ্ণুর
পূর্বক লেখা যাইতেছে।

পন্ডিতী। ওগো, আমাদের যে কার্যনীর প্রায়
এটি বংসর বয়স হইল, ভাল একটি বর দেখ, বিশেষ মনো
হইয়াছে।

হরিহর। বিবাহের জন্য এত বাদ কেন? কন্যার বয়ঃ-
মাত্র কর্ত, আরও চার পাঁচ বৎসর অপেক্ষা করা যাইতে পারে।

পন্ডিতী। ওগো আরো চার পাঁচ বছর মেয়েকে কেমন
করে আইবড় রাখবে? বার তের বছরের মেয়ে আইবড়
থাকিয়ে লেগের কাছে কেমন করে মুখ দেখাইয়া? আর ছোট
বালা বে দিতে কি ভোসার সাদ যায় না? অধিক বয়সে বিয়া
দিল একটি মন্দ দিক্খাবে জামাই আসবে, ছেলে বালা
বে দিলে ছোট জামাই হইবে—দেখতে ভাল—শুনতে ভাল
—কেমন পুত্তল খেলার মত।

হরিহর। অদ্য বয়স বিবাহ দেওনের দৌষ ঘণ পরে
বলিব এখনকার কথা জিজ্ঞাসা। কবি মেয়ে কিপর্যাস্ত লেখা
পড়। শিক্ষিয়াছে বল দেখি। আমি পুনঃ ভোসাকে কহিয়াছি
বাজির গুরুমহাশয়ের নিকট এভিদিন কন্যাকে পাঠাইয়া
দেও, পাঠাব কি না?

পন্ডিতী। গুরুমহাশয়ের নিকট পাঠাইয়াছিল, মেয়ে
বড় অল্পুদায়, অশ্বিন, পাঠালা হতে পালিয়া আস্তো। অর্থা
ছেলে মায়ের খেলাতেই মন।
হরিহর। এ বিষয় আমাকে কেন জানাও নাই? এতো তাল কর্ম হয় নাই, কন্যার শিক্ষা হইতেছে না, এ যে বড় মন্দ।

পদ্মাবতী। এমন মন্দই বা কি, মেয়ে মানুষে সে পড়া শিখে কি করবে? মেয়ে চাকরি করে টাকা আনবে? মেয়ে-ছেলে লেখা পড়া শিখে বরং লোকে লিখনা করবে। রবিবার দিন দিনের কাছে গিয়াছে সেখানে মাসি মানী পিসি সকলক্ষেই আসিয়াছিলেন তাহাদের নিকট মেয়ের লেখা পড়ার কথা, উপস্থিত হইলে তাহারা সকলে বল্লেন মেয়ে মাত্রের লেখা পড়া শেখায় কার কি? আমার কেও বলিলেন মেয়ের মাত্রের লেখা পড়া শিখে বিধান হয়। মানো না! সে কথাটা পুনরায় অবধি মনুষ্য ধুঃখ পুরুষ করছে। কার্য নাই বারু আর লেখা পড়ার কায়নাই। মেয়ে আমার অমৃত্ত থাকুক। তে কয়েক দিন পাঠালে গিয়াছিল তার দেখা কাটার চেষ্টা করছে তৃপ্তি সেওয়াজে।

করিচন। লেখা পড়ার প্রতি তোমার এত দেশ কেন্দ্র তুষ্মিয় বলিলে কথায় তাহার উত্তর দিয়েছে ২৫—শিক্ষা ছুঁই প্রকার—স্থান করিয়া ও অর্থকরী! শান্তির শিক্ষা শিখিয়া স্থানিতে ঘরিয়া ও ধর্ষে মুক্তি হয়। অর্থকরী শিক্ষা উপার্জনের পথ। পুরুষের এই হুই প্রকার শিক্ষা পাইয়া উঠিত। বলদেখী উঠতে বিচলন। ও ধর্ষে মুক্তি এবং উপার্জনের কমতায় পুরুষের নাথাকে সংসার তাহার কি গর্ভ হয়?

পদ্মাবতী। এমন পুরুষের কোদান ও মান থাকে না। বাহিরে দশ জনার কাছে সবতে পান না, বাড়ীতে স্বী পুত্ত্ব না। মেয়ে তাহার কথা ফকি করে। আরো লোকের কথা ফকি দশার ফকি চাকুরো এক ছিলিম ভাবাকে দেয় না। যেমন আমার বন্ধু মৃত্যুর হইয়া লোকের পাঁজাখানো ও চোর হইয়াছে তাহার কে যে দেখে নেই দুঃখ পুরুষ করছে ফকি। কিন্তু আমার ভাইপোর লেখা পড়া শিখে তাল হয়েছে ও দশ টাকা উপার্জন করতেছে।

* শ্রেণি আলোক করিবার জন্য "আলোকর" অন্তর্গটী নিদিষ্ট করি। করাগেল।


(৩)

তার কেমন মান সভুম্ন! লেখা পড়া না শিখিলে পুরুষের মাত্র মিথ্যা।

হরিহর। তুমি স্থীত করিলে পুরুষের শিক্ষা কর। অর্থাৎ কেননা। তদভাবে অধিবেক্ষ। হুঁকারে প্রবন্ধি ও অর্থীপার্সী। অর্থাৎ হওয়াতে জীবন রথা হয়। তবে স্ত্রীলোকের সদিবেচনা ও ধর্মরূপে হওয়া কি আবশ্যক নহে? যে স্ত্রীলোকের সদিবেচনা। ও ধর্মে নিত্য না হয় তাহাতে কি তাহার যাঁদি ভাল বাসে ও সন্তান সন্ত্রাস কি মনের সহিত সমখা করে না। তিনি গৃহ ও সাংসারিক কর্ম সকল উভয়কপে সম্পাদিত করিতে পারেন? যে গৃহর গতিবিধি সদিবেচনা। ও ধর্মে নিত্য নাই সে গৃহ দ্বারায় চিন্তিত হইত। যাহাও এবং সেখানে শীত্য সর্পকুীপর দুটি পড়ে।

পত্তা বহিঃ। কিমার সদিবেচনা হয় ও সদিবেচনা কাহাকে বলেন। অনেক যে মানসিক লেখা পড়া করে না বলে কিছুতে তারদিগের বেদিরায়া।—যেমন আমরা মেজে ভাঙ্গ। কেমন শুঁট যাঁটি কেলকে নিয়ে সংসার করতেছে। সকলেই তাহার বৃহৎ পুষ্পের বড় তাল।

হরিহর। তোমার মেজ ভাঙ্গ শেয়াল্য। বটে কিছু সর্বমান না কে। তিনি চাহি আমার বাক্সরার এক অন্য কল্যাণ। কাটিয়া। বাঁচাইতে পারেন কিন্তু কি প্রকার সংহত ও নিরন্ত পালন করিলে ও কোন স্থানে থাকিলে তাহা নির্দিষ্ট তাল থাকে—কি প্রকারে তাহাদিগকে লালন পেলে ও রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হয়—কি প্রকারে তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণ হইতে পারে—কি প্রকারে তাহার সহিত তাহাদের সমাধান করা উচিত—কি প্রকারে তাহাদিগের সংসারের উন্নতি হইত পারে এ সকল বিষয়ে তাহার কিছু মাত্র বুদ্ধি নাই। এর বুদ্ধি প্রাপ্ত প্রাপ্ত হইলে ডাক কহিলেন শীত্য তাল না গেলে আরাম হইবে না। তোমার ভাঙ্গ কহিয়া মান্য আর্মি হেসে কে কোথাও পাটাব। না।—এত কাল কি কেন বাতাই থেকে আরাম হয় নাই। যাহাতে চিনি মান বহু তাহার সেই পুরুষের মহিলাগুলে। অপর তাহার দুইতিয় যাদবের চাঁদাগামে উত্তম কর্ম হইয়াছিল, সে যাত্র।
করিয়া যায় তিনি কাবিদিতে আরও করিলেন—"বাবারে তোমাকে না দেখে কেমন করে থাকব", ভূতবাণ যাদবকে কর্ম পরিবর্তন করিতে হইল। তুমি তবে সাহায্য বিনা হইয়া ঘরে থাকাতে এমন জড়ভরত হইঞ্জে যে তাহার মাসে ১১ টাকা উপার্জন কর। ভার। যদি চট্টোগ্রামে যাইত। তবে বিবাহ কর্মে পড়ে তাহার বুদ্ধি অপেক্ষ হইতে ও ২০০। ৩০০ টাক উপার্জনের ক্ষমতা হইত। তিনি অন্য পরিবারেরও এই রূপ অনেক দুঃখিত দেখিয়াছিল। তাহার শিক্ষা না হইলে তাহা বিবেচনা হয় না। 

c

তুমি জিজ্ঞাসা করিয়াছ স্বরবেচনা কাহাকে বল। তাহার উল্লেখ এই, যাহাতে দূরদৃষ্টি আছে তাহাকেই স্বরবেচনা বলি। যে কর্মে আপত্তি লাগে তুমি স্বরবেচনা কিছু পরে ক্ষতি অর্থাৎ ক্ষণে কে দূরদৃষ্টি নাই স্বত্বারা তাহা স্বরবেচনা শুনা। 

পদ্মাবতী। তুমি স্বরবেচনার কথা বলিলে তাহার পুত্রের পক্ষে আবশ্যক হইতে পারে, মেয়ে মাঝারের তাহার কাছ কি। মেয়ে মাঝার বাড়ী। বাড়ির কুটুন কুটিল, ঘর স্বাভাবিক দেবে, রাখাবে বাটি। সাজাবে ও ঘর কাপড় আরাম করবে, তাহার দূরদৃষ্টিতে বা কাপড়ের স্বরবেচনাতেই না কাছ কি। 

হরিহর। তুমি সে মহল থক কর্মের কথা বলিলে তাহার তৃণমূলের জন্য আবশ্যক বেঁটে কিছু কেবল তাহা জানিতেই তো হয় না। পিতালয়ে থাকুন অথবা খরচ বাড়িতে থাকুন স্বরবেচনা থাকিলে কাহার সহিত কিছু বাবর করিতে হয় তাহ। বরিয়া করিতে পারে। বিবেচনা পুরুষ অথবা পশ্চাত দৃষ্টি না করিয়া যায় করিলে স্বামির অধিক অর্থ 

হইলেও প্রতি হয় না এজন্য তৃণমূলের স্বরবেচনা সব আবশ্যক হয়। অপর স্বামির আর দেখিয়া কোন বিষয়ে কাহার কিছু নয়। ও কোন বিষয়ে যায় কোন অস্বাভাবিক স্বরবেচনা না থাকিলে একসময়ও বুঝিতে পারে না। রামহরির মন্ত্র}

---

*তাহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভবন থেকে পথ ধরিয়া এক মাত্র নোট নেওয়া।*
পুলের পুনর্বিবাহ কালীন স্থানিকে ১০০ টাকা কর্ণ করাইয়া কর্ম নির্বাহ করেন কিন্তু যে স্বীকার আছেন তাহা ভব হইয়া, যাইচুহলে একটা মট আমিরমালেই চাপা গড়িয়া। মরিচেন তাহ। তাল করিতে চাহিয়া না। রামচরিত মহারূঢ়ো যে টাকা গুলি পাই অন্যা স্নীহ হয়ে দেন—তিনি কি করিয়া নঃ। হরিশিৎচন্দ্রের স্ত্রী ও ঐ রূপ। পুলুক কনার জন্য সর্বদা করির গোঁড়াক হরিয়া করিতেছেন কিছু বাঁটার নিকটে একট। একার অহো তাহাতে মালা পোর, হুঙ্গে নিকট থাকা রয় ন। ও পরিবারের পীড়া সর্বদা হইতে হইতে, পরিত টাকা খাচ করিতে তাহ। পরিকাঙ্ক হয় যে বারে তিনি অতিন কাঁতার, কেবল জলির কাপড় পরাইয়া। দশকেক ছহে দেখিতেই বন্ধন। এই সাদ কিন্তু তাহার দে গা যোস পাচড়ার গলিয়া পাড়িয়াছে কখন পরাকার করিয়া হয় ন। : এফারিদিন পাঁচ সাতখানা বাগান প্রকৃত হয় নিম্ন পঁচ বড়া হইলের কিন্তু বচার বাইচার নাই, তাহা নাপক্ষ টাকা একটা করিয়া ইহা একটা বাগান করিলে সমানাদি পারীতিক ভাল থাকে ও বাকিয়ার বারাও বাঞ্চিয়া যায়। হুবিবেত্নানা ধাপিলে এই সকল কর্ম কাহাকেও বিরত হয় না।

এই রূপ আরো অনেক দুঃখান্ত দিতে পারিয়া, যাহার বিলাস হাতেতে স্পষ্টই বোধ হইবেক যে স্বামীর নিকটে থাকিলে নাম করিয়া গলিয়া করিতেন রূপে নিবারণ হয় ন। স্বামী যদি বিদেশে থাকিতে তাহো পরিস্রায়। যাহার তো পীরের সর্বিবেত্ন। নাম। বিবাহে ও নাম। একাদিন সর্বদাই আবাধিত হয়, তখন স্বামীরকে পৃথিবীর কর্ম করিতে হয় ও কর্মী কর্মও করিতে হয়—তৎকাৰীন সর্বিবেত্ন। না থাকিলে বিয়া সম্প্রস্ত নষ্ট হয় ও মূর্ত এলা মেলা হয়ে পড়ে এবং সমতান সম্ভবতো মন্দ হইয়া উঠে। ইহারও তৃণ প্রমাণ দিতে পারিয়া। পাঁচ বিবর্তী। এই কথাটি তুমি সত্য বলিয়াছ। আমার কাজকর্ম নয় ৩০ বৎসর হয়ে বিধবা হয়। তাহার স্বামী তাহার চেহরা পড়া। তাল শিখাইয়া ছিল। তাহার ভাঙ্গরে পো ও অন্তির। তাহাকে কোথা দিবার জন্য কত চেষ্টা করে। শিক্ষা নে মনের ছিৰ্ম্ম হিসাব পত্র ভাল বুঝিতে ও তাহার বুঝি শিখিয়া ভাল ছিল এজন্য এক প্পাতাই ফেল ঠাকিতে পারে নাই।
কিন্তু আমার মামার মেয়ে কিছুমাত্র লেখাপড়া জানেননা, তাহার স্নামী মরিয়া পর তাহার ভাই ও দশজনে পড়িয়া চোকে ধূলা দিয়া সব লুটে পুটে লাগে, আজ খান এমন যেো নাই।

হরিহর। তুমি দেখি দেবী ত্রিলোকের সুবিখেচনা থাকাতে কত উপকার? ইহা গুহকর্ম লাগে— স্নানের কর্মে লাগে— সন্ত্রান্নিদির কর্মে লাগে— নিজের কর্মেতেও লাগে। সুবিখেচনা লেখা পড়ার চক্ষুর দ্বারাই হয়।

ইউরোপ দেশে মাতাই সন্নাতে প্রথম শিক্ষা দেন। সে শিক্ষা যে কেবল পুষ্পকের দ্বারা হয় এমত নহে। নানা প্রকার অল্প ও অবালের কোথায় মাতা হিতাহিত বাক্য বলেন। ঐ হিতাহিত বাক্য তৎকালে শিশুর মনে যেমন বলে এমন পাঠাশালায় পড়াতে হয় না, কিন্তু এদেশে ত্রিলোকের। লেখা পড়া শিখে না, তাহার সন্ত্রান্নীকে কেমন করিয়া। সৎ উপদেশ দিবে? যে ব্যক্তি কিজু অস্তে কি অন্য অল্পের হাত ধরিয়া। লক্ষ্যা হইতে পারে? এদেশে যদাপি ত্রিলোকের। লেখাপড়া জানিত তবে সন্ত্রান্দের সুশিক্ষা অন্য বয়সে অনান্যে হইত। ও তাহার। যে কৃষ্ণো ও কৃষ্ণীতি শিখিয়া ঘরে আসিলে তাহার শোধন হইত। অপর ত্রিলোকের লেখাপড়া জানিতে আরও এই এক উপকার যে আলোর প্রতি চুটি হইলে যে আসাদে থাকে, বর্ষ ঘোষণ কাল ক্ষেপণ হয় না এবং সার ও অসার শোধ হয় শীঘ্র কৃত্তি হয় না।

জ্ঞানকুঠি বিদ্যা শিক্ষায় ধর্মে মতি হয়। কি না ও অর্থকারী বিদ্যা। ত্রিলোকের শেখা। উচিত কি না ইত্যাদি যে তোমার কর্যেকে কথা রহিল তাহা পযরে বিলব। অদ্য অধিক রাজি

পাপার্ভৈ। খুল কানে লিখাপড়া শিখেছেন। আমার বুদ্ধি লম্বা ঘোরর দিলে—আমাকে নির্দেশ করিলে। কথা গুলনতে, ভাল বিলব। কাল রাতে এবং সকালে বয়ংতে আরও করিলে।
(২) গৃহকথা, শ্রী শিখা—জ্ঞানকরী বিদ্যা। সংখ্যা ২।

পদ্মা঵তী। কাল রাত্রে বাঁড়ির জ্ঞানকরী বিদ্যা স্থ-বিবেচনা করে, তাহতে ধর্মে মত কি রূপে হয় বল দেখিয়।

হরিরহ। ধর্ম ছুই একাকার—এনসম পরমেশ্বরের প্রতি ঐকান্তিক ভক্তি, বিতীয় সংসারে সংকর্ষণ কর। পরমেশ্বরের প্রতি ভক্তি জন্মে মনে সহিত ধ্যান উপাসনা ও আহ্ম সত্ত্ব শোধনের আবশ্যক। আর যদিও পরমেশ্বরের প্রতি ভক্তি সকল ধর্মের মূল ভাষাচ সংসারে সং কর্ষণ করা কি উপায়ে হয় বল দেখিয়।

পদ্মাবতী। সাত খুড়ি ও অনায়ার দশ জন সাহিত্যে মেয়ে দায়িত্ব যেন করে তত্তন কিরিলেই ভাল কর্ষণ করা হয়।

হস্তি হর। তবে ভাল কর্ষণ করাতে অনেক উপদেশ অথবা সহায়তার অপেক্ষা হইল। বিনা উপদেশেও কেহই আপন খুঁজে বন্ধ সংকর্ষণ অবন্ধ হয় বাধক কিতু কী করা হয় না। প্রধান ধারাস্ত বীজের মধ্যে একটা বীজ ভাল—সাত লোকে ফেলিয়েই অনায়ারে গাছ হয়, কিন্তু সকল বীজের চারি করিতে গোল সেচন ও অনায়ার উল্লতে আবশ্যক হয়। যদাপি সন্ত খুড়ি ও অনায়ার শ্রীলাওয়াল সংসারে সংকর্ষণ সর্বদা রত পাকেন তবে তাহাদিগের উপদেশ অথবা সহায়তায় শিখা এবং সেই শিখাতেই ধর্মে মত হয়।

পদ্মাবতী। সংসারে শ্রীলাওয়ালদের ভাল কর্ষণ করা কাহাকে বল?

হস্তি হর। শ্রীলোক যাদুজীবন আপন সত্ত্ব রক্ষা করিয়ে। খামী কৃতী হউক বা অকৃতী হউক ভালীকে অন্ধ-করণের সহিত গেহ ও ভক্তি করিয়ে। অন্ধ প্রুষের প্রতি সন্তুত মোহ পাপ। প্রতি জ্ঞান, প্রতি ধ্যান, প্রতি প্রাণ, অহরহ হইয়া মনে করিয়ে। এতাদৃঢ়িকেক পুলক কমাকে সমান রূপে গেহ করিয়ে। পিতায় মাতায় শৃঙ্খল প্রকৃতিয় বাতা তাঙ্গর ও অনায়ার শুরুস্ত লোককে সমান করিয়ে। কলিত ভালাও সেবারাজিটে পুলকে দেখিয়ে। দাস দাসীদিগে কখনো নিগ্রহ করিয়ে না। কাহাঁ ও শাক্ত কাহারো।
সন্ধ্যা করিবে ন। আমি ধনী অথবা কৃতি হইলেও অহংকার করিবে না। ধনৈষ্ঠায় সম্পন্ন অথবা বহুলা অলস্কারে তৃষিতা হইলেও দম্ম তাগ করিবে। আপন কাত্তি হইলে অন্যরা সহিত কলহ করিবে না। কাহাকেও কোন একারঃ বঞ্চনা করিবে না। জ্ঞাতি কট্টাম ও মুহুর্তাদি ক্লেশে পড়িলে মাধ্যক্রমে সাহায্য করিবে। অনুধাবন দীন দরিদ্র লোক দৃষ্টি গোচর হইলে শাক্তি অনুসারে হংস মোচন করিবে। কখনই ব্যক্তি হইবে না; অভিখান একাশ না করিলে সকলের প্রতি সাহস নয়। নুমভাবে বাবহার করিবে। যে রীতিলোক এই সরল সংসারিক দর্শন করে তাহার মধ্যে চিন্তকাল সংকীর্ণ হয়,—তিনি পরকালে পরম গতি অপার হন।

পাদবিব। হই ভা বাটি তো, এখন তর মেয়ে রাগিয়া দেখিলে চক্ষ কুড়োই। আমরা গুজ সকল মেয়ে মায়ের দ্বারা তাদের এ সব হর্ষ দুটি একদিন আছে সব কেষ্টা? মেলা! কেহ বা ত্বরিতে দিয়া তাদের কট বাকা বলে কেন্দ্র ঠকারে ফেটে মোহ, কেহই মিঠা কথা আইয়া কোদোল করিয়া বাঢ়ি কাটাক, কেছা গুরুতর লোকের সামনে দেহ করি, কেহই আরতি অথবা জনার হিংসাতে শয়ন চালে, কেহই আপনার বেশ ভঙ্গী-বস্ত থাকে, আমার বাতাল। কি মরিয়া, একবার ফিরিয়া ও দেখে না। কিছু এসে দোষ কি লেখা পড়ি শিখলে যায়?

হরিহর। মুখুষ্ঠ অথবা অসচ্ছন্দ মনের একুশ্চ নষ্ট হয় স্মৃতিতে ভাতালে করিতে জন্মে কিন্তু সচ্ছন্দ অথবা সাধ্যসঞ্চার হইলে মনঃ ক্রমে মিশ্রিত হয় ভাতালে শরীর মত জন্মে, যেমন উত্তম দেশ বাস করিলে—উত্তম বায়ু সেবন করিলে—উত্তম দ্রব্য ভোজন করিলে—নিয়ম পূর্বক থাকিয়া রাগর নীরোগ ও বলবান হয়, ভেষ্ম সচ্ছন্দ পাইলে ও সাধু মাত্র করিলে মনঃ মিশ্রিত হইয়া শরীর রত হয়। দেখা দেখা বেশার কন্যা গরিয়া বেষ্যায়ই হয় করণ বালা রালায় কুদঙ্গ থাকে ও অসচ্ছন্দ পায় কিন্তু বিলাতে অনেক বশ্যত অভিক্ষিত পিতার সচ্ছন্দে একদিনঃ তর আচার দেখে যে কত্ত ভ্রমলোক তাহার গতি বিবাহ করিতে পাগ্রেশ্বর্য হয় অতএব সচ্ছন্দ ও সৎসংবা কেমন ফল দেখে।
পাদাবতী। ও যা, তড়িল্লাকে দেখার কাণ্ডকে কেমন করে বে করে গেলো? যে পায় করে তাই গাত যায় না?

বর্তমান। ইংরেজিদের জাতি কর্মযোগী—সং কর্মে
থাকে, কুকর্মে যায়। সে যায় হঠাৎ। এ কথার বিস্তার পরে
ক করতে চাই, প্রত্যেক সংস্করণ সত্ত্বগত যুগ, দেখ।

পাদাবতী। সত্য বটে--আমার একটা কথা সমস্ত পড়িল
মন পড়িল। আমার পায়ের বাড়ীর দরজায় শীতল সিংহের
 হাতে ছিল শীতল সিংহ মেজের একটা। যে পাঠালি
 লিখে দল করিয়া বেশ হইয়াছে আব একটা আগড় পাড়ার
 সঙ্গে সঙ্গে মাঝি এক জন খোঁজ করিয়া দেখে হইয়াছে। তাত্ত্ব
 মন দর্শ্ব করিয়া কিন্তু শুনিতে পাই ঐ ক্ষুদ্র তাত্ত্ব নাহে,
 পরে ওহের তড়িল্লাকের মেজেরে মত। আমার বোধ
 কর অপেক্ষায় তাত্ত্ব উপাধি তাত্ত্ব হইয়াছে। তাত্ত্ব--তাত্ত্ব
 পদার্থে কেমন করে তাত্ত্ব হয়?

বর্তমান। আমারদিগের মন অতি ক্ষুদ্র, মনে একটি
 থাকে যে দিকে ইচ্ছা করি সেই দিকে লাগাইতে পারি মনচো
শ্রুপথে যাইতে পারি কুপথে যাইতে পারে। কিন্তু
 মনকে নিয়ত ক্ষুদ্রগামি করিতে গেলে দ্ব্যপাক্ষিক অংশ
 সম্পদের ও সংস্করণ আবার শক্তিতাত্ত্বি
 নীতিকথা ও ধর্মো-
 পাখান শুনিলে সম্ভাব ও স্বাভাবক জগতে এবং সাধু পুলকের
 সত্ত্ব সবাই এ সন্তান ও স্বাভাব হৃদতর হয়।
 শেষে সুন্দর দূরত্বিলাস চন্দ্রকালী ও ঐ পুরুষ পুত্তক পড়িলে
 অশ্বিন্ত বা সম্পদসহ হয়। কিন্তু কর্মের উপর নিয়মগুলোর
 মধ্য পরিষ্কার হইয়ে সে বাণ্ডক-হঠাৎ অগ্রবাহি বাণ্ডক। হঠাৎ
 অবশ্য তাত্ত্ব ধর্মে মাতি হয়।

পাদাবতী। কেন?

বর্তমান। সং কথা পুনঃ পুনঃ পাঠে অর্থ করিবে
কুকথা অর্থ বা চিন্তার প্রয় রহিত হয়। সংস্কার অভাবারী
 থেকে অভাব করিয়া সেইরূপ সংস্কার হইতে, কতক কাল
 কর্মরূপ সম্পদের রচনা থাকিলে অসম্পদেশ প্রায় তাত্ত্ব
 লাগে না, ন্যায় করে ধর্মে মাতি হইতে থাকে।
প্রশ্নান্তরী। একথা সত্য, কি মিথ্যা, কেমন করিয়া জানিবি?

হরিহর। আপনার মনের ভাব পরীক্ষা করিয়া দেখিলেই জানিতে পারিবে, যখন সীতার বা সাবিত্রীর বা দমন্ত্রীর উপাধিপ্রাপ্ত শুন তখন মন সমাবেশে পরিপূর্ণ হয় কি না। সে সময় কুপথ অবরোধ অবধিন চিন্তনে ইচ্ছা হয় না, অন্য সংকল্প বার্তারকে সকলই অদারে লোহ হয়। যদাপি ক্ষত্রিয় স্ত্রীপুণ্ডরী মনের এতাদৃশ গতি হয় তবে নিরন্তর নীতি বাক্য ও রচনাপাঠাদি পাঠে ও অবরোধ কি বিপরীত ফল হইতে পারে না।

প্রশ্নান্তরী। বরং, এ কথাটি আমার মনে বড়ো ভাং হয় না।

হরিহর। জ্ঞানকরী বিদায়ে কি একাধি প্রিয়ভাষণ ও মর্যাদা নিতে হয় তাহার শুধুই। স্ত্রীলোকের অর্থকরী বিদা শিখন করা আবশ্যক কি না পরে কি কি অন্য রক্ষা অন্ততঃ হইল বিশ্বাস করি।

প্রশ্নান্তরী। তুমি কথাগুলা সাবধান ও পরিকল্পনা বেশ কর, এ সব ইংরেজি পাঠা নিশ্চিত কর।

(৩) গুপ্তকথা, স্ত্রীশিক্ষা—অর্থকরী বিদা। সংখ্যা ৩।

প্রশ্নান্তরী। নেয়া মার্ক্সের অর্থকরী বিদা। শিখিলে প্রয়োজন কি? নেয়া মাত্র কি জানা জোড়া পরিয়া কৃতি যাবে?

হরিহর। স্ত্রীলোকের অর্থ গুপ্তকথা শিখি উচিত কেমন প্রকাশ করা—বাটার বাটা—কুটা। কোটা।—ঢাকা সাল দেওয়া। বড় ও আচার করা—ভাবনার হিসাব রাখা—নাও দামীকে শাসনের রাখা ইত্যাদি কর্মে উত্তরমূলে না জানিলে ভাল হয় না। পূর্বে অর্থে পার্জন নিমিত্ত অর্থকরী বিদা। অভাব করব বরং কিছু স্ত্রীলোকের ভাব। জানা ভাল এবং জানিলে অশেষ উপকার দর্শিত পারে।
( ১১ )

পদ্মায়াতী। যেমন মাহুষ আবার কেবল গোঙ্কর করিবার বিষয় শিখেছে গা? যেমনেতে করে পাগড়ি বেঁধেছে?

হরিহর। ক্রীলোকে পাগড়ি বাঁধিয়া। কুটি না থাকিয়া কিছু গুছে বসিয়া। শিল্কৃষ্ণ করিতে পারে। এই শিল্কৃষ্ণ করিয়া ঐ শিল্লায় উপার্জন হয়। এই শিল্কৃষ্ণ নামে পাল হয়।--হেলাই করা। পূ করা। কাপড়ে ঝড়ুট। গোলাম, চাঁচ চালা খেমের ও মোম বেলা গড়ে গড়ে খেলন। ইত্যাদি করা। নাক। করা। চিনি করা। ইত্যাদি।

বিনিতি ও এ দেশে দীনগুণের ক্রীলোকের শিল্কৃষ্ণ করিয়া দিতে আর উপার্জন করে তাহাতে তাহাদের সমাজের হয় মানবদের সংসারের অনন্ত সাহায্য হয়। ইন্দুস্তান পৃথিবীতে যে খসড়ে সবি তাহার ঐ কাঁচের উপর অক্ষত করা না দরিদ্র ক্রীলোকের তাহা খুবই, দেখি এ দেশ ও এ কাটর চোট বাটি করি ইন্দুস্তান ইত্যাদি দুর্যোগ ক্রীলোকের।

হয় করা বিলাষে মধ্যস্থ লোকের ক্রীলোকের মুঠর দেশে পেশ দের রেহায়র করিন। বিধায় করে এ দেশে ঐ অবসার নিরক্ষে চাঁচ ও আরম্ভ করা। কাটে গুপ্তি ভাঙ্গে ঝুলে নড় পড়ে কাটাই পড়ে তেলসং পাচে ভুলে বেঁচে ও মোমের গড়ে গড়ে।

পর বিলাষে পুত্রমায়তা ক্রীলোকের নাম। প্রকার শিল্লা সৃষ্টি বিদ্যা শিখে এবং অবকাশ পাইলে একটা না একটা ও কাটর প্রকার মন নিযুক্ত রাখে এ দেশে ভাগপ্পার মহব্যাপার ক্রীলোকের। ইহানী শিল্লা বিদ্যা বিশ্লেষণ করে করে যে কি উপাদান ভাঙ্গে বোধযোগ্য কিনা নাই।

পদ্মায়াতী। তাহাতে আবার কি উপাদান। যে নাকল হেলাই করে অবস্থা। যদি, তাহাদের ঐ শিল্লায় সংসারের ধর্মের মুখতে পারে বলঝি কিন্তু পূত্রমায়তা ক্রীলোকের মোমের প্রশ্নের আবার কিনা কি?

হরিহর। ক্রীলোক সাতারই পরিশ্রমী হওয়া উচিত,
কেবল অভাব গড়া দিত। পা টিপাইয়া, হাই তুলিয়া, আলাদা পয়রাথ, চল বাজিয়া, টপ কাটিয়া, ডাস কেলিয়া কাল কাটান শেঠ নহে। ইহাতে অসন স্বভাব হয়, অংশাদে নিজের মূলত ও সমাজের ক্ষমতার হইবার সাহায্যবান। স্ত্রীলোকের গৃহ কর্ম পড়া শুন। ও শিক্ষা বিদ্যারও অস্ত্রীল্য কেন কর্মরুপের ক্ষমতা এক প্রকার কর্ম তালা লাগে না। কিছু কালে বা গৃহ কর্ম করিবে, কিছু কালে বা পড়া শুনে। করিলে কিছু কালে বা শিক্ষা কর্মের চচু। করিলে। বড় মানুষের মুখে স্ত্রীলোকের শিল্প কর্মের শিল্পকাল অন্যের জন্য। এর বেশ কিছু তাহাতে নিয়ে কল্যাচকে শরীর ও নন্দ তালা থাকে। প্লী প্রাণের তথ্য ঘনের মুখে শিল্পকালে পূর্বায়ন হইতে কল্পনা করিয়া জল আনে—রোপন করে,—চেকিয়ে থাকে তাহে—চাই নিয়া কাড়ে ও গাঁথার গৃহ কর্ম করে এবং অবকাশ পাইলে কাড়ে নিয়া বুট। তোলে ও অন্য গৃহ কর্ম করে একার ভাষার বিজ্ঞানের বায় অবিভক্ত হয় না। এবং লজ্জা ও ধর্ম ও বিকৃণ্টতা থাকে। শহরের বড় মানুষের মুখে শিল্পকালে পরিচিন্তা বাস দেখেন, স্বতঃস্বত্ব ও কল্পনা করিয়া লাগে থাকে আর বর্ষ করা লইয়া কাল কাটিয়ে হয়।

পদ্মাবতী। হুম আঁকিয়া যে স্ত্রীলোকে কিছুকাল গৃহ কর্ম করিবে—কিছুকাল গড়া শুন। করিয়া—কিছুকাল শিক্ষা কর্মের চচ্চা করিবে। তালা, জিজ্ঞাসা করি যে সকল স্ত্রীলোক কের দাস দাসী ও রূপান্তর আছে তাহাদের গৃহ কর্ম করাই আবশ্যক কি? হাজাহাজ। তোমার এ বড় জম। কত ব্রীম দেবে।

তাহার ঘনের স্ত্রীলোকের আপনার গৃহ কর্ম করিয়ে তাই কিছু মাত্র কাড়ে নিজে কিছু দাস দাসী ছিলেন। বিলাতে ইংরাজিতে তাহার ঘনের স্ত্রীলোকের নিজে পাক শালার তথ্য বাহ্য। ও অন্যান্য গৃহ কর্ম করিয়া থাকে কল্পনা গৃহিণী। হইতে গেলে গৃহ কর্ম সকল উত্তম জান। আবশ্যক কেবল দাস দাসীর 

উপর নিষ্ঠুর করিতে ঐ সকল কর্ম করিলেই উত্তম জান। নিজের
(১৩)

হইতে পারে না। জ্ঞাতি দাস দাসী সকলে গৃহিণী আপনি
হস্তে গৃহ কর্ম করেন তবে তাহাতে তাহার নিজের সৎকাম
ও সন্তানদির সদৃশপদেশ হয় এবং দাস দাসীর কর্মের দৃষ্টি
ন্যায় থাকে। আর তুমি জান উত্তমতৃপ রশ্নন প্রশংসায়ীর কর্ম,
তাহাও এক একার শিল্প বিদায়।

পাধাবতী। শিল্পবিদ্যা শিক্ষাতে আর কিছু কল আছে?

হরিহর। শিল্পবিদ্যা শিক্ষার শরীর ও মন ভাল থাকে
ও নেজাম উত্তম হয়। যে শ্রীলোক শিল্প কর্মে নিযুক্ত থাকে
তাহার কর্ম হতাহত পরিবর্তন হইয়া শান্তি প্রাপ্তি হয় কারণ
একটি কর্মে কিছু কাল মন নিবেশ করিলে তাহার সঙ্গে সৈর্য
অভাব হয়। অপর সংসারে নানা একার চুর্ণনার সত্যবাদ
আছে, যখন ঐ একার ঘটনা ঘটে তখন শ্রীলোকের পক্ষে
কেন্দ্র শিল্পীর করিবার উপায় নাই।

এই নিমিত্ত শোক
উপস্থিত হইলে শ্রীলোকের। কেবল বিলাপ করে, দীর্ঘকাল
পড়ি না হইলে সেই শেষের শমত। হয় না, কিন্তু তাহাবদের
নিরক্ষ শিল্পী শান্তি থাকে তাহ। হইলে সমভাবে শিল্প কর্মে
নারীনিবেশ করিলে কমে শোক ঢাকা পাড়িতে পারে কারণ
নারী, অনামক্ষতা। হয়। আর ধন চিত্তহীন নহে, দৈবত
মন সম্পর্কীয় অন্য হইলে শ্রীলোক পতি সুরছুটে অথবা
গোপ প্রযুক্ত উপার্জনে অকর্ম হন অথবা তাহার হুতুৎ
নেপথ্য হয় তাহ। হইলে ঐ অবস্থায় শ্রীলোক শিল্প বিদায়
দিয়া কিছুকাল সংসার নির্ভার করিতে পারে।

পাধাবতী। একথা সত্য বটে। দরাজ, বাজে বাজিয়া
করিতেন। তাহার হুতুৎ ব্যবসায় অনেক সোপান হইল,
তিনি সকল অর্থ হারাইয়া কিছুকাল ক্রেতা করিয়া মরিয়া
গেলেন। তাহার শ্রীর এমত বোঝ ছিল। যে সন্তানদিকের তরঙ
পোষ্ণ ভার—তিনি ক্ষেয়ের বাগান করিতে, কাপড়ের বুক
কুলিতে, পশমের জাত। বুনিতে ও অন্যান্য শিল্পকর্ম করিতে
তাহারেন। সেই সকল উপায়ের দ্বারা কিছু অর্থ উপার্জন
করিয়া আর দশ বৎসর সংসার চাঁদাইয়া ছিলেন পরে তাহার
জোট পুত্রের একটি কর্ম হয় এক্ষণে তাহাদের ক্রেতা হুচিয়া
গ
গিয়াছে। দোয়ারের স্ত্রী যদঃপি শিক্ষা কর্ষ না জানিতেন তবে আপনার ও ছেলেপুত্রের দশা কি হইত? তাহাকে কেহ একমুটার চাওল দিয়াও জিজ্ঞাসা করে নাই।

হরিহর। তবে দেখ শিল্প বিদ্যা শিখিলে কত উপকার। স্ত্রীলোক চাইন কিছু মধ্য বর্তী লোকের ঘরে পড়িলে শিল্প কর্ষের ধার। বাসিন্দাকে সাহায্য করিতে পারে, বড় মানুষের ঘরে পড়িলে তাহার দ্বারা গৃহ কর্ষ ভালুকে নির্ভর হয়। আপন শাসিরে মানুষের ও মেজাজ ভাল রাখিতে পারে। আর চুরু-টনা ঘটিলে অনুসরণণকে স্থির করিতে ও সংসারের দেশ ঘুচাইতে সক্ষম হয়। আমি যাহা বলিলাম তাহার পুরুষকে অনেক দিনে পারি।

পদ্ধাবন। আর দুইমাস দিতে হবে না, তুমি চোক অন্ত দিয়া বুঝাও দিলে। আমি কৃষ্ণ অর্থাৎ বোনা তেরন শিখিতে আরো করিব।

(৪) গৃহকথা,—স্ত্রী শিক্ষা, মাতার দারাই সন্তানের প্রকৃত শিক্ষা হয়। সংখ্যা ৪।

পদ্ধাবন। তবে সেনে মানুষের শিক্ষা না হইলে ছেলে পুত্রের শিক্ষা হয় না?

হরিহর। হ্যায় না। হইলে সমন্বয় হওয়া যায়। মাতার দারাই সন্তানদিগের মনের কলিকা একাশ পাইঃ মায়ের যেমন মন প্রায় সমন্বন্ধকে মেই এষ্ট। দেখ কোষ্ঠলার দায়লু যতার ছিল তাহ। না হইলে কের আংশ সপ্তাহে স্থিতিতে ছেন দিবন। তাহার পুল্ল রামচন্দ্র কেমন দায়লু ছিলেন। কুষ্ঠিতে বড় দায়লু ছিলেন—জতুকৃষ্ণে চাঙ্গালিনী পাটী পুল্ল লইয়া ছিল তাহ। স্রষ্টা হয় নাই পরে উহা যখন মনে হয় তখন জতুকৃষ্ণে অপি প্রাণিতে হইয়াছে তবেও কাতর হইয়া। মধ্য পুত্রকে বলিয়াছিলেন—বাবা! শীত্র যাওঁচাঙ্গালিনী ও তাহার পাঁচটা পুত্রকে উঠার কৰ্য।
কৃষ্ণের পুজোর মূর্তিটির সত্তা ও দয়াতে বিখ্যাত, আর তাহার অন্য পুজোর কর্ম কম দয়ালু ছিলেন না। গাম্বারী দেয়া হিসাবের পরিপূর্ণ ছিলেন—পাওয়া দিতে হয় তাহার অতিশয় অস্থায় হইত। তুর্জমূলক ও তুর্কিরা ভাবার্থ নত হইয়াছিল। এই গ্রুপে অন্যসাজন করিলে উদাহরণ অনেক দেওয়া লাগতে পারে। তাই হওয়া বা মন্দ হওয়া এ বিষয়ে সন্তান গ্রন্থের নিকট সেমন্থ শিক্ষা পায় এমন শিক্ষকের নিকট শিখে নাই। সন্নাতের দেখিতেছে যে মাতা মিথা। কথা, চুরি, কুটু বাকা এই, গালগালি দেওন, পরিন্দা পরিহিতা ও পরাপ্রকার করতে আইতাশী বিবর্জন এবং সত্য শিখালাপ পরাপ্রকার করত ও মস্ত হইত। সর্বদা এরূপ দর্শনে সন্নাতের মনে। মধ্যে এক দীর্ঘ ক্রমে দীর্ঘ পায় তাহার সন্দেহ নাই। বিলাতের ও অন্যান্য দেশের অনেক সহস্র ব্যক্তির মহৎ হওয়ার মাতৃ শিক্ষার মূল। ঐ উপদেশ যে কেবল পুষ্টতের দ্বারা হয় তাতা নহে, মাতার সহায়তায় ব্যবহার ও সচরাচর হইতেই হইত।

প্রায় প্রায়, কোন অন্যান্য দেশের মায়ের দ্বারা শিক্ষিত শিক্ষক কথা বল দেখিয়া।

হার্বর্ড। (২) সার উইলেম জোনেস কলিকাতায় ও আহাম্মেরএকজনজঙ্গা ছিলেন। তিনি উচ্চশিক্ষার ভাল সমষ্টি। ইংরাজিতে মনুষ্যবিশেষের অমূল্য করিয়াছিলেন। সারার ভাল বংশর বয়ঃক্রম কালে পিতা বিয়ে হইয়াছিল। মাতা বড় বিদ্রুপমাত্রী ছিলেন, পুত্রকে সর্বদা নিকটে রাখিয়া তাহার জন্ম ইঙ্গু, উদারের নানা। বাবা দেখাইতেন। পুত্র সত্বভাবতঃ বিয়ের করিত—মাতা কি ও কি হত। তখন মাতা অতি সহজে কিছু বুঝিয়া দিতেন। এই গ্রুপে করাতে অল্প দিনের মধ্যে সার উইলেম জোনেস অধিক শিক্ষা করিয়াছিলেন। মাতা বড় ধর্মীয় দাতা অর্থ পরিমিত বায়ী ও নস্ত ছিলেন তীবর সহরাসে পুত্রের সং চরিত হইয়াছিল ইহাতে আশ্চর্য কি?
পদ্মাবতী। স্বামী গোপাল যেমন মানুষের দৈহিক ধরিয়া এত করা কম কথা নয়।

হরিহর। (২) এই নামে বিলাতে এক জন প্রদেশ কবি ছিলেন। তাহার পিতার চরিত্র অতি মন্দ ছিল, অন্তৰ্দ্দী অপমান ও অহংকার করিতেন কিন্তু কেবল সমাজের সদ্ভাবে দেশের জন্য সেই সকল অপমান ও অহংকার সহ্য করিয়াও তাহার স্ত্রী নিকটে ছিলেন। তাহের মাতার প্রকৃতি ও চরিত্র উত্তম ছিল এই কারণে এই সদ্ভাবনা শিক্ষিত হইয়াছিলেন।

পদ্মাবতী। ও যা তবে নাকি ইহার ক্ষেত্রে। বিবিধতে বর্তু আদর করে—অনপাতের স্ত্রীকে ধরিয়া মরিত।

হরিহর। তাহ মন্দ লোক সকল জীবনে আছে উক্ত প্রকার অন্যা উদাহরণ আরও বলিয়া স্পর্শ হইয়া। শুন।

(৩) বিশালচন্দ্র নামে এক জন বিখ্যাত পাদ্রী ছিলেন। তিনি অন্যান্য পুষ্কর লিখিয়াছেন যে পরম্পরের প্রতি ভাব অন্তৰ্ভুক্ত মাতৃ নিকটে শিক্ষা হইয়া—তিনি যখন উপাধি দেশ নিয়ে তখন তুলির পুত্রের মন একাকীর্ত্তে ঐ উপদেশ সংগরহ হইত। (৪) জান হারবার্ট নামে এক জন ধার্মিক লোক ছিলেন। তিনি উপাধিতে কালে উর্ম রূপে দান করিয়া পারিতেন। তার বংসর বৃত্তান্ত কালে তাহার পিতার কো হয়—তাহার মাতা অন্তর্বর্তী ব্যবহার পুরুষের তাহাকে সম্পদেশ দিয়াছিল। নিকটে রাখিয়া সরিয়া তাহার নিকট মাতা আগাছিয়া বাস করিয়া থাকিতেন—নাট। সর্বশেষে বলিয়া—"যেমন শরীরের আহাররূপান্তর পুষ্ট হয় তেমনি মনের লোকের কথায় ও কর্মে কর্মশঙ্কার পাপ বৃদ্ধি হয় অতএব পাপ না জানি ধর্ম রূপান্তর উপাধি—মায় জনিলেই পাপে ধর্ম হইতে হয়। এ কারণে আপন সম্বন্ধে এখানে অবধি সর্বন্ত নিকটে রাখিয়া খেলায় দুঃখ ও অহিন্নজনক কোন ইত্যাদি করিয়া যাইতে না।

পদ্মাবতী। একথা নিষেধ নহে—ছোল যেমন দেখে সেমু এ মনে তেমনি শিখে—তার পুরুষ আর আর কি আছে বল দেয়—তোমার কথার বার্তায় যে দীপদীর পাকস্থালী—ফরায না।
হিচাহর। (৫) জান ওয়েসলি বিলাতে এক জন মাত্র লোক হইয়াছিলেন। তিনি সদা ধ্রুব পথে চলিতেন।
লৌহের স্বচ্ছ সম্পত্তি অথবা লোকের প্রশংসার কদাপি মনে না, কেবল ইমর উদ্দেশে অপন কর্তৃবা কর্ষের। প্রতি করিতেন। তাহার শিক্ষা করিয়া, তাহার উভিষ বা কুড়ি থসর বয়সে বিবাহ হয়, কামে উন্নতিশীল মনান প্রদর্শন করেন পাচার মধ্যে তোরতে সমানকে নিকটে রাখিয়া এবং শিক্ষাদিতেন।
জান ওয়েসলির মাতাকেও গুণ কল্প বিয়া ভাষায় রক্ষণস্থলে হালাল। কর্ষে দেয়াতে শিলিত হইতে কিছুই সকল কর্ষে নির্বাহ পায়ে এমন মহাত্মা করিয়াছিলেন এবং তাহার নিজের এমন শিক্ষা প্রকৃতি ছিল যে বিভিন্ন মানবাটেও অপন সমাজধিকে বিয়া করিয়াছিলেন। তাহার শিক্ষা করিতেই ওই শিষ্য করিলেও কি বলব! কি মায়ের উপর কি করিতে করিয়াছিলেন। তাহার চুক্ত বিশ্বাস এই হইল যে ছেলের। যা নমন করিয়া তাহার করিতে দিলে অধরের সমাধিশীল উপস্তিত হইতে এরূপ যে ভাব দমন না হইতে মনে অন্ধকের বৃত্তি হইবেক।
পারস্তী। ঐ পদ্ধতির স্বীকৃতি একে বিয়ানের পরে শাবার উইলে প্রাপ্ত করে নাই?

ছরিশ। ভে মাত্র ইংরেজদিগের নথে নাই একবি ব্যবহার অন্যেক ঘটন বাক্স ভাল উপাদানের বিশেষ উল্লেখ ন ই রেখে কিছু অন্য। অপূর্ব ক্ষণ বিভক্ত করিতে গেলে কনস্ট ব্যবহার হয় যে জননীর হৃদ গ্রহণ ও মেহযুক্ত শিক্ষাদিতেই সমাজদিগের অন্যক শিক্ষা কর মাঝে হইয়াছিল। সম্প্রতি তার একটি কথা নমন পড়ি কুই বলি শন।

(৬) ইংল্যাণ্ডের সহারানী বিভূতিতরিতা ভূত পুথার্ভ লোকের সহিত দেখা হইলেও মিঠালাপ করিয়া থাকেন। তিনি সমাজ্য আপন সমাজ্য ছিলেন বৃহদ স্বশীল রাজপুত্র ও রাজ কন্যার বলিয়া সমাজের দমন না করিয়া একজন তিনি রিপিট।
করিয়া উপদেশ দেয়। কথিত আছে মহারাণীর কোঠে ৫ একদিনপাহাড়ীলার হইতে মাতার নিকট আসিয়া বলিলে- 
হায়াকে অনুক বালক প্রহার করিয়াছে। মহারাণীর শায়ী 
কিন্তু সর্বভূর্ত হইলেন কিন্তু মহারাণী সরিত 
চিথে সেই বালককে ডাকায়। আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন-
তুমি রাজগুপ্তকে কেন মারিয়াছ? সেই বালক বলিলে-আপনা 
পুত্র হামার নিকট বিভাজিত অহস্কারপূর্বক আমাকে অসন্ম।
হামার বলিলেন-যেমন কর্ণে তেমনি ফস, তুমি উত্তম করিয়াছ বটি 
যাও।

পাদবীতি। ওমা আমরা হলে ইটি করিতে পারিতাম না।

(৫) গৃহকথা,-মহী শিক্ষা, মহী পরোপকারিণী। সংখ্যা ৫।

পাদবীতি। স্নাতক হইলেই সমস্ত হয় ও স্নাত 
কারণ শিক্ষার আবশ্যক হয় এ কথাটি রোদলাম। বহুল 
করি ইউরোপে অনেক স্নাতক হায় তাহা হায় বি- 
দের আর কেহই সুখে আঁধ কি?

হরিশ্রুত। এদের শ্রীলোকেরা অভিজাত সমগ্র 
মনের পিতা মাতা ভাষা বহুভাবে জন সর্বদাই বহুভাবে 
অনেকে পরের বিপদ অপেক্ষা কার্যের পরিশ্রম করিভ 
চে করেন না এবং তাহার প্রধান করা তাহারা 
তিনি ভাবিয়া, তাহার ক্ষুদ্র সন্দেহ নাই, কিন্তু সাধার 
পকারার্থ তাহারা তত তৎপর নহেন।

পাদবীতি। ওমা এ কেন কথা গো। এত যাতে পৃথিবীতে 
তথ্যীলা কথা থেকে হল? এত বীর্য যে অনুক 
লোকের দ্বারা হইয়াছে? এখন তাদের নিস্টা করলেই।

হল? নিম্নে কোন চাও কর তাদের গায়ে কোন প্রবেশ না।

হরিশ্রুত। একটি দিন হও-আমরা কথাটা ঠিক যোগ বোঝ।
(১২)

যাবতি তালরূপে অবগত আছি যে অনেক ঘটে পুনরীন্দ্রনীতির অন্তর্ভুক্ত। ইটালি দ্বারা কর্তৃক প্রচারিত হয়েছে হেলেম এককে কর্মে কেবল ভারতীয় ব্যাপার করিয়েছেন স্বার্থীয় অধ্যন মনোভাব পরিপূর্ণ হয়েছে। ইউরোপীয় রাষ্ট্রের বিবিধ মূল স্থানে রাষ্ট্র হন।

পাত্রাবৃত্ত। তবে একটি বিবরণ নল দেখি—ঈশ্বর কান যায়ছেন শুনি।

হরিহর। (১) বিবর্তিত স্নাতক নামে এক জন শােলকে মিলন। দালাকালে তিনি পরিপক্কে রং দেয়। নিকটস্থ দীর্ঘ দিনের সমানদিঘির শিক্ষায় পাঠ অনেকে একটি পাঠ্যালোকায় সাপান করিয়া। অনেকের উপকার হয়। বিশ বৎসর বয়সে তঁঃ বিশ্ব হয়। স্বামির মৃত পাকিয়া তাহার চূর্ণে লিখের মাতৃ যাইতে ভাঙ্গার তথ্য বিবৃত করিতেন। এইরূপ দশ বৎসর গত হইলে মিউজেট নামে জেলে গিয়া। দোহালিয়া প্রায় ৩০০ স্ত্রীলোকের সম্প্রদায় জনা করে আছিলে। ভাঙ্গারের চরিতশাস্ত্রের সর্বাধিক সিদ্ধান্তে হইয়া বচন প্রচার পূর্বক বহুবিধ দিবস দিয়া। তাহার ঐ উপদেশে এমন স্বতন্ত্র হইত যে তঁহাদের ভাঙ্গারের অনশ্বালা হইত। পরে উক্ত স্ত্রীলোকদের কুকিটি জেলের অধ্যক্ষের বিলক্ষণই কিছু ফল হইতে না। এবং স্বার্থীয় হইত। বিবি ফুল স্ত্রীলাকে ভাঙ্গারের অন্যান্য বিষয়ে জাপান শিক্ষায় শিখিতে বিদায়ের সিদ্ধার্থ লিখিতে মনে এইরূপ শিক্ষার যারা সভায় পরিবর্ত হইল। অনেক স্ত্রীলোক যাহার। পূর্বে কেবল বক্তব্য ব্যস্ত ও পালাগায় করিত ভাঙ্গার। একুশে শাস্ত্রী হইত। বিবি শাক্তি অনন্ত্রী ভাঙ্গার। পাঁচ বিবাদিত। বাং এর জন্য তিনি ভাঙ্গারেরে বনন ও শিলাইয়ে নিযুক্ত করিয়েন। পূর্বে কেবলদিগের কর্ম করা হইত। বিবি এই উপকার এথা ছিল ন। বিবি ফুয়ের লূকাতে ইউরোপের অনন্ত দেশের জেলে ঐ রূপ স্বনিয়ম হইতে লাগিল তাহাতে এই উপকার।
হইয়ছে যে জেলে থাকিয়া। অনেকে পরিশ্রম দ্বারা আপনার ভরণ পোষ্ণ করণ বিষয়ে সহাধরণ পাইয়া। তাল হইতে তোমার বিবি ফুই হনমালি তুমি বললে লোকদিগকে রুনাইয়া নিতে শ্রয় ও দরিদ্র লাক্ষিরদের অশ্রয় জন্য সত্য সহায় করিন। পরিহিতে সারাদিন রহিলে থাকিবেন। এখন একার হিম্মিদিগের জীবালক হইলে হইতে পারে কিন্তু অল্পকে দুর্দশ হয় নাই।
পদ্মারতি। তা দেট কিন্তু এখন একার বিবির চুই এক জন।

হারিহর (২) মারুকিনদশে। সর নামে এক জন গবর্ণ ছিলেন। কিন্তু বাল পারে হয়ে পরিতাকা 
কার্য চাক্ষুস করিতে ভাল করিয়াছিলেন কিন্তু 
অনেকে আফ্রিকা হইতে অনীত যায়ের দিকে 
চাক্ষুস করে। ঐ সকল হারিলে গোপনা 
তাহাদিগের খাওয়া পাও লাগে, সে তার 
মরসুরের কেল্লা এক কথা ছিল তাই সে গোপনী 
মরসুর। পিতার মৃত্যুর পর তাহার ২০ সাল যে কারণ হইয়া তিনি কেল্লা পরিতাক রহিয়ান। সেই সময় তাহার অপী সনে গোপন দে হইয়াছিলঃ তাহার 
কারণ হইতে বিদ্রোহ করিয়া বায় হইয়াছি। মাঝে মাঝে গালামি করি এবং নির্দূর কাপ গ্রহণ করিয়া সে লোকে গঠিত পারেন ও গোপন কোড অনুযায়ী অস্বাভাবিক এবং 
শীঘ্র ঈশ্বরের প্রীতি করার কথা করিয়াছি। তাহার পাক কর্ম বলিয়া একটি পাক কর্ম পাগে যদি সন্ধি হয় তাহাও করে বিশেষ। এই বিশেষ 
অল্প সময়ের দায়িত্বকে নিজস্ব নিজেছিলেন। তাহার পাক 
রূপ হইয়াছে তাহার ক কর্মের অর্থার করিতে ফুটিয়া 
করিল। মারুকিনের মরসুরের স্থান ছিল একজন 
তাহার মৃত্যুর দেখাতে তাহার পাক প্রকাও সাবধান করিয়া 
করিতে হইল। এত মতে কর্ম করিয়া তিনি এক বারিক 
বলিয়া সহায় করিলেন ও সত্য তার হিদেগের পরমেশ্বরের।
(২১)

তিনি ঐকান্তিক ভক্তি হয় এমন উপদেশ দিতে লাগিলেন। এই গুরু পচিশ বৎসর পরেও কারী। লোকান্তর গান করেন। তিনি সর্বদা এই কথা করিতেন যে বার্ষিক মাস লইয়া কল্যাণ্ডর অথবা পর দৌয়ার নিজের জীবন পুরুষ ও গোলক উভয়দের করিয়া থাকে—পরিকল্পনা মন নিবেশ করা সহজ দায়িত্বের দিকে। যেমন পুনর্বাস পর রক্ষিত হয় তেমনি তুমি একাকী সুযোগে বৃদ্ধি বৃদ্ধি শীল হয়।

পালাবিতি। এ ছোট রিষেই ভাষায়। ওমা এমন তরল তুমি কত জান গে৷। কী তুমি রস্তাকুরী। এর পরিহার। (৩) হেমামোর নামে এক জন বিবি ছিলেন। তিনি পর হিতে সর্বদা রত্ন থাকিতেন। তিনি লোককে ধন ও অমৃত লোকদের জন্ম রূপকে খুলিয়া দিয়াছিলেন এবং দীর্ঘলোকের সরাসরির শিক্ষার পথ-পথ ধানি করিলেন কল্পনা সংবিধান বরা করিতেই ফেলে নাই। যৎকল্লীন তাহার মৃত্যু হয় তৎকল্লীন মাতৃভবনের লোক নিকটে আরো না বাড়ি নিক্ষেপ পরি আশ্রয় কৃত্তরতা প্রকাশ করিয়াছিল।

এই সময় ইউরোপে ব্যাপক কমিয়ার সহিত ইংরেজি ও ফরাসি লিখে এক বছরের ভর যুদ্ধ কমিয়া। নামে চানে আছে হয় ঐ সংগৃহীত ব্যাপক কাহার হয়। বিলাত ও ফ্রান্স হইলে অনেক সেনা প্রেরিত হয়। ফারেনস, নাইটেংগেল রোগ নতুন থেকে করা হয়। কমিয়ার সহিত কমিয়ার আসিয়া সেনাদিগের উত্তর পাঠাদি প্রদান ও ধর্মীয় উপদেশ দায়িত্ব করে। কাহার দিবা রাত্রি অসীম পরিশ্রম করে। এদিগে যুদ্ধ হইলেও বাণীর বাণী—কামারকে ধৃত্য ও অপহরণ নাই—সেনাদের কৌলাল। উদিগে ঐ দয়াশীল কাহার অকৃতস্তত্ত্বে সম্পর্ক রোগিদিগের রোগের সন্ধান নির্বাচনে নিয়ূক্ত আছেন। এরূপ কাহার ভাগ আছে অথবা পোপোকারের বিরুদ্ধ হয়ে নাই। যুদ্ধ সম্পূর্ণে তিনি বিলাতে ফিরিয়া আগেন, ভঙ্গ কালীন যাইতে লোক অসীম সন্ধান পূর্বক ধন্বন্ত করিয়া উঠিয়া আছেন। ফারেনস, নাইটেংগেল আপন কর্তৃক কৃষ্ণকর্ম অধিক তেমনি করিয়া সন্ধিনীর অনেক গুণ বর্ণনা করেন। যথার্থ ধার্মিক লোকের ঐহিত্য উদেশেই ধর্ম কর্মস্বরূপ—লোকের সমাজে শেষের জন্য করে না বরং আপন পৃথিবী কর্মের গৌরবে কৃস্ত হইয়া থাকেন।

প্রশ্নটি। আর কোন এসন্ত যে যেনা মান্দাল ছিল?

হরিহর। (৫) বিভূ রো। নামে একজন অসাধারণ স্ত্রীলোক ছিলেন। তিনি দরিদ্র ও দুঃখিত বার্তার জন্য প্রবণ কাহার হইতেন। পুস্তকাদি লিখিয়া বিক্রয় করিয়া খানি উপার্জন করিতেন তাহা তাহার দিকে দান করিতেন। এরূপ হাতে টাকা না থাকাতে আপনার এক খানি রূপার বুকের বিক্রয় করিয়া পরস্পর বিমূর্ধ করিয়াছিলেন। বাংলা যাওন কালীন সন্ধান সন্ধা নানা প্রকার টাকা থাকিত দিনে পরিমাণ লোকের যে যেমন পাড় তাহ বিবেচনা করিয়া দান করিতেন। এতদ্ব্যতিরিথ ধর্ম বিষয়ক পৃথক পুস্তকাদি বিতরণ করিতেন ও বন্ধীহীন বাক্যদিগকে বস্ত্র দিবার জন্য সহজে কারিতেন।
(২৩)

তাহার শরণে তিনি রোপন করিতেন অথচ স্বীয় দৃঢ় সমরণ করলে অধীন সহিষ্ণুতা ছিল। দোস্ক পীড়িত হইলে অথবা বৃষ্টিদিনের নিকট যাইয়া তত্ত্বাবধারণ করিতেন অনেক দৃঢ় বালক ও বালিকা তাহার কাছে আপন যায় শিখা দিতেন। তাহার সুতুষ্ট হইলে শত্বঃ দৃঢ় দরিদ্র লোক বিলাপ পুর্ক তাহার শুভকামনা করিয়াছিল।

প্রাচীন! আহা এমন সকল মেয়েজাহারের দেব অথচ প্রাণ! বঞ্চিত নিবিপ্রেক্ষের মেয়েরা যদি পরহিতে রাখত হয় তবে অনেক হংস অনিয়মকে পারে এই অনেক মো। অনৃত্য বড় কুষ্ঠ ও অলস কেবল ঘরে বসিয়া বাজিয়া ফলে। মিছামিছি কথা লইয়া বিবাদ করে।

হারকর তবে আর একটি কথা পুনরায়-(৬) ইটেলি জেলের রোজার্গোবানী। নামে এক জন বালিকা থাকিতেন। একথা প্রতী মাতা ছিল না তিনি উৎকরণ সেলাই করিতে পরিচিত এই কর্ষের দ্বারা জীবিকা নিবাহ হইত। পৃথিবীর বসে ভোগ অথবা বিবাহ করিণ তাহার কিছুমাত্র ইচ্ছা ছিল না। দৈব এক দিবস একটি দৃঢ় অনুশীলন অভিপ্রায়কে দেখিয়া তাহার দয়া হইল। তিনি তাহাকে বলিঃ এই দৃঢ় অনুশীলন প্রতিপালন করিয়া থাক। এই প্রস্তাবে এই অনুশীলন বালিকার পদ্ধতি রোজার্গোবান। অন্যান্য অনুশীলন বালিকার পদ্ধতি করিয়া সকলকে শিল্প কর্ণেশ্বরের শিক্ষা করাইতে লাগিলেন।

তং পর্যন্ত এই যে ঐ সকল বালিকার পরে আপন সম্পর্কে নির্বাহে সকল হইবে ও পরিশ্রম স্বভাব হইলে সত্যে যাইবে না। প্রথমে অনেক মনে ও লম্বন ব্রতী রোজার্গোবানী ওই পরিহাস ও দোষরোপ করিয়া বিকৃত পরমেশ্বর উদ্দেশ্য কর্ষের চারমে ইষ্ট লাভ অবশী ইমারাতে। অন্ত দিনের মধ্যে রোজার্গোবানীর শিল্প স্থায়ী পরিপূর্ণ হইয়া পড়িল ও দেশের অনেক অনুশীলন বালিকা করিতেন।
প্রথমত মিলার প্রায় দেখিয়া রাজপুরত্বের নির্দিষ্ট উৎসাহ কারুকার্যে প্রাপ্ত হয়েছিলেন। কিছু কিছু পরে রোজাগোলার। যে দিন দিন রাত্রি সহ সংক্ষিপ্ত কলা অনুষ্ঠান করিয়া একুশে বৎসর পরে প্রাচীন অপর পরিত্যাগ করিয়া আকাঙ্ক্ষা হয় লোকানুর গনন করিলেন।

প্রথমত এক প্রকার দীর্ঘকাল অর্থ যাই তাহার সন্ধেহ নাই।

'৬(৬)—গ্রহণকার হে শ্রী শিক্ষা, সাহস। ৩ সংখ্যা।

হরিহর। পুরুষের সাহস অভাবপূর্ণ। সাহস নহে শান্তিনিকেতন রুদ্র ও সংসারে নানা উপাধি। ৩ ঘট। যদি প্রকৃত সাহস তাহারা সাহসের অশ্রুজল করে না—এখন সমুদ্রের চেয়ে এমন হইল সাহস শ্রোতি যুগীয় উত্তরাত করে। যাহারা আপন সাহসের অশ্রুজল তাহারা এই অশ্রুজল সময়ে তীর্থ হয়—তাহাদিগের সত্ত্বে একত্র আত্মনি যুত। যেমন পূর্বের শীত ও বর্ষা। মেঘনাদের সাহস কিছুই প্রর্কাশ করিয়া। সৌভাগ্য এই বলিয়া নাবিকের নাবিকের আপনার কথা তোম তোমার সন্ধেহ নিয়মকে তব দেখাইয়া তীর্থ করেন।

প্রথমত। তা কি হবে চেলে কেবে বাড়া ফাটু তব যে দেখাইয়া চুপ করবে কেন?

হরিহর। এটি বড় অজ্ঞান। হে চেলে অন্য উপাধি অন্তর্ভুক্ত করা উচিত—ভয় দেখাইয়া। চুপ করবেন ও অগাধ্যায় অনেকে ভুল ঘটে যায়। কিন্তু বলা সংখ্যা দুই অগাধ্যায় রায়ের পার থাক ভয়ে আজ্ঞাকার হাঁটিতে পারেন না। অনেকের বালা সংস্কার যান এমন তীর্থ স্বত্ব হয় ও সত্যীর কর্ম করিয়া তাহাদিগের পা করিয়া। তুমি অপরাধিকের দুই জাতু ঐ কান্ধকটা। বলিয়া তব দেখাইয়া তাইতে সন্ধেহ নাই।

প্রথমত। পূর্বে সব, দীর্ঘকাল যুক্তি—এই নুপুরী কোন কথা হইতে পারে?
হরিচন্দ। একথা কতক দূর সত্য বটে কিন্তু সাহস তুমি পার উপায়ে জ্ঞান। প্রথমতঃ ঈশ্বরের প্রতি নিষিদ্ধ,—ঈশ্বর
বদ্ধেই সকল কর্ম করিতে থাকিলে আপনাপনি সাহস হয়।
বিভিন্নতার শরীরের পুটি ও বলবান হইলে সাহস জ্ঞান। এতদেশীয়
রীতি পরিত্যাগ হইয়া মূর্ত পতির সঙ্গে কোন দেশের
রীতিকে প্রতিপালন হইয়া মূর্ত পতির সঙ্গে কোন দেশের
রীতির মধ্যে এমন বলিতে পারি না কারণ ঈশ্বর
বদ্ধে পরিপালন হইয়া ও বিদ্যুত হইয়া পালিতে পারে না।
লোক অন্তরীণের সহিত ফল—দেখ স্পষ্ট দেখ, যে লোক
লোক হরিচন্দ হইয়া হরিচন্দ। করিত তৎকালীন দাতাদের সাহায্য বলিত
সমস্তার বাব। রাণু কদাচিৎ পরিমূল হইলে না—রূপস্তর থেকে
পলায়ন। আমি তাহার অপেক্ষ। তথ্যের হয় তার করা। শেষ, ও
রূপস্তর হইলে অপেক্ষ। তোমার মূর্ত দেহ চর্চার উপরে
রাহীত হয়। আমি প্রতিষ্ঠিতক।

পায়গামের। ছি—ছি! একি নায়ের উপযুক্ত কথা।
পায়গামের না হলে এমন কথা। বলতে পারে না।

হরিচন্দ। ঈশ্বর সন্তান পরে করিব—এক্ষেত্রে তার একটি
সঙ্গ হয়। বোদ্ধাকেশে এক জন মহাকুলোভূত ধনির
করুনিলিয়া নামে কন্যা ছিলেন। তাহার হইল। তাহার
নাম মহের। তিনি পুত্রদেশে উৎপত্তি পাইয়া শিক্ষিত
করিয়া তাঙ্গের যত্ন করিতেন ও আপনার ন্যায্য হইতে
করিতার মনোযোগ ছিল না। হইল। পূর্বের জন্মের
নামে বিদ্যুত ও শুলরালি হইয়া ছিল। একবার এক বৃহৎ স্ত্রী
রেখা হইতে এক বালি অক্ষরে ভূষিত। হইয়া তাহার নিকট
প্রায়। আপনা নেই। তাহার নাম শুস্ত। হইয়া জহরাতের একটি দৃষ্টি
নিরীক্ষিত ছিল। করুনিলিয়া তাহাতে চূপ করিয়া থাকিলেন।
কী সময়ে তাহার পুত্রদেশে আসিয়া উপনীত হইল
তখন তিনি উত্তর করিলেন—“দেখ আমার জহরাত এই,”
একথা যাউক। সেই অবস্থা যুর পুত্রদিগকে সর্বশেষ বলিতেন
—লোকে আমাকে করে তোমাদিগের মাতা বলিয়া ডাকিয়া
তোমরা। অথবা পিতাদের দেশে পিতাদের বিধান হইলে না।
পাতাল পাতাল। দেশের হিত জনক কর্ম উন্নত হইয়া স্পৃষ্ট ভাগ করে ও সেই স্থানে রোমদেশের লোকে
তাহাদিগের প্রতিকৌশল নির্ধারণ করিয়া রাখে। কার্নলি
পুষ্পজ্বলের ঐ সদস্যতা কুতার হইয়া সহরের প্রান্তভাগ
গিয়া বাস করেন। আমাদের নিকটে গেলে তিনি আমাদের তালি
করিত না। করিয়া। ইমরতি পূর্বক অপন তনয দুঃখের সূত্র বল
করিয়া মানের ভুষণ প্রাপ্ত হইতেন।

পদার্থী। এমন মেয়ে মানুষের কথা কখন শুনিনাই বোধ হয় তাহার শরীরে মায়া ছিল না।

হরিরাও। মুল কথা মনঃ অভাসাসীন, যেলোপ অসম্ভব
কর সেই এক মনের গতি হয়। প্রাচীনে ও রোমদেশে
পুরুষ উভয়েই দেশ রক্ষা ও দেশের মঙ্গল জনক কর্মের আহার
চিন্তা করিত, যার বিপীল আচরণ দুঃখ লইত তিনি কান
চাহিত হইতেন একারণ তৃত্য পীড়ির উৎকৃষ্ট একার মন
গতি হইতেছিল। ভারতভূমিতে ও গীর্জাভূমিতে এপলে
সাহেবের অভাব নাই। তাঙ্কা বালকনীর বনে নিফত
দৌলতে রাম দুষ্কর্মে নাচাইয়া। বিশ্বাসঘট হৃদ
সহিত পাঠাই। দিয়াছিলেন। পাণ্ডবের একটি
নগরের আদিলে রক্ষা। রাজাবর নিকট রাক্ষসপুরুষের পরিচ
কুষ্ঠী যখন ভোমকে গেরণ করেন। রামের সহিত যুদ্ধ
সীতারুশ্লবকে সহিত করিয়া। পাঠাই। দিয়া
কালান্তন এইরূপ আশীর্বাদ করেন।

"করো মনে রকা আমি যদি হই নদী।
তোমার যুদ্ধে কর নাহি অবাহতি।"

দেউলের অপন পাচী পুত্র লইয়া কুক্ষিকেরের প্রেরণ
ছিলেন। যখন তাহাদিগকে রূপে গেরণ করেন। অতএব
কন্যা, বীরপত্নী ও বীরনাথের লক্ষণ স্বভাব।
(২৭)

দুঃখ বিশ্বাস যে ঘোর যুদ্ধে প্রাণ তাপ করিলে শস্ত্র ফি গদ। পাচ্ছে ধারি হইয়া। বৈকুণ্ঠ প্রাপ্তি হইবে সে স্বল্পে বস হইবেই তাহতে আশ্চর্য কি? অপর পুরাণাদি পাঠে স্পষ্টই বং হইতেছে যে পুরুষকলে লোকে ঐহিত্য স্থান্নিদিতে মন্ত্রন—যাওয়ার অবিন্দিতে দুঃখ বিশ্বাস ছিল তাহার। কি কংগের আমির সমাধি হইবে তদ্ভিন্ন অধিক মনোযোগ লভিত।

প্রথমার্থী। কথা গুলো বেস বলছে।

হারে হর। পুরুষকলে অগতিতে প্রতি অবলোকন স্বত্ব যুদ্ধ ছিল না। অবস্থান করিলে একখানি দৃষ্টান্ত অনেক পাওয়া যাইতে পারে। যাহা খাঁচা হইল। যাহা কথিত হইল তাহাতেই গণ্ড হইলেক এদের মরণীগণের সাহসের অভাব ছিল না। এদের এই সিদ্ধান্ত করি যাহার যাহাতে দুঃখ বিশ্বাস তাহাতেই সাহস হইয়া থাকে। অনেকেই স্বীয় সতীত্ব রক্ষণার্থে নিঃক্ষণ প্রস্তুত হয়। তাহার কারণ দুঃখ বিশ্বাস ছাড়া সতীত্ব হইলে যের নয় পভিতে হইবে—এইরূপ বিশ্বাস বন্ধন, অন্যমূলক সুন্দর। অতএব স্ত্রীলোকদিগের যে সাহস কিন এ এমন করিতে পারি না। তাহাদের কর্তব্য যে মনে সংঘে ভিক্ষেদ বিপদ ও বিষয় কালে সাহসের অবলম্বন করিয়া কর্তব্য কর্তব্য কর্তব্য রাখা থাকেন। সাহসপ্রাপ্ত মাত্র না হইলে সাহসী সংবাদে পারে না।

১৭। পৃথক্ষ।—স্ত্রীশিক্ষা, সম্ভাব্য। ৭ সংখ্যা।

প্রথমার্থী। সন্দারে পুরুষ অথবা স্ত্রীলোকের প্রধান কর্ত্তিকে?

হারেহর। পুরুষ এবং স্ত্রীলোকের প্রধান কর্ম পরমাশ্চার-প্রতি ঐক্যপূর্ণ ভক্তি ও প্রীতি করা। পরমশ্চারে। প্রতি ঐ-কর্মপূর্ণ ভক্তি ও প্রীতি করার লক্ষণ এই যে মন শুদ্ধি ও নির্মল হউন অর্থাৎ দীর্ঘ হিংস। রাগ ইত্যাদি কৃত্তি মন হইতে পড়িত হইবে, ঈশ্বরের অগ্রে কর্ম। অর্থাৎ কোন প্রকার পাপ কর্ম মনোমূঢ়ে আসিতে দিবে না, নিখাম হইয়া। অর্থাৎ ফলাভিতা না করিয়া কেবল ঈশ্বরের দেশেই নুগ্নভাবে পুণা কর্ম।
করা হইবে ও মন্ত্রবাদীর উপর ভারূপ যাবহার করিয়া আর অহঙ্কার পরম ধর্ম এই বাক্য স্মরণ করত কদাচিত হঙ্ক শক্তিকে মঙ্গল চেন্ট। করিবে। ভগবদ্গু তাহ অস্থিরান্ত যাহা লিখিত অং ছে তাহ অর্থণ কর।

"স্বভাব এবং মিত্র আর শক্তি উদাসীন, মধ্যস্থ দেয়ালে লোক ফুটিয়া, সাধু, পাপিষ্ঠ, এ সকলের মধ্যে কাহারও প্রথম রাগ দেয় না থাকে সেই যেপাই সর্বাপেক্ষা প্রধান।"

"যে সত্য তার দৃষ্টান্তে সর্বাধিকে সাম দৃষ্টি করে ভর্তীত যেমন অথ আপনার প্রধান সেইরূপ অনেকে। এ সত্য যেমন আপনার যে অনেক সেইরূপ অনেক সত্য এই একার সমান দৃষ্টি পূর্বক কাহারোর দৃষ্টির প্রাঙ্গন না করিয়া সকলেরই সুখ ইচ্ছা করেন) আমার নতে সেই যেন সর্বাপেক্ষা প্রাকৃত।"

স্বভাব লেখেন যথা—

"পরে বা বদ্ধপত্তে বা মিত্রে দেখিবি বা সদাঃ। আয়া বস্তুতেভাবে দেখিবা পাঁচা কীর্তিত।"

"কি উদাসীন কি বন্ধুর্গণ কি মিত্র কি শক্তি সকলের এ আয়া দৃষ্টান্তে যে যাবহার করা তাহার নাম দয়া।"

উল্লেখ যাতে দিল। সময় প্রতীয়মান হইতেছে যে সম মন্ত্রার প্রতিই আরে এক দেখা কর্তব্য ও শক্তি প্রহর সে করা কর্তব্য নহে, তাঁহার কারন এই যে দেখা ইতোমাত্র হইতে দিলে মনের বিশ্রাম। অতএব হারমনের মনে মালিন। জাণ তিনি পরমেশ্বর হইতে অনুর ড় পড়েন।

ভগবদ্গু তাহার অস্থিরান্তে লিখিত অং ছে।

"সেই পরম পরম সুরঙ্গ অনাদি জগতের প্রতিপালক তিনি সুরঙ্গের নাম অপর প্রকাশক কিন্তু তাহার রূপ অনুত্তম চিন্তা বাকিদের মনে ও বুদ্ধির গোচর নাহি।"

* দাদশায়াগু জে বাক্যের শক্তি নিষ্ঠে সম বাক্যের ইতিমধ্যে অঞ্চল স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে যে শক্তি প্রতিশোধ করিবে না।
(২৯)

নেতারদের শাসনে দেখে যাহার চিন্তা নির্মল কেবল তাঁর পরস্পরকে দেখিতে পান।

প্রভাব বৃদ্ধি। ভাল গীতার মতে কাহারা নেতৃত্ব পান।

আরুহর। ইহা চতুর্দশ অধ্যায়ে দেখিতে পাইলে।

যে বলি একান্ত ভক্তি দারান্ত কেবল পরমার্থের সেবার সেই ব্যক্তি তাহাতে প্রাণভূত হইয়া সেক্ষেত্র প্রাপ্তির যোগ্যতাঃ

প্রভাব বৃদ্ধি। পূর্কে যে মুনি ধরিয়া তপন। করিতেন সে。

প্রর্ঘে৷। ভাবায় গীতার সপ্তদশায়ে সিদ্ধিত আছে।

নেনে নির্মলতায় এক সেবাতে ও সম্পন্ন আহারের ভাবে।


tাঁবারত্ন লামায় নানাতাকে কাপটা শুনাতে এই নিৰ্দেশনার মনোনিয়ম হচ্ছে অতীব দুঃখে মানস তপস্যা।

আরুহর। স্বয়ং কিছু পরবর্তীরে প্রতি ঐকান্তিকতায়

। নামকরণের প্রধান কর্ম ও ভাবার জন্য মনকে শুক্র

র হইব, সকল পাপ কর্ম ভাবে করিতে। নুমু কাব্যে কেবল

সহকারে পূৰ্ব্ব করিতে হইবে ও সকল মহ্যোগে

ছাড়া ধৰ্ম্ম করিতে হইবে এবং মানোণী হইব।

নামজিৰ্জান্ত করিলে এত রচনা করিতে--কিরূপে

পার?

আর। ইহা উপর আত্মার যত্নভাবে

সহ আছে।

তবে প্রত্যেক ধারায় প্রতিরক্ষার ব্যতীত মনকে বাধায়

ফুট, অন্যায় হইবে ব্যাঘাতে তাহার ধর্ম্ম বদন দেশে অথচ মন মধ্যে কয়েক দিন ভাসমান হয় তখন সেই

হইতে আকর্ষণ করিয়া পরমেশ্বরকে অযোধ্য করা আর

কে ধরেকচে এইভাবে মন বাধা হয় না?

প্রভাব বৃদ্ধি। আত্মার প্রথমে কিরূপে হ।

আরুহর। প্রথমে প্রতিভী মনের সহিত পরমেশ্বরকে
ধান ও উপাসনা করিতে হইবে—পরমেশ্র মূল্যকর্তা—পালন কর্তা—সংহার কর্তা—তিনি সর্বনিঃসরণ—সর্বব্যাপ্তি—সর্বশরীর মন—সর্বজ্ঞ—অনুর্ধ্বনী—করুণার্থনা—ক্ষমার্থনা—নির্জনতার শিক্ষাপালন ও দুঃখ দমন। তাহার এমনি যে তাহার ধান ও উপাসনায় মন্ত্র কর্মে উদ্দেশ্য জ্ঞান। কেন মুখে ঈশ্বর বলিয়া কিছুই হইতে পারে না—ধান উপাসনা অন্যকরণের সহিত করিতে হইবে এবং তদ্ভাবে কষ্টের দ্বারাই দেখাইতে হইবেক—ফলকথা পরমেশ্রু শুন সকল সর্বরা যুক্ত করত সংসারে অথবা কি প্রকৃতি বাহিরে দ্বারা ধর্ম্ম সত্য কর্মী ঈশ্বরি অনুসরণ করিয়া অভ্যাস করিবেক।

পদ্ধার্থী। ধান ও উপাসনা কিছুকালে হইতে হইবে।

হরিহর। পরমেশ্রের শক্তি মিলিয়া ও গুণাদি করিবে। শিশুরায় যে প্রকার অপরিমেট ও সরল চিন্তা বাপ নিকট গিয়া সকল কথা কহ সেই রূপে উপাসনা করিব, পাপ করিয়া যে তাহার জন্য মনে সহিত সম্প্রতি কর্মের ক্ষমা ভিক্ষা। করিবে। সুর্যত্রা ও আয়া বিশিষ্ট কাণ্ডে আর্থনী করিবে—এইরূপ করিলেই পরমেশ্রের এ ভক্তি ও প্রীতি উদিত হইবেক।

(৮) গৃহকথা—শ্রীশিক্ষা, মনঃসংযম। ৮ সংখ্য।

পদ্ধার্থী। মনঃসংযম কিছু হইতে পারে?

হরিহর। গীতার মত মনঃসংযমের উপযোগ বিবেচনা—এই পুষ্টকের বিদ্যুত্ত অস্পষ্টের আরও লিখিত আছে “যে পাগল নির্বিশালি শান্তিতে তাহার বিভিন্ন সকল করিয়া আসিতে হইয়া ঐ আসাতে হইতে অভিলাষ জন্মে না। অভিলাষের কোন বায়ান্ত হইলে কে অভিলাষ প্রকাঙ্ক্ষা করে, যে হইলে কার্য্যকার্য্য বিচিত্রে হয় না। এই শূন্য হইলে শাস্ত্রীয় বিধি নিষেধ এবং আচার্যের উপাধি।
(৩১)

কৃষি শরণ থাকে না, শরণের অভাবে চেনন তাগ হয়, তা শুনঃ হইলে স্বভাবিক নৃত্য তুলা হয়। মনকে বণ্টু নৃত্য মনের অধীন অধীন রূপ দেহ রক্ষিত যে ইহাদের সকল স্বর, বিস্তার উপভোগ করিলেও শান্তি প্রাপ্ত হয়।

প্রথমে তোমার এতে সুলভমূ—যে বাঁকা পৃথিবী সে বিশুদ্ধ কেননা করিবে তাগ করিবে?

ওইহর। মনে সংযত আসল বশীকৃত—মনে সংযত হইলেই তাই দমন হয়, এই কেবল অভাবের দারুণ সমন্বয় তাই তঁহার। অর্থদীর্ঘের মতে মনস্তত্ব ক্ষয় রোপণ—কাম শোভা, মোক্ষ, মন মাস্তর্যা। ইহা দুই মতে ইহার পৃথিবী কিন্তু প্রধান রূপ হইতে—অনন্ত্যন্ত্র রূপ সকল গ্রহণের অন্তর্ভুক্ত। দেখ, কাম শোভা মহীষী ইত্যাদি প্রেমের

ফোঁস মধ্য মাস্তর্যা ইহাদের মূল ঘূণা। প্রেম ও

সম্মতি বিকেরে তাহাদের হইলেই তাহা মন্দ

টাকানো ভৌতিক ও অন্যবয়ে অন্যে অন্যে অতিশয় এবং বৃদ্ধি

চুপ করাও কাহার উপর ঘূণা না হয় এমন চেষ্টা

করা। পরম্পর ও উঠ-হাত বণ্টকল মনেতে সর্বদা

কেবলকে প্রেমের ভাগ হাতে দিগরই উপর অধিক

ভাগ হাতে পর পরষ্ট রক্ষু বাঁধব ইহাদিকের উপরে

ুজ্ঞান হইতে অকল্পন দেব 'হংসা রাগ পরম্পর হইত।

এই সকল রূপ দমন না হইলে মন শুন্য

পাঁচ বিশ্ব। দেখ, হংসা কি রূপে দমন হয়?

হংসার। ইহার উপায় প্রথমে আয়া গেরবে রত না

অভিষেক ও আজার সময়কাল যাহ। তাহাই ভাল, পর

দীর্ঘার তাহাই মনে, এক চিন্তানুগত অহংকার উপপথ

অস্থায় উপপথ হইলে পরের বিভূতি অথবা অঙ্ক তৃষিত ও

কৃষ্ণার বৃদ্ধি পায় অত্যন্ত তাহায় দেখ হংসার প্রাণবলা

উত্ত। আয়া গেরবে রত না হইবার উপায় ইহাদের মহৎ

মস্ত মৃগী ধান করত আপনাকে নম ধান করা ও অনেকের

ঞান্দ্রকলনা না করিয়া গুণ গ্রহণ করা এবং আপনার

 (? )
দোষ বখার্ত্রুপে অনুলজ্জন করা। যখন দোষ হিংসা মনে হইবে তখন বিশেষন। করা কর্তব্য যে দোষ হিংসা করিতে উপকার? তাহাতে মন স্বাধীন হয় না। অস্বাধীন হয় না? হিংসার দুঃখ এইকালেই হয় ও অন্তে মন পাতি প্রাপ্তি যাহাদিগের অতি দোষ হিংসা কর তাহাদিগের যদি কোন না, তবে তাহাদিগের জন্য দুঃখিত হও, দেয় হিংসা করিবে?

পাচারী!

রাগের শমন কি রূপে হইতে পারে?

হারহর। রাগ কেন্দ্র থাকা কেন্দ্র পাপ। কেন অত্যাচার, ঈষৎ মন্দ অথবা কিছু রাগ হওয়া উচিত। সে রাগ এবং হওয়া উচিত নাহি যাহাতে মনের মাণ জন্মে অথবা অশ্রুতজনক কর্ম করিতে ইচ্ছা হয়। বাণি আশ্চর্যের মধ্যে হইতে সত্য অবশয়ই আসে করিতে হইবেক কিন্তু অগ্নি বিষ্ণু হইলে। রাগ প্রকাশ করার লোকের কর্ম নহে। রাগ অস্ত্রাহার হইতে উৎপন্ন রাগ অস্ত্রাহারের ভাগ। অলোচনা থাকিলে রাগের অলোচনা হইলে। য়পালীর মনে উদয় হয় তুঁকাগৃহ সমন করিতে করিলে দোষ হইতে পারে।—অগ্নির শখী শীত নির্বাণ হইল। পারে কিছু প্রাণবিন্ধ হইল। উঠিলে নিন্দা করিয়া সাহায্য রোমদেশের এক জন রাজা, রাগের উপকার হইলে দোষ পাঠ করিতেন। তাহার তালিকা ঐ সমুদ্রকুড়িতে রাগের চাহি। আৰ্য্যদিগেরও নেতৃপতি, চর উচিত। রাগ প্রিয় হইলেই একটা থাকিলে গেলে রাগ পাতি হয়। কেহ নিন্দা অথবা অপব্যন্ত করা করিয়া তাহায় অলোচনা না করিয়া বিশেষ হইলেই রাগের অলোচনা হইবে।

“শক্তি মিলের” প্রতি সমবাহ করা উচিত হয় তবে রাগ প্রিয় হইলে কে যাহা কি কিছু নিবাহ হইবে—যেমন অপর কাঠা মুরাভাব দ্বারা কর্ম হয় রাগে তুলনায় মুরাভাবের রা বিগৃহীত অভ্যস্ত এ অপার করিতে হইবে যেন মনু সমাবে সহিন্নতায় পর সহজাতীয় বিষয়ে মন চিন্তা না করিয়া সঙ্গে চিন্তা।

কেবল নয়। সত্য বিশ্বাস্তত। জনা মনে সদা নিযুক্ত রাখিয়া রাখিয়া উচিত।
(৩৩)

পদ্মারহি। তাল ভুমি সর্কাদা বল ছালেগুলোলিগকে ভয় হারাইও না—ভয় কি রুপে দিনন হইতে পারে?

চরিহর। "ভয় করিলে ফাঁকে না থাকে অনেকে ভয়—" এই সর্কাদা ভুলন করিল। মন্মথ যদি ধর্ম্ম পথে থাকে এ ঈশ্বরের নিকট হইতে অভয় পদ পায়—তঁহার আর আর হইতে পারে। যে মানুষ অপেক্ষা রত্ন তাহার কি ভয়ের না আছে? সে ক্ষুদ্র সর্কাদই দারুণ্ড ও ভয়েতে থরথর
হয় কাপে। কিছু কবিতার বুদ্ধিমত্ত বালাসংসারাধীন, যথা
কার গল্প থাকা। ভুট্ট প্রেক্ষার আশ্রম। জল অপরা অথবা
এর বিগত বসু দেখিয়া অপবাদ হওয়া। এজন্য শিশুদিগের
যা সাবধান পৃথিবি হওয়া করিয়া।

শায়িতী। শোকের শমন কিন্তু হইতে পারে?

চরিহর। শোকের শমন জন্য মনে দৃষ্ট কৰ্মে বিশ্বাস
গান করিয়া যে পরমেশ্বর কর্তৃক শান্ত রাহু তাহ। আমাদি-
যারা জনাই হয়—তিনি বিচার ও কৃপার সংগে—হয় তাহা। সম্পূর্ণরূপে মন্তি এবং ভুতবন্ধন। আমাদিগের
এ সত্যত এবং হৃদ বর্ধিত তাহার কর্মান্ত আমি বুঝিতে
না। মন্মথোর বিপদ ও শোক যদি না হইত তবে
সুখদায়ের বৃত্তি হইতে ঈশ্বরের প্রতি মন্ত পাইত না।
সেই মন্মথোর মদনকৃষ্ণ হয়—বিপদে না পারিল। ধর্ষ উপদেশ
না। বিপদ প্রস্তর। চিত্তের কিঞ্চিং অস্তিত্ব হওয়া
পর্যন্তে ভাল—এতদবস্তৈ উভম তাহার উদয় হয়—এ-
তম ঈশ্বরের সুবিচারের দুঃখ বিচারী হইয়া। চিত্তকে শান্ত রাখা
নিরাপত্ত। বিয়োগ শোক উপনিষদ হইলে আমাদিগের এই
জন্য উচিত—শারীর বিধাষে আম। অধিনাশী—যখন ঐ আম।
বিদ্ঃ নিকট গতন। করিতে তখন সঙ্গের জনাই গতন
করিতে ঈশ্বর যাত্রা করিয়া তাহাই ভাল।

আছে ক্ষুদ্র কোনো বিষয়ে নিয়ুক্ত হইলে শোকের শমন
হইতে পারে নিরন্তর শোকে নিমগন হইলে শোক বৃত্তি হয়।

আমাদিগের যে সকল রিপুর বার। ধর্ষের হামি হয় তাহার
দন্তের বিশেষ উপায় বলিলাম। মন্মথোর যদি সর্কাদা তাহে
যে “পৃথিবীত ইব কেশে মুর্তুনা ধর্ম্ম মাচরেঃ,” ধর্ম্ম কথার অনুসারে জন্য বোধ করিয়ে মুর্তি হইয়া যেন কেশাকুর্ম করি তামিনতেছে ও দেহ শীত্র হইলে বিল স্ব হইল, অবশেষই না হইলে তবে রাগ দেহ হিংসা অহঙ্কার প্রতিনিধি প্রাবল্য হইলে পারে না। প্রতিদিন মুর্তি চিন্তাও ধর্ম্ম পথে যাওনের প্রথম কাগজি।

(৯) গৃহকথা—স্ত্রী শিক্ষা, আয়নদোষ শোধন।

সংখ্যা ৯।

প্রথমতাই। তুমি বলিয়াছেন—আপনার দোষ অনুসারে করিলে পরের এত্তি ত্বয় হিংসা ধর্ম্ম, হয় ও নয় হয়। কেন আমার দোষ অনুসারে করিয়া হয়?

হুহির। কি পুরুষ কি ক্রিয়ারত উভয়ের ধর্ম্ম হু হওয়া জীবনের প্রধান কর্ম। পরম্পরার রুপে উপাসন স্মরিতির সূত্র, নাদু সঙ্গ এবং স্বভাবজনক পুষ্ট পাঠ ও সামান্য আমার চিন্তা প্রয়োজন। চিন্তা করাতের চাঁপাই এই সং কর্মে ও মনের প্রথা উল্টোপাল্টে যথার্থ রূপে দেখিলে বে হইবে—আপনার কিং দেখা হইতে হয়, কি করণী ঐ সক দোষ জমিয়াছে ও কি উপায় পুনরায় না হইতে পারে অ সংকল্পিত ধর্ম্ম কর্ম ও মনের সং নির্দিত হইতেছে কিন মন্ত্রনা স্বত্ত তা আমার অনুরূপী অজ্ঞা আপনার দোষ দেখাও দেখা না, আমার দোষ পরিহরণ ও তৎ শোধন জন্য ঈশ্বর নিকট উপাসনা করা আবার ঈশ্বরের কৃপা, ভয় কি হয়্যান পারে? তাহ, নিকট এই আর্থনী করিয়ে হইতে যে মন অ পুরুষের বীড়ত না হইতে সন্তানের পরিপূর্ণ ও নির্মল হয় তাহার প্রতি ভক্তি ও প্রীতি অকপট ও যথার্থ হয় আরও মাত্রেই যেন দয়া ধর্ম্ম ও প্রেম বাড়ি যাওয়া।" তথাপি সমাহ্য ব্যতিরেকে বিধাত হন তাঁহারা আপনাদোষ অজ্ঞা আপনার,দিগের মন ও কর্মাত্মক প্রতি নিমন্ত্রণ পেতে করা থাকেন।
বেনজামিন ফান কার্লন নামে মার্কিন দেশের এক 
জ সহ বাস্তব ছিলেন। তিনি বহুল কর্মে ধার্মিক হওনের 
পূর্বে করিলেই ধার্মিক হওয়ায় যায় না—ধার্মিক হইতে গেলে 
শেষ অভ্যাসের আবশ্যক। তিনি নিম্ন লিখিত এপার্টি 
সহক্রমে অভ্যাস করিয়া কতক দুর্লভ কৃতকার্য্য হইয়া 
হইলেন।

১ নিতাহার ও পান।

২ মেন থাকা। অর্থাং বার্ত কথা না কহ। ও মেন কথা কহ। 
হাতে আপনার অথবা সনন্তনের অপকার না দর্শ।

৩ শুভ্র মাত্র।—অর্থাং সকল কার্য্যাদি নিঃসংখ্যকপূর্বে করা।

৫ প্রতিহার।—যাহা করতেও ও প্রতিহারে তাহা অবশ্য করা।

৫ পরিমিত বায়।—অর্থাৎ এমন বায় করিয়া না যাহাতে 
আপনার ও সনন্তনের কর্মে না লাগে।

৬ পরিশ্রম।—বিধ। কর্মে সময় হ্রাসপূর্ব। না করা।

৭ সরলত।—কপটতা ভাগ করা।—পরসংবাদী বিষয়ে সন্দে 
মদ তথার্থরূপে চিন্তা না করা।

৮ বাহার প্রতি জড়াচার করিও না ও যাহার প্রতি উপ- 
ний কর। সৌন্ড কর্তব্য কর্ম তাহ অবসা করিবে।

৯ দৈর্ঘ্য।—আধীরত। ভাগ কর।—কেহ অপমান অথবা 
ফাল করিলে যে পয়সা সহ সমাদ্ধি হয় সে পয়ত্ন 
ঘণ করা।

১০ পরিক্ষার।—সৌরী বস্তুত ও বাই সর্বদা পরিক্ষার 
পালন।

১২ স্বীকার।—অর্থাং অধ্যায়! সামান্য কিংবা অনন্তরী 
যুনায় অধিক না হওয়া।

১৩ প্রশ্নত।—অর্থাং প্রশ্নের প্রশ্ন না করা।

১৪ নমুনা।

তিনি প্রতি সপ্তাহে এই এপার্টি ধর্ষের তালিকাকে করিয়েছেন 
সাম্প্রতিকে যখন অপন নন ও কর্মদির বিচার করিয়ে 
ন যাহা ধর্ষের বিপ্রুতি কর্ম হইত তাহার গায়ে কালিম 
লিখিত। তালিকা পুনঃ দেখিতে কোনও ধর্ষে ভাইয়ের 

(৩৬)

উন্নতি হইতেছে কি না তাহা বোধ হইত ও সেই মত সাবধান হইয়া অভ্যস করিতেন।

পদ্মাবতী। আর এমনতর লোক কেহ ছিল?

ছিরোহ। পূৰ্ব্বে তোমাকে বিদি ফাহিয়ের কথা বলিয়া ছি। তাহার ছাড়া গর্লিন সঙ্গীতশালী ও পরের কারী ছিলেন। তিনিও প্রতি রাত্রে আপনাকে এইরূপ পরীক্ষা করিতেন।

১ আজকি সকল কথ্যাবতী। ভদ্ররূপে কহিয়াছি? তাহ
কি সত্ত্ব নির্মল ও পরমস্পরোপরি সম্বন্ধ বিশিষ্ট হইয়াছিল না?

২ অন্য মজার, যাহাতে ভারতী জ্ঞান করা উচিত, তাহতে প্রতি ভাতিতা যে কি আমার মনে উদয় হইয়াছিল?

৩ পরের প্রতি যে কর্ম করিতে হয় তাহী কি অসম্ভব করিয়াছি?

৪ সকল বিশ্বে কি যুবরাজ তালে ছিলাম—আমার কোন অন্যায় বাণী ও চিন্তা হয় নাই?

৫ কর্ম কি মনোযোগ পুরুষক করিয়াছি—অন্য কি বিচিত্
৪ তাদের জন্য প্রকৃত সময় দিয়াছি?

৬ পরমেষ্টির ভয় বাতিতে অমায় মনে অন্য ভয় এবং উদয় হইয়াছিল?

৭ অন্য কি আমি সম্পর্ক নাম তালে চলিয়াছিলাম—অথবা
ঈশ্বরের স্বীকার বাতিতে কি ভূষিত হইতে পারে না, এই মনে হইয়াছিল?

৮ ঈশ্বরের আকৃতিসারে কি সকল কর্ম করিয়াছি?

৯ তাহার কি প্রাণ ও সায়ানকে ভজন করিয়াছি?

পদ্মাবতী। এরূপ উপদেশ আর কাহার আছে?

ছিরোহ। গুলিসুখে পাইথেগোরেস নামে একজন বিদ্যা ব্যাপ্ত লিখিতাহেন—নিঃসীম যাওনের অগ্নিযে দিয়ায় যাহাকে করিয়াছ তাহাতে এইরূপ পর্যাৰাণ। কর। সত্ত্ব কর্মের বিপ্রীত আমি কি করিয়াছি? আমি কি করিয়াছি?

ছিলাম? যে কর্ম সম্পন্ন কর। কর্তব্য তাহাতে।
করিয়াছি? এই পৃক্তি প্রথম কর্ম ধরিয়া পরিত্যাগ সমাপ্ত করিয়া যাহা মন্দ করিয়াছি তাহার জন্য দুঃখিত হও এবং যাহা ভাল করিয়াছি তাহার জন্য তুষ্ট হও।

রামচন্দ্র বিদ্যাবোধগীর রাক্ষস সত্ত্বা পাঠিত সময় বাখ্যাত করিয়াছেন পুরুষের উচিত যে আপনার অনুসরণ বলে যায়ের অল্প বিশেষ চেষ্টা এবং তাহার উপর সর্ব্বদা জোর করেন। এই সকল অনুসরণ গত অনুষ্ঠান ও ইত্যাদি ক্ষুদ্র সম্বন্ধে সমৰ্ব্বাহিনী এবং আমাদের পরিকার বিচিত্র হইয়াছে।

কলন্তু ধর্মেতে বর্ধিত হইতে গেলে বিজ্ঞনে বিষয়া আমার সর্ব অর্থ ও রূপ যে অভিজ্ঞ পুনঃ ধান করা আবশ্যক, তাহা করিলে রিপু সকল বিশ্বাস হইয়া আইসে এবং মনঃ মনোজ ও কর্ণ পাপের দৈনিক অনুসন্ধান ও বিচার চেষ্টা করিলে ক্রমশঃ মনে বিচিত্র হয়। মনোজ সংসার মধ্যে বিশ্বাস বাণীর ও ইত্যাদি স্থলে নিমগ্ন ও অধিক অংশ লোক এ পৃক্তি সাধনায় মনঃ করে না। মনঃস্বাধ সাধনের উপায় এই যে মনকে চূড়ান্ত রাখিয়ে হইতে যে কোন পৃক্তি মনে চিনা। এই অপরিমিত বাণীর মনের মধ্যে উদয় অর্থ হয়।

উদয় হয় তবে অত্যন্ত দূর করা কর্তব্য নতুন কোন আসে না কোন সময়ে তাহাতে হামি হইবেক।

সুবিধায় অথবা অন্তৰ্দ্দেশের প্রধান ব্যাপার এই অন্তত আমায় গোবরে এমন যুক্ত হয় যে আপন দোষ দেবতাও যে আন্তে উল্লেখ করিলে বিস্মৃত হইয়া উঠে, এই রং সংসারে বোধ ভোগের প্রাচ্য হইয়াছে কিন্তু পরবর্তী 

১৩ দোষ অন্ত কর্তৃক করিত হইলে কৃতজ্ঞতার সহিত

ঋতুর করেন। যে বাঞ্ছিত আপন দোষদ্রুপে নিয়োগ হইল তাহার আমাদের ব্যবহারের জন্য অন্তর্কাজ করো নষ্ট হয়।
(১০) গৃহকথা—ঈশ্বরের অন্তর্ভূত কর্মী, সত্য কথন। ১০ সংখ্যা।

পদার্পণ। তুমি বলিয়া থাক সদা! সত্য কহিবে—
একমাত্র তাহার উল্লেখ কেন করিলে না?—শাস্ত্রে তেহে কি
বিধ আছে?

করিহন। আমি পুনর্বার বলিয়াছি যে “ঈশ্বরের অন্তর্ভূত
কর্মী” অর্থাৎ কোন পুণ্যের পাপ মনেমতেও আমি না।
মিথ্যা হই। পাপ কর্মী অতএব কদাপি কহ। কর্মী নামে
একমাত্র সত্যঞ্জয়ের সত্য কহা তাৎপর্য হইয়া সুন।

সত্যের জ্ঞানে নিম্নতা।
সত্য বাক্যের দারুণ ইহুদিয়ে জ্ঞান হয়। নিম্নতা কথন হইয়া না
ঝুঁটিতে।

সত্যময়িত্ববস্তু।
বে বাক্যে সত্য বাক্য কহেন তিনি ব্রহ্মবিদ্যার আধ্যাত
হন।

কেন ঝুঁটিতে।
মৌনাঙ্গ সত্য বিক্ষিপ্তে।
মৌনাঙ্গ আপেক্ষ সত্য কথন শ্রবণ না
মন্ত্র সংহিতা।
সকল পুরুষ শেষে সত্যর পৃথিবী পাদান।
সত্য সকল বুদ্ধির শেষে একারণ পৃথিবী হইয়াছে
কূল কভু।

যেমন বৈবর্তে দেবো বস্তৈবেধ হংসি গ্রিহাগঃ
তেন চেদবিবাদ ক্ষে মা পঞ্চ মা কুরুক গমনঃ।

সকলের নিয়ম বর্ত্তী ও পঞ্চের দালিন দানতাত্ত্বিক সত্য
পরমায়া, যিনি তেনার অনুকরণে অস্তুর্যামি রূপে আচ্ছে
মিথা। কথনের দাল। তাহার মহিষ বিশ্বে শাস্ত্র সহায়ত্বে তিনি
সত্যঞ্জয় হইয়া, মিথা। তাহার বিশ্বাসী ধর্ম্মও হই
অতএব সত্য কথনের দাল। তাহার তুর্কি জন্ম। ইত্যাদি তুমি তদঃ।
নাম নিস্পাপ হইবে স্ততরাং পাপ করের নিমিত্ত গজল ও কুচকেতে গতনের প্রেরণ নাই।

মনুষ্যহিতা

শতাধিক যাহার তৃতীয় এবং সর্বশেষ পীনেতে যাগাযাগ দরা এবং মন্ত্রে যাঙ্কর অধীনে, তাহার দ্বারা তিনি লোক কিছু হয়।

রাজকর্ম।

তথ্য কই কহ, বে ব্যাক্তি মিথ্যা করতে সে সাম্প্রদায়ে শুক্র কর।

বৃত্তিকর্ম।

তথ্য পালন যে পূর্ণ বিশ্বাস তাহা বে রূপ শাস্ত্রে আঁধারে সেই লোকের বিশ্বাস ও সংস্কারও ছিল। তথ্য পালনকর্ম

ব্যবহার রাজা তাপ ও স্বপ্ন বিভ্রম করিয়া শক্ত

চলেন। তথ্য পালনকর্ম সমাজের ভালো দারিদ্রবিশ্রেষ্ঠ

নহি—তথ্য পালনকর্ম বৃত্তির বনে গনন করেন—

সেই পালনকর্ম বৃত্তির বনে গনন করেন—

গনন বৃত্তির বনে এক বংসর

বাস মীরাক করেন— তথ্য পালনকর্ম কর্ণ আপন

সম বিমান করেন— তথ্য পালনকর্ম অত্যন্ত বংসর

আপন করার হয়। শকুন্তল। পুরুষের সহিত জ্ঞানী রাজার

নিয়ম আপন পরিচত দিয়াছিলেন, তখন রাজা

ুকে নিতে পালন নাই এবং বলিয়া তুমি তপস্যাবী,

তুমি আমি বিবাহ করি নাই। শকুন্তল। সেকালে

করা হয়।

‘তথ্য পদ নাই কঠো ভাল নহে।

ন্যাথাতুলা পাপ নাহি সব শাস্ত্রে কহে।

তথ্য সব পাপ রাজা না পাই তুলনা।

বাসনা হেন পাপ নাহি কহে মুনি জন।

চেননিধারা বালি তুমি হইল নিষ্ঠায়।

আর নিতে রাহি উচিত না হয়।

আদিপর্ব।
ধনপতি শৌর্যগুরু সিংহলে যাইয়া শালবান রাজার বলিয়াছিলেন কালিদাসের কথায় কয়েক কান্নিকী দেখিয়াছি, সিংহলপতি তঁর হাত কথায় বিশ্বাস করত কান্নিকীর সঙ্গে কয়েক কান্নিকীর বলেন।

সত্য বাক্যে সহচর যায় সাময়িক যুদ্ধ নয়।
হেন যখন হত্তোর বেজ নাই হুইবে ভয়।
তীর্থ সব দান হয় পতির উজ্জ্বল।
মিথ্যা বাক্য নয়কে অন্ধক প্রভাসার।
পর চরুতো শুনায় পুষ্প হয় স্নুপদ।
গিয়ায় করে পবে দরে বলে ভিল কুসন।
সেই ফল পান যে কেঁদে সত্য বাণী।
কৈকী পুরুষে শুক বাণ মান নুম্বর।
সত্য বাণী সম ধর্ম না শুনি অবর্ণন।
অসত্য সমান পাপ নাহি হিততরেন।
অবনী বলেন অমি সত্যকারে দাই।
মিথ্যা নেয় বলে তার তাহ নাহি সহ।

কবিকুস্তু চৈত্র।

রাজা রূপির্দিত বিখ্যাত সতাবশায় ছিলেন। বং বাক্য অভট্টাতে তিনি সত্য কথাতে জনা শশিত্রে যায়ে যাম। কিন্তু তাহারও একবার নাক দর্শন হইয়াছিল কাপড় হইল। কাপড় দুলে মিথ্যা কৈকী চোরে ছিলেন। সত্য ঈশ্বরের অমে ভর্ত হইলেই অনেক ঘটে।

পত্রাবতী। তবে তো সত্য পরমপদার্থ। সুকল কন্যা যে শৈশবকন্ত। অবধি শিক্ষিতকে সত্য পায় অভ্যাস করান।

(১১) গমনকথা—উপাসনা, মোক্ষ এবং প্রায়ান।
—সংখ্যা ১১।

পত্রাবতী। আমরা সকলে উপাসনা করি কেন আমরা যাহা হই ঈশ্বর তাহা কি দেন?
হরিভুর। উপাসনা করাই আমাদিগের সত্ত্বাবিশিষ্ট ধর্ম্ম।
তে কাহারো উপদেশ আগেই কবে না—আপনি অপনি
এ উদয হয। পরমেশ্বর সর্দারকিমান—আমাদিগের সমধি-
ন—পালন কর্তা—সংহার কর্তা—তিনি যাহ। ঈশ্বর করেন
দেহে করিতে পারেন। এমন দেহ নাই যেখানে ঈশ্বরের সত্ত্ব
এ সত্ত্বা ঘটিত না হয। এই জন্ম নাই। দেহের লোকেরা
পাকায় উপাসনা করে এবং নার্থায়ন ভিন্ন লিখিতে গাইতে
কে সকলেই দাখে। লোকে আপনার অর্থী অনুসারে
পার্শ্বের প্রথম করে, সেটি আমাদিগের সত্ত্বার কিন্তু
দের বিচেতনায় যায। বিচার সংগত তাহাই গ্রহণ করা।
গামার হদী। যদি ঈশ্বর যাহ। ভল বুঝেন তাহাই
ও হে উপাসনার ফল কি র বহর। একথাটি জানেকে বলিয়া থাকে। উপাসনার
ফল এই যে ঈশ্বরকে পুনঃপুনঃ ধাম করিলে মনের স্বরূপ,
এ সকল হয। আমাদিগের মন রূপ মন্ত্রার কুপ্রস্তুতির
রূপান্তর হয। এই সকল মনা স্থিতি পরিলক্ষিত হয়।
ঈশ্বর আমাদিগের বার্তারকে কি প্রাপ্ত হইতে পারে?
এ উদাহরণ। বা তাঁকে পুষ্প বৃদ্ধি হওয়ার জন্ম। উপাসনার
নবেক ভাব সবল চিতে মুখে পুনঃপুনঃ প্রকাশ করিলে
তবে মনে উন্নত হইল হয। মন্ত্রার সিদ্ধ পরমেশ্বরের
ও গৌণাধিক ধাম করে তবেই নম্ন, সত্য, সুর্য, তুল্য,
শক্তিতা ঈশ্বর হইল পাইতে থাকে। আর সঙ্গারের
জন্ম প্রাপ্ত করাও আমাদের করণ তাহাতে আর্থিত
অন্তর হয়। উদাহরণ ও চেষ্টা বার্তারকে সাংগারের
কষ্ট” নির্বাহ হয় না। যদি কৃষক কহে পরমেশ্বর নারী,
নেকে অবশ্য আহিল দিনেন—ভূতি করণ করে, কি প্রয়ো-}
তুলে শাস্তি দিলে উৎপত্ত হইতে পারে? দৃষ্টির
নু এই যে উৎসাহী ও উদ্দেশ্যী না হইলো কৃত্তাক হওয়া
না। এ কথা একটি মানুষের কথা আঁধে তাহ বলা আর-}
এক গাছের গাছ চালাইতেছিল দেখাই তাহার
নরমদায় পাইতে হইল। গাছের গোড় হয় দেবতার
আবার একদিন করিতে লাগিল, দেখতা উপস্থিত হইয়া বলিলেন—আমি আহ্মুকৃত করিয়েছি কিন্তু তুমি নিজে গাড়িতে দিয়া তুলিতে চেষ্টা কর। সাংসারিক দিবসের জন্ত প্রার্থনা নেই রূপ কর।

পন্নাবিথি। তাল—মোক্ষ কি?

হরিহর। এরূপ নতুনের স্থে বিরাঙ্গ অর্থাং কীর্তি। পাশাপাশি মোহন হওয়া, কিন্তু দেয়াল ঝিউল তামামে চাঁদের চাপে লেখেন“মনের শাস্তি মহিলাই জানি, ভাবিয়া মোক্ষ করে। এর পরে চন্দ্রগতি স্থের পোঁয় নাম মোক্ষ নাম নাম নাম।” বোধ হয়, ইহার ভাবনা ইচ্ছাও নিঃসিদ্ধ ও স্বাভাবিক ও যথাস্থল মোক্ষ আরো চাঁদের চাপে লেখেন“ক্যান কক্কে হাতে এবং তীর্থ নামার্থে ভালুকার বন্ধু পাদ প্রিয় কোন উপনিবেশ না কেবল মোক্ষের দারী পথ পথে পথে নেটটি হয়” এবং তিনশ স্থের পোঁয় নাম মোক্ষ নাম নাম। ইহার স্নাতন মোক্ষের হয়, উদার চিন্তা জানির পথে গেটের সকল কোনো চিন্তা। এবং চতুর্থ শক্তিতম স্থের লেখেন‘যে আলী আলার নামে সকল প্রাণিকে দর্শন দে এবং পরে ক্রমে স্নাতনের লেখার স্থে পঠিয়া পথে পথে পথে দেখান করে। আর এই সকল স্থের শাস্তি লগন বলিয়া তুইকে পন্নাবিথি। পাপ করা করিলে কোন প্রায়শ্চিত্ত উত্তর হইবে। অকল্পনা স্নাতন ও পাপ না। করিতে ভিত্তিকাঙ্গে পাপশালির উত্তর প্রায়শ্চিত্ত। রাজা পণ্ডিত এই প্রতাপ করিলে শুকরের করেন।

রাজনী! চাঙ্গরাঙ্গাদি যে সকল প্রায়শ্চিত্ত, তাহারা পাপ একথার মূল সহিত উত্তেজন হইয়া এমন বাঙ্গ। এমন হইতে পারে না, কারণ প্রায়শ্চিত্রের অধিকারী যে সকল অবিশ্বস্ত পুরুষ তাহাদের অবিদ্যা বিনাশ ন। ইহার প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা একবার পাপ করা হইলেও সংক্রান্ত পুনরায় পাপাত্মার প্রতি হইবার থাকে। রাজনী! আমি এই কথায় এখন যদি জিজ্ঞাসা কর তবে মুখা প্রায়শ্‌
(৪৩)

তাহার উপর এই আনন্দ সুখা প্রকাশিত । (২০)

এর নিত্য অগভুক্ত হইল। যত করিলে ক্রমশ ঐ আনন্দ নিত্য করিতে পারি। যাহা হয় না, যেমন সে নিত্য করিলে প্রকাশিত হইবে এই জন্য।

ফলতঃ প্রতি পূর্ণ প্রকাশিত হইল! তপ্স।

১২. ৩ উইকির সকলের একাধিক। সংক্ষেপ। শম (মনের)

এ দল (ব্যক্তির) নিষেধ। দৃঢ়, দ্বিঃ, শ্রেষ্ঠ, যথাক্রমে। অথবা নিষেধ (যাতন) দ্বারা কায় মনোবাক্তি

সুবহ্য চুক্ত কর, অগ্রবার দৃঢ় এ ওলোঁ নায়ের নায়ে,

কৃতে বিনাশ করিয়া থাকেন। (১২) তাহার ঐ

প্রকাশিতসার মুখা। পরবর্তী দৃশিতির অন্য প্রায়-

মনে আছে। অন্তঃ বাঁশ্বের পরাশর কেবল ব্যক্তি

করে। কিছু নীহারির মনের নায়ে কেবল ভক্তি দ্বারা

ফলে করিয়া সম্পূর্ণতম উন্মুক্তি করিয়া থাকেন। (১১)

১৩. কোন চিন্তা। এই ভক্তিমাত্র দানমার্গ অপেক্ষাও শেষে,

ক্ষুদ্র খল্ল ভগবান মন্দ সমস্ত পুণ্য ভগবান্তকে

পাপী পুরুষ ভগবানে মনো সমর্পণ পুণ্যক ভগবান্তকে

দেবে করিয়া মনে প্রবেশ হইতে পারে তপস্যার

ক্ষুদ্র তাহার পরিবত্ত। জন্মে না। (১৪) অতএব

প্রাপ্ত ভক্তিমাত্র সমীচীন পথ এ পরম কলায়তীকে

পথে কোন পুরুষ বিদ্যায় সমাধান করিবার ক্ষেত্রে।

ফলতঃ

মন্দ ভক্তিমাত্র দানমার্গের নারী এই বন্ধে অন্তর্জান।

এই বন্ধের বন্ধের নারী এই বন্ধে

তাহার অভাব নিমিত্ত তা অথবা ক্ষুদ্র মার্গের নারী

মাত্র পুরুষ হইতে বিদ্যা হইবার সম্ভাবনা নাই। (১৫)

শ্রীমদ্দাশগুণ, যশো সম্প্রদায়।
(১২) গৃহকথা—পতিত্বভার লক্ষণ সংখ্যা ১২।

পতিত্বভার। শাস্ত্রে পতিত্বভার বিষয়ে কি লেখে?

হরিস্রোত। সে বিষয়ে যাহা লিখিত আছে তাহা। সকল উপপত্তি নাই যাহা। হয়তো হইতেছে তাহা। শন।

পতিত্বা যা নাই চরিত্র মনোরাগের সৎসাহা।

সং ভর্তুলকের নাপোরি সন্দিগ্ধ সাধুতাতে চোছাছাতে।

যে সৌভাগ্যবতী গ্রীবের মনে কখন পতি ভিতর অন্ত পূর্ণ করা না। করি যাহা আপনি অন্তর্গত পরামর্শ নামোচ্ছারণ না করে যাহার দেহ কখনই পরামর্শ স্পর্শ না, তাহারই সেই সাধু পুকুরনের পতিত্বভার লিয়া। সমীপ কল্যান কে তিনি পতির সহিত অনেক স্ন্যাপ সংঘাত করিয়। তাহা।

মনোরাগা ছায়াপথ। দক্ষ সাধু পতিত্বভার। এই পশুনির্দেশ সাধু ন সংঘাত।

না চোছাছার না। না স্নান নির্দেশ কৃপণ।

প্রাতিশুল্ক নিঃসৃষ্ট সাধু ভার। তীর্থনাম।

যে শ্রী স্বামী জীবনী সত্তা প্রিয়বাদিনী পথকারে সদাচর যুক্ত। পতিত্বভার ও কতুরু বুঝা। হয়ে তিনি পৃথিবী সঞ্চার কোন স্বপ্ন নাই।

যে পতিত্বভার শ্রী স্বামীর অবস্থা। ও সমস্তব্র প্রথম রাখায়। সমস্ত সেন সর্ব্ব প্রিয় কার্য স্বধান তৎপর। গুঁঠাকেই ধর্ম রূপে ভাবা। বলা যায়। তত্ত্ব তত্ত্বে বিশেষ অপতিত্বভার শ্রী পুরুষের সবে ভাবা। না হইয়া কেবল স্বপ্ন হয়।

দক্ষসংবিধা।

মনোরাগ হয় ও কাশীখণ্ডে লেখনে যে গৃহে পতি ও উভয়ে প্রেমের নিম্ন পাকে সে গৃহে মঙ্গলের আর্য্য কাশীখণ্ডে অর্থাৎ লেখনে যে স্বামী জন্ম গ্রীবেতে উপগত।
পরিত্রস্ত পত্নী ধর্মাবলম্বন পূর্বক তাহার প্রতি অনুকূল করেন। যাহা সময়সংহিতায় লেখা আছে তাহাও পুনঃ।

“বিশীলঃ কামরুকে বা গৃহে বা পরিববির্ক্ততা।
উপচার্য নব্য সাধা সতধারণ দৃষ্টাৎ পণ্যঃ পদতীত।”

দৈত্যের যোগে যাজ্ঞী সদাচারের কর্ম পরিত্রস্ত আসত্ত্ব, তথাপি পত্তি যে সকল গুরু অধ্যায় দেই সকল গুরু ধুম হয়েন, তথাপি পতির নাম তুমি আর না দেখতার সায় পুষ্ট করিবেন।

পদ্মাবতী। তবে যে যোগে সান্নিধ্যকে এক প্রকার বেদে

“যাজ্ঞী গুরু হইক বা নির্গুণ হইক, তাহাকে সর্বত্র।
লোক কর। উচিত বেত কিন্তু অধান্তিক হইলে কি তত
৩ পাকে?”

বার্ষর। আপি নি বলিব—যাহা যাজ্ঞী তাই বলিতেছি

পতি ধর্মচর্চাত হইলে পুষ্ট হইতে পারে না। একাকী পতি
কার্যত যে কোন অন্য পন্তিত না হয়েন।

পদ্মাবতী। তাহা পতির্ত্রস্ত তুমি আর কি লক্ষণ?

বার্ষর। বাল সংহিতায় লেখেন।

নেচৈত্যঃ দে পণ্য ন হুন্ন পত্তা রক্ষিন্ত।
নাচ কৌশল বিবিদের দগ্ধলোপ বিলাপিনী।
প্রমাদনীলস্টরেজয় ধারাবাহিকতাত্ত্ব।
পৈপাশ্চাইকিসবিদেশেরধারায়ঃ বুফুর্ততাত।
নান্তিকাল্লস্টরের দগ্ধন্ন সৌভো বিজ্ঞায়েৎ।

পতিরহস্ত উচ্চেত্যার কথা কহিবেন না, নিষ্ঠুর বাক
সহার করিবেন না, কোন ব্যক্তির সহিত বিবাদ করিবে
কীর্ত্যে। সহিত নির্গুণ কোন কথা কহিবেন না, পন্তি
দৈত্যের যোগে কোন বিস্তার করিবেন না, এবং নির্গুণ
কথা, উম্বর্তু, ক্রোধ, ঈশ্বর, ছুল, অভিমান, খলত
হই, দ্বিধা, অহংকার, শত্তত, নাতম্ভকত, দুঃখানাহস, চৌ
দুঃ, এই সকল মহানিষ্ঠকর দোষ একেবারে পরিহর
করিয়ে।

রাজ্জি বর্তমান পুরাতন খোদাই প্রতি সমান এই
করিয়ে না। ও প্রাগারিত হইলেও কোন করিয়ে না। সে:
“পতিত বদ্ধ পতিত পাট, পতিত ভরণ পোষণ কর্ত্তি, শাসন
dেবতা, পতিত গৃহী, সকল গৃহী হইতে পতিত ঘূর্ণ, “হীরে
তে অর্থি ঘূর্ণ কেহ নাই”।

নারদ মুনি রাজা। যুধিষ্ঠিরকে গ্রীষ্ম যাহা। বলিয়া
ছিলেন তাহাও শনি।

হে রাজাঃ, আতঃপর গ্রীষ্ম বলি শনি। পতিতকে পতি
রণ অশ্লীলবিদ্ধি হওয়া, পতি বদ্ধ অশ্লীলতা করি
নি। পতির নিয়ন পাঠ। এই চারিটা পতিরত্ন গ্রীষ্ম
লক্ষণ ও পর্যায়। (৪) এই পরী চতুর্দিক বিশিষ্টা সাধী না
না মাথা। তপস্বী সমাজজ্ঞ, উপলব্ধি প্রাপ্ত ঘূর্ণন ও
পাও স্থায়ীকরণ। তথা উচ্চারণ কাম, বিনায়ক, দান, নীতি
শিক্ষার ব্যাখ্যা ও গ্রহণ এই সকল দ্বারা সময়ে শিক্ষাও কথ
কের আর গৃহের উপকরণ সকল সর্বোচ্চ। পরিকার কথ
রাখিবেন। (৫) গ্রহণ যথাসাধ্য সহযোগ। হইলে, তথা
মাতার বিশেষে গ্রহণ। হইলে না, সন্নাত আলম ও ঘূর্ণ
ধরিয়া, নরপতি প্রিয়করা করিলেক, শরীর আবহিতা
না শরীর এবং মিশ্রিত হইয়া মহগুণ শুনা ভই ভজন করিবেক। (৬) হে রাজাঃ। তথা নারী লক্ষ্মীর মাত
তপস্থা হইল। হীরাতঃ পতির সেবা করেন তিনি লয়
তুলা হীরামূল সেই পতির সহিত হীরামূলকে আমোদিত
হইয়া থাকেন। (৭) শ্রীমিষ্টেণ, সন্ধয় স্পৃহ।

এতদ্ভিত্তিক পতিরত্ন সৌর সন্ধা পতি সেবা এবং বিদে
গেলে বিশেষে নিয়ম পালন করিতে হয়, সে সকল বিদের
পূর্বক বর্ণনা করিতে গেলে বাহু না হইল। পুরুষে

পত্যাবীরী। পতিরত্ন সহিত যাই শুনিলাম তাহ।
আমি কতক জানিতাম। যাহাই উক্ত, পুকুন জাতি আপন।
নিবিধা তাহ বুঝে।
১৬) গৃহকথা—পতিতব্রতা স্ত্রী। ১৩ সংখ্যা।

গ্রাবতী। পতিরক্তার লক্ষণ তে। শুনিলাম, এখন ছই
২ পতিতব্রতা স্ত্রীর উপাধীমান বল দুঃখী।

ঝাকুর। (১) দফকের কন্য। শুনা শিয়া চপিতব্রতা
৩ রুক্তে শিব নিম্ন। শুনবি। দরক করিতে না পারিয়া
৪ হ পরিতাল্প করিয়া ছিলেন।
৫ রংকারিং এই বলেন।

মৃতজন নিম্না নাছি করিবে শ্রবণ।
৬ তন্ত্রে কর ভাবে করিব শাসন।
৭ স্বাম ছাড়ি কিষ্ট্র যাই অনা স্বাম।

বল পাই তীর্থো হেতু তাজিব পরান।

কবিক্ষণ চতুর্থী।

বন্ধু। মাধুর কথা ছেড়ে দেও, তিনি নামিয়েও
৮ করাতেও সত্য।

একটি। (২) সীতা ও বড় পতিতব্রতা ছিলেন। মাহার
৯ পরামাণু বিধায় পুরুষক লিখিত আছে, অন্য বাইতাল
১০ প্রবরে আর্য্যকে নাই। কূল পতিতব্রতাসংক্রান্ত প্রমাণ
১১ সীতার কিরণ শিক্ষা চাহই ছিল তাহ। কিছু পাওয়া।
১২ কিছু শুরুক্ষীর না হইলে এত গুণ কে প্রকাশে হইল?

শেষের বিবরের পর বিদায় কালিন

রক্ষ লক্ষ মহা বাদন করে।

ঝাকুরে কন্যকে করিয়া কোলে বাঙে।

মৃতজন বড় ছুঁড়ে তো মাকে পালন।

প্রয়ে মিধিলা বলি কুঁড়ি সুর।

পুষ্প শাপতী প্রতি রাগিয়ে সুমল।

লালু অসুখ না কর কাজ প্রতি।

চুথ চুথে না অজ্ঞাতিও যা আর কোপ পালে।

জীবে দেবী সীতা না ছাড়িও কোন কালে।

আদিকালে।

মহাকাশ পিতৃ সতা পালন চাঁদ বংসার জন্য বলে।
যাইতে উদযোগ করিতেছিলেন সেই সময় পত্নীকে মনিকে রাখিয়া যাইবার কথা প্রস্তাব করাতে সীতাই দেন। স্মার্তিতি বিনা আনার কিছু গৃহ বাস।

তুমি সে পৃথ্ম গুরু তুমি সে দেবতা।
তুমি বাও খাঃ, প্রভু হামি যাই ভথা॥
স্মার্তিতি বিনা। গীতাকের আর নাহি পাট।
স্মার্তির জীবন জীবে মরুণ সংহতি।
প্রোণাথঃ: এক্ষে কেন তবে বনবাসি?
পথের দূরের হব করে লও দাসী॥
বনে প্রভু দুঃখ করিয়া নামা ক্লেশে।
চূঢ় পার্থবে যাও দাসী থাকে পাশে॥
যদি বল সীতা। বনে পাবে নাম। চূঢ়।
সব চূঢ় জুঁচিরে যাইতে দেখি তব মুখ॥
তেমন কারুণ রোগ শোক নাহি জনি।
তেমন সেবার চূঢ় ক্ষুধ হেন মানি॥

অহেং ব্যাখ্যাকাঙ্গ।

বনে রামচন্দ্র বর্ণত ও অমুজ সহ কীহাকাল ভূমণ সং অতি মুনির আরামে উপস্থিত হইলেন। মুনিপত্নী প্রত্যা শিতাকে দেখিয়া বলিলেন মা! তুমি রাখকেন স্মৃত ভোগ ভাগ করিয়া। স্মার্তির সঙ্গে যাইতেছেই প্রথম ও শিতু হইয়া কুল উজ্জল করিলে—জনকী তুমিতে রাম বহ তপনায় তেমন কে পাইতো হাঙ্গ।

সীতা কর্ত্তবেন মা সম্পদে কিবা কাম।
সকল সম্পদ মন দুর্ভাদল শ্যাম।
স্মার্তি বিনা। গীতাকের কিবা কথা হেন অন্য হেন কি করিয়া পথির বিষ্ণুম।
জীবে নদী প্রভু নব সর্ব শুণে শুণি।
হেন পথি সেবা কর ভোগা হেন মানি॥
ধন জন সম্পদ না চাহি ভরবতি।
আশীর্বাদ কর মন রামে থাকে নথি।

আরাণ্যকাঙ্গ।
( ৪৯ )

কের পঞ্চবী বনে রাবণ কর্তৃক সীতা হত হয়েন এবং পোচার রাক্ষসরাজ তাহাকে সন্ত্রাসপরি মহারাণী করেন বাস্তব করে, জনক দুঃখিত ভাবাতে কোপাবিভিত হইয়া তিনি পর করেন। দশাননে বারুগায় ধনীর্ঘতা। পদবান করিয়া নীতির মনোভাবে জন্য চেষ্টা পাইয়াছিল কিন্তু পরিত্বরতা আর একটা রাক্ষসের আর কাহাকেও জানে না। ২৩৮ রমণীর মন

কে। ঐতিহ্যে কিংবা পরপুরুষের সৌন্দর্যে চঞ্চল হইতে পারে। রাবণ সীতাকে লইয়া অশ্বাকবনে রাক্ষসরাজ ও হার্শ মন পরিবর্তন জন্য চেষ্টা দায়। দুঃখ করাইত, এক ভাবাতে কেন্দ্র উপকার হয় নাই, অতএব পরে শ্রম ইয়া, নাই। প্রাপন লোকের দেখাইয়া যিবঠি করিতে বিনতি নাই ভাবাতে সীতা উদ্ধর করেন।

কিছুতে রাবণ মোর বিক্ষিপ্ত কুহৰ্গী।
কোনো শরীরে ভূলাইব রামের ঘরী।
রাম প্রাণন্থ মনে রাম সে দেবতা।
রাম প্রাণ। অন্য জন নাহি জানে সীতা।|| সুন্দরাকাশ।

অনন্তর রাম সাগর বদ্ধন পূর্বক লক্ষ্যে অনিয় রাবণকে চ করেন। সীতার উদ্ধার হইলে রাম ভাবাকে একটা অর্জন করিবেন কি না। এই মনে হইলে প্রাপন হইলে জানকী অতিশয় রঞ্জিত হইয়া ভিজিয়াছিলেন।

জনক রাজার বংশে অন্মার উৎপত্তি।
দশরথ হেন শক্তি তুমি হেন পাই।
ভালমতে জান গ্রাম্য অন্মার প্রতি।
জানিয়া শুনিয়া কেন করিয়া হংসিত।
বালকালে খেলিতাম বালক বিশালে।
সপ্ত নাহি করিতাম পুরুষ ছাওয়ালে।
সেবমাত্র ধূমে পাপিত রাজায় ইতির নারীর নত ভাব কি কারণে ১

লক্ষাকাশ।
সীতার পরীক্ষা হইলে অমৃত সহিত রামচন্দ্র স্বৈরে ওঠাগমন করেন এবং কিছুকাল রাজা করিয়া সীতাকে মতীত্ব বিষয়ে লোকে পুনর্বার সন্দেহ জন্মাইয়া দিলে তৎক্ষনে ছাড় পূর্বক তাহাকে বনবাস দেন। বাল্মীকির উপরের উপ খিত হইয়া লক্ষণ সীতাকে রামচন্দ্রের অভিপ্রায় বং করিয়া বলিয়াছিলেন, তাহা শুনিয়া স্নানকী এমত করিতে না যে সকল যত্ন মূচ্ছাইবার জন্য অপে প্রাণ বিনাশ করিয়া উদাত্ত হইয়াছিলেন কেবল সন্ত্র। প্রথম তাহতে ক্ষান্ত হন অনৈ কর্তৃক অগ্নিনিহিত ও ক্ষেপে পতিত হইয়াও 'তিনি' চুম্ব রোদন করিতে বলিয়াছিলেন।

বাম হেন সামী হইক জন্ম জনানীর।
আমা হেন কোটি নারী মিলিবে ভাইরে॥

উত্তরাকং ॥

এইরূপ প্রত্যক্তাথ ও ক্ষমালীলত পুণিলে কে না অশ্চরভে মগ্ন হই। অন্ধন্ত যজ্ঞের অশ্চর্য হইলে পিতা পুণে ঘোর দূঃ হয় পরে পুনবার বাল্মীকির সহিত রামচন্দ্রের নিকট আসিয়া। রামায়ণ গান করে তখন তাহাদিগের পরিচয় লইয়া রামচন্দ্র সীতার জন্য বিলাপ করত ভাঙ্গাকে অনন্য করিতে আদেশ দেন। সেই সংবাদ পুণিলা পীতা অভিমান তাহে চরিয়া তৎক্ষণে স্নানির নিকটে আসিয়া। প্রণাম করেন এন রামচন্দ্র তাঙ্গাকে সত্তার মধ্যে পুনর্বার পরীক্ষণ ও আদেশ করেন। সীতা সেই প্রস্তাবে অতিশয় বিরহ ইহা অমুখান হন ও প্রশান্ত কালীন বলেন।

'জোস্ক প্রস্তুতে নোয়ার তুমি হও পতি।
আর কোন জোস্কে নোয়া না কর চুর্ণ পতি॥

উত্তরাকং ॥

পত্নাবতী। সীতার নাম প্রতি মরণ করিয়ে লেন কুলে যায়।
(১৪) গৃহকধা—পতিত্বা শ্রী। সংখ্যা ১৪।
পশ্চিমবঙ্গ। আরো পতিত্বাদের কথা বল দেখি।
হরিহর। যে পতিত্বা নারীর কথা মূর্ত্তি হয় তাহার
সন্ন বলিতেছি।
৩) অশ্বপতি নামে এক রাজা ছিলেন। তাহার স্বারবিষ্ট
যে এক কন্যা ছিল। ঐ কন্যা পরন্তু কন্দর্শী এবং
কন্যের সমান তাঁর সুন্দর গন্ধ।
মূর্তিতি সকল শাব্দিতে বিচ্ছিন্ন।
বেদে তা না হয় অন্য মূর্তি ধর্ষ্য বিন।
লালাভিধ শিলা কর্ণে অং সুপ্রলীন।
প্রিয় কক্ষা বালিনী সকল ভূতে দয়া।
অশ্বপতি হৃষ্টমিতি দেখিয়া তনয়।

বনপর্খ।

বিদীর্ণের “পবিত্র আচার” দেখিয়া। তাহার জন্ম ভূমিকঃ
ধর্ষ্য সঙ্গে বথ অর্জন করাইয়া। আপন অর্জন
কে তাহার আশ্রয়কে। দিয়াছিলেন। এই দিবস বন পর্যটন
ঘরে স্বারবিষ্ট এক মূর্তি ইন্দ্র আশ্রয়ে উপস্থিত হইলেন, তথায়
প্রিয় কক্ষা বালিনী সকল ভূতে দয়া।
কন্যার জন্ম করিলেন। মাতা ইহা সুনিতা তাহাকে জানাইলেন। 
পরে তাহার সম্পর বলাবলি করিলেন, সত্যবাদনের কোন বংশে জীবন ও
পর কি ধর্ষ্য, আসে। কিছুই জানি না—কনারো বয়স
যোগা অসোগা, তাহ সন্দ ৰক্ষাই বিলেন। করিতে
করিতে না। এই রূপ আন্দশাল করিলেছেন ইতি যথেষ্ট একজন
মিত্র আধিয়ার। উপস্থিত হইলেন। তাহার জিজ্ঞাসা করাতে
কন্যের সত্যবাদন কুলে শীলে ও রূপে গুণে সর্বত্র অসাধ্যকেই
কিন্তু তাহার এক বংশবর্ণের পর ফাঁড়। আছেন এবং একজনে
ইহার পিতা রাজ্যচুত হইয়া অরণে। বাস করিতেছেন, এজন্য
(৫২)

ঐ সম্প্রদায় তত্ত্ব বহে। পিতা মাতা উভয়েই ঐ কথা শুনে তনয়কে বলিলেন—সাবিত্রি। ঐ মানস ভাগ কর, অর তোমাকে রোমাই। করা ইয়া পৃথিবীর যাবতীয় রাজকুমার আনন্দকে করাইব। তোমার আর যাহাকে চোখে হয় তাহাকে করিও, বিধবা আম্ভস্ক। জানিয়া প্রতিজ্ঞা আমরা তোমার কিছু কেমন করিয়া সম্ভত হইতে পারি? সাবিত্রী করিয়া, বলিলেন।

শুনহ জনক মম সত্তা নিরূপণ।
কদাচিৎ নয়নে না হেরি অনা জন।
যখন মানন্দে তাঁরে বারিয়াছি আমি।
জীবন মরণে সেই সত্যবাণ হামি।
বিপদা যশ্যাণা যথি থাকে মোর ভেঙ।
খংস না ধেয়ে পিতা দেবের সংযোগ।
অনিতা সঞ্চার হবে অবশায় মরণ।
না মরিয়া চিরস্বাসী আছে কেন্ত জন?
অবাক সঞ্চার মাত্র আছে এক ধর্ম।
তাহা ছাড়ি কি মতে করিদ অনা কর্ম?
ধিককে সে হার রাখের অমিলায়।
ধর্ম ছাড়ি অধরের সে করে স্বীক ইশ।
কি করিবে নূতে পিতা কত ফাল জীব?
কু কর্মে আজ্ঞমকাল নরকে থাকিব।

২নংপর্ব

পরে রাজ সত্যবাণকে আনয়ন করাইয়া তাহার সমাবহ পূর্বক তনযার বিবাহ দিলেন। অনন্তর সাবিত্রী পিতার নিকট হইতে বিদায় হইয়া স্বামির অশ্রুতে থাকিলেন সত্যবাণ বনে যাইয়া সর্বদা ফল মূল কাঠ আহরণ করতেন। তাহার সর্বন্তে দর্শনী ধর্ম। গৃহকর্মে নিযুক্ত থাকিলেন। দিন দুইজনে বনে প্রেরণ করিয়াছেন—নানা স্থানে নানা একান্ত রমণ দৃশ্য দর্শন করিয়াছেন, ইতিমধ্যে সত্যবাণের উপস্থিত হওয়াতে তিনি অতিশয় অন্নির হইতে লাগিলেন।
চতুর্দিকে অক্ষকার দেখিয়া আপন উন্মত্ত পতিকে কাটিয়া কিছু রোগের শমন। না হইয়া ক্রমে বুদ্ধি হইয়া গণে তাহার প্রাণ বিয়োগ হইল।

পুনরায় কথিত হাসি যে তাহার নিকট যম যন্তু উপাসিত এবং পূজন ও পঞ্চমোহিত বিষয়ে সাবিত্রীর সহিত তাহার কথা হইয়াছিল তথব্যি কিন্তু বলি—যেনকে জনালেন।

মনেতে মোহিত সব কেনা কোন পতি সহৈ সত্য ধর্মমানুষ অশিক্ষিত গতি না হৃদয় ধর্মমানুষের না অশিক্ষিত এ প্রসঙ্গে কথা করিবে না অশিক্ষিতের রক্ষণ।

বনগাছি।

বিষ্ণুর একাদশ স্নান না হৃদয় কথা প্রকাশ করিয়া যম হয়না অশীবাক্ষ পুকুর সত্যাকারের কীমনে প্রদান নিজের।

কারণ। ৪ দর্শন উপাখ্যান অবশ্য শুনিয়াছে—

প্রথম হইল পতিত্ব। যখন পুকুর নলের রাখা শেষ দর্শন্তি পিতার আদেশে না গিয়া শান্তির হৃদয় তাহার সহিত বলে গলান বলিয়াছিলেন।

বলিয়া নল তাহাকে নির্দেশ অবশ্য তাঙ্গ করিয়া। গেলে শান্তির হৃদয় ঘুলায় বুঝিতে অক্ষর পারিলেন।

বলিয়া দেখিয়া কথা দেও দর্শন।

হঁস্ত সিক্কু মধ্যে প্রভু কেন দেও দুঃখ?

অতি পারিত এনাথ দেখি তব নুখ।
কৃপায়ন কলের হেড়ু গিয়াছ কি রেন।
তৃষ্ণার্থ হইয়া কি বা গেলে জল পানে?

পন্নাবর্তী। আহা! পূৰ্ণ জানি কি নিষুর মাত্র হইয়া এই রূপ শোকে বিস্মৃল হইয়া। কিন্তু যাইতে এক মুনিকে দর্শন করিয়া

দময়ন্তী বলিলেন পতি বিষ্ণুর্ধনী।
এই রেন হারালাম না পতিন্দ্র।
অবহেলা করি তাঁহার করি সেই ধান।
হারায় কখন চাই তবে বরে রহে প্রাণ।

পরে দময়ন্তী স্বাভাবিক নগরে দীর্ঘদিন বেশে কিছু অস্থির করিয়া। পিঠালয়ে গমন করিয়া ও মাতাকে অনন্ত হুঃখ প্রকাশ করিয়া বলেন।

জীবনে সে আছি আমি নাহি কর মন।
কেবল অুবুঝে তথ্য নল দমশনে।
নিশ্চয় নলের যদি না হয় উদ্ধেশ।
অনেকের মধ্যে আমি কিরি প্রবেশে।

চুলনার কাথরতা দেখিয়া পিতা মাতা নাম। দেশে নাহি অবশেষ করিতে লাগিলেন ও তাহাকে শীত্র আনন্দে কন্যাকর ভোকার পুনঃ সুয়হর হওন সমাচার ঘোষণা অযোগন করিয়া।

নল ছুড়ুরে এস অনুশাসন আহিষ্ঠ। উপোজ হইয়াছেন এই সংবাদ শুনিয়া। দময়ন্তী অঙ্কুমারি মৃত্যু প্রাণিষের মুখে‌চ্ছল দর্শন করিত পূর্বে দুঃখ প্রকাশ বৃষ্টি মাত্র লাগিলেন।

নল পত্রীকে বলিলেন “বেই নারিতে পারি না ধরে স্বামীর কাগ, স্বামী দোষ নয় না দেখে” জিজ্ঞাসা করিলেন এখন তুমি কোন বরকে মায়া দিয়ে।

দময়ন্তী চেয়ে করে বলিলেন—প্রাণনাথ। তোমার জনাই ফুললাল্লাহ হাজার। এই কর্ম করিচহ।
(৫৫)

ক্ষেত্রে স্নায়ু নিঃশীল অনেক স্তান হইতে অনেক সংবাদ
করিলে তেজম্বর পুরস্কার দেয়ার জন্য মনে লিখিত করিলে তোমারে পাইল। তোমার
তত্ত্বা অমায় নানা ও রূপ তাহার পরমেশ্বর জাননি—
মানা ভিক্ষ অন্যা পুরুষকে আমি নয়নের কোণের কথন
করি নাই—
“সামনি কর পাপ হান, তোমার সংঘটন প্রাপ্ত বাহির হউক
মানি।”

নন্দ নল স্ত্রীর পতিতত্ৰাদ্ধ নিশ্চয় জানিয়া পতিত হইতে
করিবার মুখ্যত্তা করত সেদেশে গয়ন করিলেন।

তে লোপামুদ্র। অগস্ত্যের স্ত্রী, মন্ত্রিও বড় পতিতত্ব
করায় কাশিরে তাহার যে রূপ বর্ণনা আচ্ছে তাহ।

লোপামুদ্র। পতিতত্ব পতি আজ্ঞাকারি।
থাঙ সেবা নিয়ুক্ত সতত সঞ্চালি।
পত জ্ঞাপে জীব পতি দৃঢ় অভিমানী।
জ্ঞাত মোক পতি সঞ্চে চরণ চারিণী।
পতির অধিক কার পতি নাহি জান।
পতিকে পরম জ্ঞান মনে করে ধান।
জ্ঞান জি শিব অধি যত দেখেন।
পতির অধিক নাহি হয় কোন জন।

বিপ্লবী জীবিত দেশে স্ত্রীবংল রাজার শ্রী চিন্তা বড়
করিয়াছিলেন। শ্রীবংল রাজার নাগ বাসক চীরা
তোষ্ণ সহ বনে গমন করেন। সমুদয় এক নদী দিয়া
সন্ধিগৃহ বাণিজ্য করিলে সাইতে ছিল দৈবতে তাহার
চন্দ্রায় আক্রমণ হই। বনের কঠিন মন্দিভূকে
প্রাগো তুলিতে চেষ্টা করিয়াছিল কিন্তু তাহাতে
প্রায় হওয়াতে চিন্তা আসিয়া নেক উচ্চার করেন। ইহা
করিয়া সন্ধিগৃহ বুঝিল এই শ্রীলোকের নেক উচ্চার
রাগ বিশেষ কর্ম আছে, এই সংস্কারে চিন্তাচার বল
পূর্বক আপন নেওয়া উঠায় নিলেন। তাই এই বিপদে পড়িয়া উচ্ছস্তে বোধ করিতে লাগিলেন। আপন এখন অমুকারে মনে পীড়া হেতু জরায়ু হইয়া অনস্তর বহনভিস্প পর পতি দর্শনে পুনরায় মোরমন হইয়া
(৭) ফলে। কালিকে খাবের পত্রী ছিলেন। কালিকের
পান থাকে হইয়া শুঁজরাট দেশে বাস করিলে কলিঙ্গে।
হংস। অমুকে সন্নাট প্রেরণ করিয়া তাহাকে বক্সন বং
এ সময়ে কুলরী বাক্স হইয়া বললেন।

নামার সীরে শুনে কোটাল
গলার ছিটিয়া দিয়া শাণের হীর।
কারে নেই এই রোজ কারে। এক পাণ।
মুঁকা গণিতা লাই যত আছে ধন।
নিশ্চয় বধিয়ে যদি হীর। বর পরাণ।
অপনায়ে করু আঁখে ফুলৰাকে হাঁ।
তবে সে করিবে তুমি দেবে প্রেম দও।
পিএ পুলো ধাতী মেয়ে দেহ অর্পি করো।

কলিঙ্গী চাহী।

(৮) পথিবৃত্ত হী নীচ জাতিতেও জ্ঞান, উহার ও
দর্শন(উলাম আঁকে এক ওদান নিতে ছ।
খুলনার হচ্ছাঁনি নগরের লক্ষপতি পারিকের কন
তাহার রূপের তুলনা নাই। বাল্যকালে সহি সচিত প্লান
করিতেছিলেন, এমত সময়ে একটা পারবত ভীত
তাহার অধিকে পড়িল। খুলনার ঐ পক্ষকে বন্ধ আমে
করিয়া লইয়া যাইতেছেন ইতিমধ্যে উচ্ছাণি নগরের
পতি বৃহৎ দনাই পাওয়া সহ শীতু আমিয়া লাই
কন্দর। এ পারবত আমার, ইটি আমাকে দেওয়া খুলনার
প্রতুক্তির চিহ্নিলেন—পায়রা। এমন তবে আমার শরণ লাই
আমার কর্তব্য প্রেম দিয়া শরণাপরে প্রাণের রক্ষা করা এমন
পায়ারা কলেনই দিব ন। পরে ঐ অবলার সে, নদর্যা 

(৫৭)

দেখি ধনপতি তাহাকে বিবাহ করেন এবং অট্রিয় ফক্স জন্য গোয়াড় দেশে যান। হিঙ্গুনাটা স্বীয় স্পর্শ লহসুনার সত্ত্বেও তাহাকে হিন্দুর একটি রক্ষণ দেন—তাহাকে ওঠার করিয়া অঙ্গ হইতে অলঙ্কার লইয়া খুবে পরাইয়া। ছানা রূপার্থ নিয়ুক্ত হই ও কেবল খুব সিদ্ধ আহার দিয়া অর্জাশনে রাখেন। সাক্ষাত অঙ্গ অচ্ছাদন হইত না তাহাতেই সংযোগ লইয়া আত্মের ও পাত্র মাঝারি পাপলিনী এই খুলনার ছানার দৃষ্টিতে গণন করিতেন। চতুর্দিকে নবী কুমার, শস্য সকলের ভাষ্যায়ও গোমহির মেয়ের অপরিহার্য এবং কাশীতে দুরবশ নব মেয়ে শুভেচ্ছায় পরিত্যাগ নাম। পার্থ এই সকল দশায় শ্রবণ করিয়া হরিঘান যাইতেছেন।

ছানা সকল স্বাগতে আনন্দে একাধিক অগ্রঠ কারণ ও রক্ষক যেন অমূল্য দন হয়। হইলা এখন তোমাকে উচিত—" সরসী দুই বলিয়া একবার ভালিয়া দেখিয়া মানুষে আমখান। ছানা শুধু হইলা, তবে গুলুল লাভ করিতেছেন, অামার! সরসীরে তোমরা কি লুকাইলা পারেন? বসন্তের হাসগনগে—নব পলায় সকলের কিরা শোনায়।কিষ্কিন্ধা কেতিয়া ধাত্যকে জুড়িত শেফালিকার নগর। জব—সহস্রোনা। বর্ণ ও প্রচুর প্রকাশ বিচিত্রতা। পাপের অজয় সীমার অা। সানির ছোড়া। করিয়েছেন—

বায়ূ যেন জীবন উদিপন করিয়া, হল্লানে ফেলিয়া ও দুঃখে কাতর হইয়া। চতুর্দিকে দূব করিয়েছেন ও পাপের সমাধি ক্ষেতবিচ্ছিন্নের নেত্র কম মুলু হইতে নিয়িরিত হইতেছে। জনকের আলো নিকটিতে ছিল কিন্তু পাপিত্বের, পাপ গ্রহণের হিতে উপাদানহীন হইল। এইরূপ ক্রেত্তা কালীমূল বিশেষ পরিবেষতে পথি দিয়া গিয়া যায়। যদিও খুলনায়। যেন কলায় তাড়াতাড়ি হইল। বশতঃ গুহ দাব পুর্বক একাকীনি বনমে তুমি। দিয়াছিলেন তথাপি ভারত মন একান পবিত্র ও চরিত এখন যে সকলেই তুঁহাকে পথিতে বলিয়া জানিত। কিছু
দিন পরে রাজ আরাধ্য ধনপতি সিংহলে পার্থ করেন।
তাহার উদ্দেশ্য না হওয়ায় কুললোকের পূজা শ্রীমন্ত সিংহলে
থায়। গিতাকে উদ্ধৃত করত তাহাকে লইয়া বাটি ওড়ান্তে
করেন। সেপ্যাদার পতি অনুপস্থিত ছিলেন সেপ্যাদার খুলনে
গৃহে মিলরামণা হইয়াছিলেন।

(২) আর এক জন পতিরতায় উপাখান বলি, দেখ।
কিছু অসন্ত্র রেখে কিছু পতিরতার উদাহরণ প্রকাশে কেন
বেহুলা নিচুনি নগরের শারীর বন্ধের করা। চন্দ্র
নগরের চাঁদ বন্ধের প্রতি নথিবদ্ধরের সহিত তঁর
বিবাহ হয়। নথিবদ্ধরকে নাসর ঘরে সরিয়ে দোণে দিয়ে
বেহুলা মৃত পতির দেহ বক্তার মান্দালে রাখা। তাঙ্গির
দেশাইবার যাত্রা যায়। যায় কলীন সকালেই নিমন্ত্রণ করে
ঝাড়া কালীয়া কথা না শুনিয়া হয় পতিকে পুনর্জীবন প্রদান
নরূপ জীবন মানুষ হলে। কেন পতির জীবন উপাধিত মন্ত্র
নন্দনের ডুবে ধূলায় তাহার অনুপম রূপে মোহিত করে
পরিলাভ ও মনলাভার্থ নাম চলমান। করে কিন্তু ঐ দুঃখ
পরিলাভার্থ কোন কথা করে না দিয়া অপর তত্তারাতবাদ
ও পতি গ্রাহ্যের নির্দেশ প্রার্থনা করেন। পরে পতি তাহার
হইলে তাহাকে লইয়া। প্রথমে পতিকর আলোচ্য ছলি
যান অবশেষে স্নাতের উভয়ে পুনর্গত করেন।

(১৫) গৃহকথা—মিথিলের কর্ষ্যব হুত সংখ্যাঃ
পালাবাটী। পালাবাটী যাঁ। তাঁ শুনি লাইঁ
মিথিলের কি কৃষ্ণ কর্ষ্যবা বালকের হুত সংখ্যাঃ।
হরিহর। এই প্রথমে তাঁ। যুদ্ধ অনুমোদিত কুটীর
এখানে সম্পূর্ণ নয়। মহানন্দের দোহে দেখেন
ন ব্যায়ান ভাষোং কুঞ্জ মাত্র পালয়ে সদৃ
নভাঙ্গু। কেন কুটীর যদি সাধারণ পতিরতা।
বংশীয়ের মহেশীনি কুটী। তাঁ। পতিরতা।
সংখ্য। বর্ষী সেনের ভবনি গ্রিয় এ বস।
(৫৯)

(শহীদ)

প্রথমে কথাগুলি তাহাকে করিবে না এবং মাতার নায়ক সহায়তা প্রার্থনা করা উচিত এবং সাধ্য ও পরিপূর্ণ হইলে ঘোর ও তারা করা কর্তব্য নহে। তো সহায়ী তাহার বুঝিতে রথে তাহার কর্তৃক সকল ধর্ম কর্ম ফল এবং তিনি তাঁহার নিকটে প্রিয় হয়েন।

(শহীদ) যাহা তৰ্য্যক রাজকে বিলায়তে ছিলেন তাহাও শুন।

(প্রথম সর্বশেষ রাজা) সবাই শাসনে লেখে।

(তাঁহার সম) নাকু রাজা নাহি কোন লোকে।

(পরম সহায়) সব পরিপূর্ণ নারী।

(তাহার) সহায় রাজা। সর্ব কর্ম কারী।

(শহীদ) বিনা গৃহ শুন। অরুণোদ প্রায়।

বনে তার্যা সঙ্গে থাকে গৃহস্থ বলার।

(আদিপর্ক)

বীপাণ শ্রীকে সুখি করিবেন। একান্তে জিধীসা পদ বিধি কি রূপ হইতে পারে? ইহার উঠবে—শ্রী

(নাগুলি ও ধর্ম পবায়ণ হইলে স্রীর বেদান বিশেষ হয় এমন 

(বল্লাল ও ধন প্রদানে হয় না।) বেদান ত্রীর কর্তব্য যে 

(সর্বপ্রাচ) রক্ষণ রক্ষণ করে—সেইমূল স্থানিতের এই 

(পর মাতৃবং পরদারের) পরের দারাকে মায়ের নায় 

(তাহার না)।

বনের শ্রী হন তিনি পরের শ্রী পন্থা সংযুক্ত হইলেও 

(নেতৃত্বে ও অভিলাষ করিবেন না)।

(রামচন্দ্র) বংশের পর বিভীষণ রামচন্দ্রকে কৃষ্ণ দেখিয়া 

(পাহিলেন—হে রামুনন্দ! আপনি অনেক দিন অনাহার 

(রূপ—আপনাকে অনেক ক্রেতা হইয়াছে কিছু কল 

(কর্তৃক অবস্থান করিয়া প্রাপ্তি দীর করিন। দাগীগণ কর্তৃক 

(পুষ্পচন্দ্র দ্বারা আপনি কোন তত্ত্বে নিঃশেষ করোক এবং 

(ষোপুত্তী কন্যার) অপনার সেবাতে নিয়ুক্ত হউক। রামচন্দ্র 

(করন।)

লোকে বলে বিভীষণ তুমি ধর্ম ময়।

(পরনারী) চোর তুমি সন সন লয়।

পর পায়ী নাহি দেখি নয়নের কোণে।
সমস্ত স্থান দূরে বায় না। চাই নয়নে।
কেটি কেন্দ্র দেব কন্তী এক ধ্বংস করিঃ।
সীতা তুলা ত্রি কেহ না হয় সূনির্দী।

নেপালিয়ন বোনাপার্ট ফরাস দেশের রাজা ৮
সেই সময়ে মাদাম ডাস্টাল নামে এক পরম। সূনির্দী।
পূর্ণ। নারী ভীমার রাজ্যে থাকিয়েন। তিনি আ
সৌন্দর্যে মন্যজীবন হইয়। একদা রাজার নিকট আ
জিনিসান করিলেন বলেন। অপন বাজা পরিলে এ
রূপে কে রাজা উত্তর করিলেন আমার চক্ষে আমার
প্রিয় পরম সূনির্দী।

যে রূপ সাদী ত্রী অপন স্থান তিন অনু। পুরুষকে ক
দেখে না, সেই রূপ সঙ্গ স্থানেও আপন ত্রী ধারিয়েকে
ত্রীকে সূনির্দী দেখে না।

পালাবন্ধ। ধর্মীয় স্মারিত হইলে ত্রী গোমন ঘুরে
এক স্থল অলসকালে হয় না এটি সত্য রেখে কিনা
গলায়ে ও বড় অনুভব।

হারচর। অন্তিম স্থা ভীমার এক স্থীত বালি
চুই প্রত্যতে কখনই নাই হইতে পারে না। পুরুষের এক
আর চুই মন নাহি— নেন ভালোভাবে হইলে গোলায়ন ও
বসা হওন অপার। মিতাক্ষর বলেন অনুসারে দিতের
এখা স্মৃতিকৃত হইতে পারে না। যদি প্রথম ত্রী ত্রী
রূপ, বাধিত, ধর্ষ, বঙ্কা, অপ্রিয়বাদিনী অথবা কেন্দ্র ক
প্রসব করেন—এইরূপ কয়েক অবস্থাতেই ভীমার অনুভব
বিভীত ত্রী এহদীয় হইতে পারে, কিন্তু অপন বড় শে
কুলধর্ম আদান মৃতি একেবারে কালাচরি দিয়াছে।
যাহা হইত, যূল কথা যথার্থ পল্লীরস্মাকুলারে এক
চুই প্রত্যতে কখনই হইতে পারে না। অতএব বলেন যে
ত্রীর কেন্দ্র শাসন তিনি অসমর্থ কথা সত্যের ক অনুর্বচন চেষ্টা করেন।

পদ্মাবতী। তোমার কথাতুর্ঢা শুনে আমার বুদ্ধি
হল—এত নিদ্রের পর জান্নাম যে তুমি আর বিনাশ করার।
( ৬১ )


dোকথা—মাদাকলিগের পূর্ব অবস্থা।  

১৩ সংখ্যা।

পুরাতত্ত্ব। পূর্বে মাদাকলিগের অবস্থা কি রূপ ছিল ?  
পরিহর। পুষ্প ও কারা পৃথক পাঠে বোধ হইতেছে  
কল্যাণের পূর্বকালে লেখা পড়া শিখিতেন কুমারের সাহায  
যে কল্যাণী নাটকের প্রথম পাপা থাকিতে নয়। সুধীরে  
কথায় পড়া লিখিতেন: কুকিনী শ্রীমান কে যে  
জীবন ছিলেন তাহার বিশেষ বিষয় শ্রদ্ধা প্রদান কর 
ভাষাকালের কথার বিপরীত পাঠকারিত ও 
কল্যাণের এই ছুঁটি প্রথম লেখেন। শংস্রলাদের সহিত 
শ্রীব্রহ্মবৃক্ষের শ্রী লীলাবর্তী  
মানস হইয়াছিলেন: তৈলঙ্কের দেশীয় ভুগবান 
ও লুককের চারি দিকে ছিল। তাহার বিন্ধ 
বিশ গ্রুপ লিখিতেছেন। কল্যাণের ও কর্ণ তাঁ  
লীলাবর্তী যাহারা হেমা গৌরী, বাসুদেব ও 
বিজ্ঞানবর্তী বিন্ধুর অধিমুখী ধনিত, পরিকল্পন 
আত্ম শ্রীলোকের যে পূর্বকালে বিদা শিখক 
তাহার সনদে নাই। বিশেষভাবে মহানর্মাণ হয়  
নামযোগে পালনীর। শিখনীয় তু স্বজন। 

পাকে পুনর্বব পালন ও পূর্বপূর্ব শিখন না করা  
ন।

অঙ্গ পছন্দে বিবাহ দেওয়ার প্রথা, রহিয়াছে হইতে বড়  
বাণ্ডবুদ্ধি হয় ত পূর্বে রাজকুমারিগুলো যে এলা বিবাহ  
কল্যাণের পথে থাকিতে তাহারা আপন সেক্ষেত্রে 
করিতেন। পাথা নামে অপারা অনান্য লোক দারা 
লোকের আহ্মান হইলে বিবাহের নিবিড় প্রাপ্ত কায়কে  
পরিচয় দিত, কন্যা সকল কথা করেন শুনিয়া ও আপন চক্ষে  
তাহার প্রতি মনঃ হইত তাহার গলায় বলমালা দিতেন।
এই রূপে কৃষ্ণী দমোত্তী ইন্দুমতী ও ভানুমতী গ্রহণ করিয়া হইয়াছিল। কোঙাদিগের মধ্যে কাঠে এই পণ হইতে যে নিশ্চিত করিয়া পরিবেশন করিলে পাইবে। শ্রীরাম ধান্তুক তন্ত কিছু সীতাকে পূৰ্ব্বে অক্ষুণ্ণ লঞ্চালেন করিয়া দৌপ্যবাক্যকে লাভ করেন। কোঙাদিগের মধ্যে আর এক পণ ছিল যে কন্তার যাত্রার প্রতি ন হইতে ভাঙাই আই করিয়া তাহাকে বিবাহ করিতেন এবং সেই বাক্যকে নিজের করিলে ঐ বিবাহ অসিদ্ধ হইত না। কাশী রাজার কন্যাকে ভীষ্ম মন্ত্রান্ত রায় যা সন্ধ্যা করিয়া করিয়া লইয়া গান। লজ্জা কন্তার আসা স্থানায় তাহদের আঁশ শুলু রায় করাকে মনে বরণ করিয়াছিল আনন্দ বিবাহ করিতে পারিলে তৎকালে ভীষ্ম ভাঙাৎকে বিদ্যায় করেন। শিশুপালের মহিত কুল্লিনীর বিহার স্থান হইত যতই কিছু কুল্লিনীর মং কুমারের প্রতি ছিল এই জন্মের তার ভাঙাৎকে হরণ করেন। বলরামের বসন্ত ভাঙাৎকে চুদা ধনকে গিরিয়া, কুমারের ইঙ্গ তাঙ্গাকে অক্ষুণ্ণ বিবাহ ক এবং তাহার মং অক্ষুণ্ণের প্রতি ছিল একান্ত অক্ষুণ্ণের তাঙ্গাকে হরণ করেন এবং হরণ কালামে অক্ষুণ্ণ নগরে মুখি সজীত সুগত করিতে হবো ও ভাঙাৎ স্বর্গ সংসারের কর্ম করিয়া।
কোঙাদিগের পাঙ্গল মং চন্দ্র তাঙ্গালের এবং দিনাঞ্জা তাঙ্গার মহাকুল ক্ষুরা মনের কাদিহী কর্তৃক করিয়া। একবে কুল্লিনীর লো পাণ্ড পদ্ম পাঙ্গল পাঙ্গে এ প্রকার প্রথা নিন্দনীয় ও নিষিদ্ধ ছিল। মতাত্ম অধ্যায়ে লেখেন শ্রীরাম ও কন্তার দানকালে পন্থ পাও লো পাঙ্গল পাঙ্গে।

মহালেখাধর ভাঙাৎ লেখেন "দেয়া ব্যবহার বিচ্ছিন্ন অর্থ পাণ্ড পাণ্ড কন্তার দান করিবেক! নিজের পাষাণ ভাঙাৎ এ পায় উৎকৃষ্ট প্রস্তুত প্রকার কন্তার দান দিবেক ও অপ্রসঙ্গাদিমান অপেক্ষা কন্তাকে চিরকাল পৃথ্বী রাখা শোন।
কুল্লিনীদের জন্ম শীতল ও বিবাহ বিশেষ পুরুষে যে 

( ৬৩ )


dিল তাহা সংক্ষেপে লিখিত হইল। একেকে চিহ্নিত
 Rape পায়ের পূর্বে ত্রীৰোকের। কি অনুপ্রেরণা কর্দা থাকিত?

কেন সকল লোকের কি এই সংস্কার ছিল যে ত্রীৰোকেকে রুদ্ধ পাথিয়া তাহাদিগের ধর্ম রুদ্ধ হইতে পারে নে। মন্দ্বি

থায়ে বলেন,

তুফকিব দৃঢ় রুদ্ধ প্রকৃতৈ রাপুকারিভিঃ

অন্যজন মায়েন। যাহু রুদ্ধ স্বস্তিকিভিৎ

ত্রীৰোকে। অন্যে পুরুষদের কর্তৃক গৃহে রুদ্ধ হইলেও

ত না। যাহারা আপনাইহইতে আপনাকে রাখা করে

যাই তুফকিব। 

এই অপদ্ধারে। ৪৮ প্রকৃতি পায়ে দোর হয় যে পূর্বে ত্রী

ৰোকে নাম্বারাণি। পূর্বতে পায়ে গধন করিত। অন্যজন এই

বেগ ভাষায় কহিতেছে যে ত্রীৰোকে। উৎসব অথবা

নামণ সমব্ব অন্যপূর্ব হইতে সাহিত্য আসিত ৮ বেলা

তুল এস যুক্তি ও তীর্থ যান সঙ্গ গধন বজ্রিত এবং

বিচার অপার বক্কিয় অন্যপূর্ব হইতে পারিত।

থায়ে দৃঢ় হইতে সৃষ্টির সাথি সঙ্গ ধরারুদ্ধ, হইত। পিভার

তা তাহার কহিতেন। সুভাষ্ট হইত হইত। হাসিতের

জনকে পারিত দেন।

এই রুদ্ধ সত্বভাব। রুক্ষিণীর সঙ্গে।

অনিতেন তুল পুর ইচ্ছা হইত রুদ্ধে।

এবং মোহের সত্বভাব। সঙ্গ কহি হার।

নারায় হইত। আর চলাইব হই।

আচরণে।

লক্ষ রক্ষা নারীর। এই প্রকার সমাল করিতেন তখন এ

অবশ্যই চিহ্নিত ছিল। বিশেষ সময়ে প্রকৃষ্টা হানে।

বৌধার নিকটে বসিতেন, আর বাজকৃতৰ নাথার্কলে

মূর্তার রাজাভিষিক্ত হইতেন। পঞ্চ প্রায় তুলনের রুদ্ধ ছিল।

ধুলো রুদ্ধ তাহাদের দৌড়াই জন্য এখনকার অভাব।

পুর রুদ্ধ হইয়ান।
অপর পূর্বকালে স্ত্রীলোকদের বিলক্ষণ সমান ছিল।
লোকের সত্ত্ব চরণ অথবা প্রাণ হইলে প্রাণ দঘু হয় তার যদি কেহ কোন কৃষার্থীর কৃষার্থীকের প্রতি দোষ, করিত তবে তাহারও দঘু হইত। শাস্ত্রে পরম্পরাগত “ধি-
ভীষণ” বলিয়া সমাচর করিয়া বহি আচ্ছাদন করিলে সমাজের ওজস্বী সাহসী রূপে প্রচলিত ছিল করণে আদায়পত্র চালিত অচ্ছে এবং অভাবনী ও প্রতিষ্ঠাচারে স্ত্রী
কের মানুষের অর্থে কোন সংশ্লেষ ছিল না, তাহার স্ত্রীলোক।
রক্ষণ শুধু ব্যক্তি অথবা প্রাণ দান করলে প্রশংসনীয় হইলে এ এবং ইংরাজিভাষের সাহসের সম্মান। তাহারা রূপ
গণকে এমন সমাচারের করেন যে আত্মনাথ মতে অপর নি
ত্বের গোসাই হয়ন। এবং রূপ ব্যাপার না করে ভজ সমাজের হয় বলিয়া গণ হয়।
যে দেশে স্ত্রীলোক মানে যে দেশে সমাজের উত্থান ইং
যে দেশে স্ত্রীলোক অন্যান্য ও মানুষের নাম গণ যে দেশে
লোকের মান। ও ধর্মীয় হইতে পারে না। স্ত্রীলোক শুধুর ও সমাদরে ইল্লিয়া পুরুষের চিত্রের কথাও কথা হয়—এমন স্ত্রীলোকের নিজের প্রশংসা এবং জন্য পুরুষের সম
বহুরান ও মান কর্ম্ম করলে সর্বনা ভীত হন। তাহার মান
ত্ব হয় যে এর কর্ম করিলে পরিবারের নিকটে কেননা করিয়ে
দেখাইয়া এবং এই রূপ মনের ভাব সর্বদাই হয়ত স্থান
হওয়ার অভাব হইয়া পড়ে। শুধুর স্ত্রীর পুরুষের
প্রকৃতি শাসন ও উপদেশের এজন্য শুধুই। স্ত্রীলোক পুরুষের
গুরুত্ব রূপে হইতে পারে না। যে গৃহে শুধুরলী
ও ধর্মীয় পরিস্থিতি নামের থাকে যে গৃহে সমাজ সৃষ্টি করে বলি
কি মনে করি কি মনে করি যে শিক্ষা পায় পায়।

(১৭) জাপানদেশের স্ত্রী লোক।
লোক।
জাপানদেশ চীনদেশের নিকট স্থান। র্তাদের কে
কেরা পূর্ব ও কলাভকে সন্নাত রূপে শেষ দেয়। যে পাঠাহার
তাহার। তখন প্রোত্তার হয় তখন লিখন পাঠ।
বষ্ণন চৈতন্যের পুরুষদের শিক্ষা করে। যাহারা সঞ্জীবিনী করিয়া প্রত্যেক লোকের মন অন্তর্গত হয়, তাহারাই তাহাদিগের দুঃখের ধূমকেতু। প্রথমে প্রাপ্ত শিক্ষা পাইয়া অঞ্চল বিদ্যালয়ে গমন করে ও গৃহীত শিষ্টাচার, এবং বাক্তি শিখিয়া গমন করে। তজ্জন্য জোড়া, জোড়া শিখিয়া। গৃহস্থি নির্দোষ বিদ্যা। এবং তাতে সকল শিক্ষা করিয়া থাকে।

স্কুলকেরা বালকদিগকে নীতি ও ধর্ম বিষয়ে যত্নপূর্বক উপদেশ দিতে পারে। কিন্তু ঐ স্কুলের তত্ত্বে অনেকে শিক্ষাগুরুর চিরকালে স্নাতক হয়, যদি তাহারা ঐ স্কুলের শিক্ষাগুরুর নায় এবং উচ্চতার কন্ঠে প্রতিজ্ঞা দেয়। পরশুরামের মাহাত্ম্য স্বাধীনতার প্রাপ্তি প্রাপ্ত। পার্থনায়কের শিক্ষা প্রস্তুত করা চাইলে তাহারা অশ্রু হয়।

ডর নে পরমেশ্বরের প্রতি দুঃখ লাভ হইলে ঐ মূল ভালোরা সকলকে উৎসাহিত করেন না। জাপানের বিদ্যালয়ের এক প্রেমিক দত্ত কিন্তু সকলেই ঐ শিক্ষার প্রতি অস্বাভাবিক আকৃষ্টি। এই মাত্র জাপানের শিক্ষার চক্র বদল হইতে পারে না। যেমন সন্দর্ভ যথাযথ। শিক্ষার দৃষ্টিতে সদালাপ করে তখন এই শিক্ষার সল্লান্তিগত শিক্ষা গঠন করে অনেকের আমোদ করে না। যুদ্ধের বাক্তি না। ঐ কারে কান্না, পাথা, এবং পানী ও চক্র শিল্পী পাঙ্কুফট, ছোটো ছোটো চুল মাঠার দুই ইংরেজি পানীর দেয় শুন আলোকের শিল্পীগণ পরস্পরের উৎসাহ প্রদর্শন হয়।

জাপানের শিক্ষার চক্রের যেমন মূলদিকের তেমনি সন্দর্ভ হইবে যে যা সমস্ত প্রশ্নের অন্তর্গত শিক্ষার চক্র আরো তাকে প্রদর্শন করে। যা নিকটে রাখিয়া পার্থক্য এবং যাহার স্থান নাই যে অন্য তৃতীয়ের বিষয়ার কথা কিছু আসা করেন। শিক্ষার বখুল সমস্ত সঙ্গী, চুন্নীর সঙ্গী এবং স্থানের সঙ্গী অতএব যে বিষয়ে পরামর্শ দিতে
সম্মত, সেটি বিবেচনা করা যেতে পারে কেন না বিবেচনা? একটি জাপানিদেরের লোকদের সহায়তা সংপূর্ণ হয় নাই।

যাহারউক জাপানিদেরের তীলোকের মধ্যে অনেক উত্তম ইতিহাস, কীভাবে ও কল্যাণ পরিষ্কারকে করলে তারা সমকালীন বিদ্যার অগ্রাধিকার কর্মের ভাঙ্গন করিয়া জীবনে।

জাপানিদেরের একজন স্ত্রীলোক সতীতে বিবাহ করিয়াছিল যাহার বিবরণ নিম্নে লিখিত হইতেছে এক জন তার বাচি বিদেশে গমন করিলে কেন? সম্ভবতঃ প্রক্রিয়ার বাচি তাহার পতঙ্গে নয় করিলে অন্য নামের প্রতা করিয়া করে কিন্তু কৃত্তিকার্য হইতে না পারা আবশ্যে হুমকিতে ইটি সংষ্করণ করি। সেই স্ত্রীর সংজ্ঞানবাচি প্রভাবণ করিয়া তাহার মুখে মূর্ত দেখিয়া বলিলেন এমন তোমার বন্ধনে ভাবে প্রকাশ পাইবে। তোমার বন্ধনে ভাবে প্রকাশ পাইতেছে। চড় হস্তান্তর আছে—ইত্যাদি কিছু পরিধির নামে। অন্যান্য কথাই নয়, কল্যাণ কত দূরে ও এখান। লোককে নিয়ন্ত্রণ করিবে এককালে আমরা বলিলে পরিধির স্থান বাচি করিব। পরমিন নিয়ন্ত্রিত বাচিরা উপস্থিত করিতে হাতের উপকর বলিলেন। নিয়ন্ত্রিত বাচিরিতের মাসের কার্য বাচিতে সুপন্ন প্রক্রিয়াশীল বাচিতেও উপস্থিত ছিল। আমরা সমাজে হইলে এই অর্থ উপাধি পুরুষক বিদেশে—নাথি। এক স্থানের এক নাসি পিতা দুরারায় হুম ও এভাবে করিয়া আমার কথায় বলিতে করিয়া একা দেহ অমরের,-আমি তোমার সহায়তার মোগা না কি আমার জীবনে আর মুখ নাই। মন অর্থ জ্ঞাতন অদ্যায়ে তাপে ভাবিতে হইতেছে—নিচন না হইলে নিস্তৃতি হইতে এল—একুশন অমাকে সংহার কর। স্বামী ও অমারা নিয়ন্ত্র বাচিরা বলিলে ভাব। একটি কথার হও। তোমার এখে অপবিত্র হইতেছে বস্ত কিছু মন অপবিত্র হয় নাই। এতে দূর্লভ করিয়াছে তাহারই প্রাণ দেও কর। করিবে। পরে সকলকে নমস্কার করিয়া স্বামির গলা ধরিয়া বোধন করিতে
১৮১ সৎস্ত্রীকে আমি কখন ভুলিতে পারে না।

আমার পিতা সৌদাগরির কষ্ট করিতেন। এমন ভাল হানে ভন্ধ করিয়াই হইত, ভাইকে সঙ্গে সর্দী থাকিয়া এই ভন্ধ আমাকে বড় ভাল লাগিত। যেরূপ বাস্তবের কেবল ভন্ধ ও ফালচ গালি গরায় দেয়নকে বোধ হইত।

তার লোকালির পাপে হইলে আমি নাম। দেশ ভন্ধ নাম লাগিলাম--নাম। দেশ ভন্ধ করাত নাম। প্রাক্তঃ বুঝিতে পাইলাম। নাম। প্রাক্তঃ ভন্ধ বন্ধ নাম। প্রাক্তঃ রিস্যাট বিবেচনায় হইতে লাগিল।

প্রাক্তঃ অনেক ভান পণ্ডিত করিয়া বারিকীতে মিথ হইলাম। ভাইয়া কিছুদিন অবশ্যই করিতে হইয়া ভাইকে কলেবরদের গলিক এক ভাইতে থাকিয়া নদন চৌকালে চৌষ্টথী যোগিনির মাটের একট বেদায় না ঘাস। ঐ মাটের উপরে একজন পরল হংস শাস্ত্র

করিতেন, অনা এক বাণি ভাইকে নিকট বদিয়া কোথয়া পাইলাম। দিয়া অনেক হইলে পরল হংস নাম কোথায় উদযোগ করিলে ঐ অক্টোর তোলজাকে দর্শন দান করিয়া পাইলাম ও পরিষ্কর্তে এক

বাবর নিকট ভাইরে করিতেন। ঐ বাবরে কোথেকে দেখিয়া ভাইরে সহিত আঞ্চল করিয়া আমার ভাইবার ভাল নাম একঋণ মাকে দিয়া দিয়া নামকে জানিয়া দিয়া থাকিতেন। এক দিনের ভাইরে প্রশ্ন গমন করিয়া নিরাধার ভাইরে বার্তা উপস্থিত হইলাম। তিনি আমাকে
দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—আপনি কে? আমি আপন পরিচিতি করিয়া বলিলাম আপনকার সহিত আলাপ করিতে আমার ইচ্ছা হইয়াছে, এনিমন্দা এপারান্না আপিলাম। তিনি আমার হাত ধরিয়া বসাইয়া রহিতে সমাদর করিলেন। তাহার পায়ে নানা বিষয় সংক্রান্ত কথাবার্তা। হইল, তাহার কথ্যায় আমার বোধ হইতে লাগিল যে আমার সহিত আলাপে তাহার হৃদয় জ্যোতিতেছে। এই অবকাশে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম মহাশয়ে, পূর্বে বুঝিতাম কি? আপনি সর্বনা অন্যান্য রকমের কথা আমি এই প্রকার করিয়াই তিনি বিশ্বাস চাহিয়া। কেন আপন বস্ত্র দিয়া নয়নের জল মুছিয়া আপিলেন; দেখিয়া আমি মুখ হইলাম। কিছু কাল পরে তিনি এক বামালিয়া বলিলেন—মহাশয়! পরিবার কি দিন? আমার নাম কুফকিশোরের দেব—আমি অতি ছুটি—বেঁচে কাল আমার মন দুঃখী নর সংসারে দিনির্দীপ নাই। আমাগার বাসস্থান কুফকিশোরের বিশ বৎসর বয়সের সময় চিন্তার কাল হয়—নিয়ম আশ্রম অনেক ছিল কিন্তু আমার স্বধৃতি সম্বন্ধে প্রথমে কথা মনে লাগিয়া তাহার হইলাম। আমার পিতা এক পরিশ্রমে বিয়া অনেক করিয়াছিলেন; তিনি সামাজিক বিষয় সকল তাঁহার মূল্যিত্য ও সর্ব বিষয়ের সুনির্ণ ছিলেন আমার বিবাহের সময় অনেক তাঁহার জায়গা। বামালিয়া আমি ছিল কিন্তু তিনি অনেক বিচিত্র করিয়া একজন মহাশয় তাঁহার কথার বন্ধ আমার দিনাপন দেন। আমার অন্য জনের মনে করাহীন, তাহার বলাই তাঁহার লাগে সহসা ছলে দুঃখানুভাব। মেয়ে আমি যাহারাছি—বীর্য কিছু কাল বেঁচে থাকে তবে এ কর্মের কেমন হইল তাহ। দেখিয়া বলিলে কি—পিতার কথা প্রথমে আমার বড় তালালাগে না। কিন্তু সেটি ছেলেরাঙ্গা—ছেলেকালের ধৰ্ম্ম এই যে সকল কথা ধর্মখাতে হইবে—বদিদ বিবাহ হয় তে। খুর বড় মানস্যের দেহ।
গণে—শশুর শাপ্তী খুব দেরে গোবে—তত্ত্ব বাহাস ধরা পাঁচনে ও আনাই লয়ে সর্বদা সাদা অন্ত্ব করিবে। পবনু তাকুল পরে আপন দীর্ঘ কথা বাসিন্ধ জ্ঞান্য ও রীতি হয়ে দেখিয়া মনে পিতাকে অনেক প্রশ্নরূপে চার্লে। পিতঃ মাতার লোকায় এরূপ হইলে ঢো নির্দীপ্ত সঠিক গুরুত্ব সকল এখন সচরাচর রূপ করিয়া নিলেন যে বর্ণনা করিতে পারিন। সমস্তত্ত্ব সর্ব পরিহার রূপে করিতে বিচার ও বস্তু কথন অপরিশৃঙ্খ হইত দ্বারা সরাসরি খুনের শৃঙ্খলালোকে থাকিতে গিয়া কোন অপ্রস্তুত হইত না। অতএব চাই আপনি প্রেরণ—কথনে যে সেকে প্রেরণ হইত আপনি পাইবেন না। জ্ঞান ইতিহাস হইত না। দেব মৃৎস্বাধীন হইত না ও কিংবদন্তি অকারণে জ্ঞান। দর্শন করা কোন প্রকার হইত না অথচ পরিবারের একে গৃহস্থ প্রস্তুত গ্রুপ ভোজন হইত। রামার আপন হইতে করিতেন, পত্নী মাতে পদে ঠোঁকুরি কিছু কোন দুর্গত হয়ে গিয়া ভিতরের আশ্বাস দিতেন সকল কিছুর করার সময় করিয়া দিতেন, গরব ও ঘোড়ার স্বাক্ষ প্রতি কিন আপন চেবে দেখিয়া দিতেন। আমার এইলে বিঘ্ন অঞ্চল বাহিকী হইলেন তাহার সর্বশেষ এই জন্মত, আপনি যে এই বিজয় অঞ্চল পাইয়া বাসু উচ্চারিত হই। দেখিয় ভঙ্গনে শান্ত ভাবে মোহ দেরে হই এক কথা এমন করিয়া কহিতেন যে তাহা নিদঃ আমার সামাল চট্টা হইত।

বলিয়া আমার হই পৃষ্ঠ ও এক কথা করিল। সম্প্রদায়ের যে প্রকার লালন পালন ও শিক্ষা হইতে বাঙ্গালি তাহার কল্যাণ ও তীব্র শব্দে হই এক কথা দিয়া। একলামদিগের মনোযোগের পাঠিয়া দিতেন। আমার হীন প্রতি দিন প্রত্যাহার হই এক কথা দিয়া ছাড়া পালিয়া নদীতের পাঠিয়া দিতেন। হাওয়া। হাতায় ও খেলা করিয়া আমারা ঘরের গাইডক ও রুদ্ধ হইত। তিনি তিনটি ছেলেকে সর্বদা। আপনার
দিতেন না, কারণ চাকুর দাসীতে ছেলে পাল্লেকে 
দেখাইয়া অথবা কৃষণ শিখাইয়া প্রায় না করে। তাঁর তোজের পর ছেলেদের লিখায়া মিষ্ট বাকু খেয়ে 
কৃষকের দারা নানা প্রকারে সং উপদেশ দিতেন, শিশুদের 
জননীর এইরূপ শিক্ষাতে কাহাকে আদেশ বলে তাহার না 
জানিত না। তাহারা খেলায় হুলা করিত ও গুরুমহাশাস্ত 
কাদে লেখা পড়াশোনা শিখিত কিন্তু খেলায় হুলা ও লেখায় 
অপেক্ষা মায়ের কাছে খোজিত অধিক ভাল থাকিত। মা 
সং উপদেশে কখনই পরিপূর্ণ গালাগালি অথবা কলিহ কর 
ন।-পরিপূর্ণ এমনি ভাল অনুসারিত যে একটি কৌন সামান 
জিনিস পাঠালে আমি চূটিকে না দিয়া খাইত না ও এদের 
কৌন অন্যকে আমরা চূটি আন। গোলা করিয়া ও 
ভাবিয়া ও দেরা করিয়া সারা হইত। তাহাদিগের মা 
কেহই এমত বলিত না যে অমূলক জিনিসটি কিছু খেলায় 
কোন আনাকে দাও। এক জন কৌন বিষয়ে বিচিত্র হই 
হন বড় অর্থহীন হইত। ছেলে বয়স পর্যন্ত এইরূপ 
ভাবায় হইল ক্রমে পরীক্ষাকর্তা সহজলভ হইয়া কিছু এই প্রাপ 
রে নীতি দেওয়া সং মাতা বালিদী অন্য কা হইতেও হয়।

অপর আমার দীর্ঘ দাস দাসী গাছাতে ভাল থাকে সর্ব এমত এমত করিতেন, তাহাদিগের বাধ্য হইলে সা 
বসিয়া পথে দিতেন ও পাড়ার পরিব কুঠিকু লোকের 
সাহায্যের সহিততে উচ্চ ও কহিতেন না, যদিও হেন কিছু পরিবারের বিবাদ করিতে আসিয়া 
তাহাতে কিছু উত্তর করিতেন না। কিছুকাল পর সে 
ফার দিয়া তাহাকে শান করিতেন। তিনি সর্বদা নমুনা 
চলিতেন—অক্ষর কাহাকে বলে তাহার জানিতেন না।

আমার কিছু বিষয় থাকাতে কিছু পাল্লেকে অনেক পার্শ্ব 
জুটিয়াছিল, তাহাদের কুৰুকে পড়িয়া। আমার পেয়। 
উপস্থিত হইল। সরাসরি যে প্রকার মহৎ ও দোষ করে 
তাহা আমার সম্পূর্ণ হইল। আমি বিষয়ে আশয় ও পা 
বারকে একেবারে জলাঙ্গী দিয়া। ইস্রাইল স্বর্গ উপম 
হইলাম।


dাপদ দেখিয়া আমার শ্রী প্রফুল্লিন সন্ধারী প্রফুল্লিন সন্ধারী প্রফুল্লিন সন্ধারী প্রফুল্লিন সন্ধারী প্রফুল্লিন সন্ধারী প্রফুল্লিন সন্ধারী প্রফুল্লিন সন্ধারী প্রফুল্লিন সন্ধারী প্রফুল্লিন সন্ধারী প্রফুল্লিন সন্ধারী প্রফুল্লিন সন্ধারী প্রফুল্লিন সন্ধারী প্রফুল্লিন সন্ধারী প্রফুল্লিন সন্ধারী প্রফুল্লিন সন্ধারী প্রফুল্লিন সন্ধারী প্রফুল্লিন সন্ধারী প্রফুল্লিন সন্ধারী প্রফুল্লিন সন্ধারী প্রফুল্লিন সন্ধারী প্রফুল্লিন সন্ধারী প্রফুল্লিন সন্ধারী প্রফুল্লিন সন্ধারী প্রফুল্লিন সন্ধারী প্রফুল্লিন সন্ধারী প্রফুল্লিন সন্ধারী প্রফুল্লিন সন্ধারী প্রফুল্লিন সন্ধারী প্রফুল্লিন সন্ধারী প্রফুল্লিন সন্ধারী প্রফুল্লিন সন্ধারী প্রফুল্লিন সন্ধারী প্রফুল্লিন সন্ধারী প্রফুল্লিন 


dো কেশলে একটিই নীতি বিস্তার মনোরম গায়ে গন্ধ করিতেন। 

dো হাতিতে ডান গল্প শুনিতে আমি মুখ্য ডান বালিকায়। 

dো গল্প শুনিতে অনেক রাত হইত তাহাতে পারিয়ে- 

"আমাকে না দেখিয়ে পাওয়া বাটী তোরা দিয়েন। কিছু 

এইরূপ করিতে সন্ধা পাও ইত্যাদির উপর একোমার 

র ইচ্ছা যুচিতা গেল। তখন আমার চৈতন্য হইলে 

লগিত কি বুক ফাঁকায় হইলাম! আমি একদিকে 

বুক হয় বিস্তারি কিন্তু তীরা তাহ। কিছু হত্যা না। করিয়া 

আমার কি দীর্ঘ থেকে মুক্ত করিলেন। 

বকাশ পাইলেও আমার সাধ্য শিল্প কর্ম করিতেন এবং 

কাষ্ঠো শিখাইতেন। এক দিন স্থিতিযুক্ত করিলাম— তুমি 

সূচি লইয়া এত ক্রম কেন করলে?—এসে আমি অনন্তর 

দেখি কি বাতাসে গেলে না? তিনি আমাকে বিরক্ত দেখিয়া 

খুশি রাখিয়া বলিলেন শিল্প কর্মের শিখায়ে অনেক উপ 

আচ্ছা। ইত্যাদি মনে মনে করে ও ঠাঁঝে মেজাজ হয় 

খুব ভয়। পাইলে কর্মে কাজ করে। 

কথুর কাল পরে পত্রী এক দিন বলিলেন= দেখ হেলে 

রেখা গড়া এক দক্ষ হইতে হইলে কিন্তু মেয়ের একটি 

শিক্ষক হইলে উত্তম হয়। আমি তাহাকে কিছু 

ইচ্ছায় কিন্তু শিখার অনেক কৃপ আছে। এই 

শুনিয়া। আমি পরিহার করিয়া বলিলেন মেয়ের শিক্ষা 

পার জন্য জানি নাই করার আপনার কথা আছে। এই 

রেখা। আমি পরিহার করিয়া বলিলেন মেয়ের শিক্ষা 

আজ কাল পরের ঘরে যাবে, কিন্তু খুদে করিয়া মেয়েকে 

কিন্তু লাত হইবে? আমার এই কথাতে পত্রী সমাচার 

করিবার আরিলে। তাহাকে ঐ উপলেশ আমি 

বলিলেন= তুমি কি বিরক্ত হইলে? তিনি উত্তর 

বলিলেন= না বিরক্ত হই নাই আমি উপরে কি কথা 

তো বিরক্ত হইতে পারে? কিন্তু এই বিষয়ের ভোমাকে কি 

‘কারে সুখাইব তাহাই ভাবিতেছি।’ আমার একটি কথা।
ধুন দেখি। বাপের কথাই এটা যে ছিলে সেটা উড়খন্ড সং উপদেশ নিবে। যদি কনার উপদেশ না হয় তবে তা সংসারে কোন কথার যোগ্য হইতে পারেন? না হইলে তাই করিয়া জানি তারে পারেন—না সত্যনাথদির লালন পাপকটি করিতে পারেন—না স্বামী ও পরিবারস্থ অন্যান্যকে করিতে শুরু হয়েন—। তাহার থেকের প্রতি দৃষ্টি বিশ্বাস হইল এই বিষয়ে আমার বোধ শোধ পূর্বে তেমনি মত ছিল না আমার উপদেশ জন্য বার। বার করিতে কষ্ট করেন না আমার ভাষ্য করে এক জন ইংরাজি বিবি আমাকে পড়াইয়া আসিতেন—সেই বিবির যেনন শান্ত সত্যা ও ঈশ্বরের এ তত্ত্বে এক কোন মেঘনাহতের অদ্যাপি আমি দেখি না। তাহার সহিত সহবাসে আমার অনেক উপকার হইয়াছে, এ জন্যে মেয়েটিব বিখ্যাত কথা। বলিতে ছিল, বাপের মাকে যে পুলের বিখ্যাত দিয়ে হয় এটা কিন্তু বিখ্যাত দেওয়া অন্যে সংক্রান্ত অধিক অবশ্যক কর্ষ।

গোরির এই সকল কথা আমার উপদেশ সর্ব্বত্র বে হই তৎক্ষণ কনার দিকের উপার করিলাম।

আমি পোর্টের নগ্ন দেখিতে তাহী তাহার প্রতি অন্য প্রেম বাধিত। তিনি প্রতি দিন প্রাতে পিষ্ঠাহইতে উচিতে স্বয়ং সুরা বলিলে আমি উচিতাম। দৈবত এক দিন প্রাঙ্গণ উচিত। বাহিরে যাই সেই সময়ে তিনি স্বরূপ বসিয়াছিলেন। আমার শঙ্ক হইল তাহার কোন পীড়া হইয়াছে। আমার নিকটে আমি দেখিলাম তিনি চিত্তে হইয়া নাগ্ন মূঢ় করিল ধান করিতেন। পরমেশ্বরের প্রেমে তাহার মধ্যে এমনি আজ্ঞা হইয়াছে যে মধ্যে হই চঞ্চু দিব। প্রেমাঙ্গ বহিতেছে, পৃথিবীর এইরূপ ভালী দেখিয। আপনার এই যুগু জৈনা, এই বিখ্যাত হইতে লাগিল তাহা অভি থাকলো, ঈশ্বরের উপাসন। কখনই করিনা। এই না আমার চিত্তে এত অপবিত্র ও অগ্রহে অহংকার প্রবৃত্ত হয়।

পূর্বেই বলিয়াছি আমার বিষয় আপনের রক্ষণের বড়ো তাল হইত না। যতএব হয়ে আপনাকে জাড়িয়ে পড়ে।
হস্তে আষাঢ়ের পাদহয়ং পাদপ্রকাশ স্তরে চাকীর্থা
ঠিক অস্তর নারী দৃষ্টসহ এক দিনঃ করিতে
গে। আমি প্রকাশে যুক্ত হয়ে দেখি এক পুত্তলাম কৃত্তিকে অনন্য কোনো কথা করিতে
না দেখা ছিল। এই সময় পূর্বে চাকা হইরাম ছিলেন এই জন্য আমাকে পরামর্ষ দিলে যে তুমি তারে বোঝা থাকি।

না তার নাথে পূর্ণ ভারীর্ণে বাহ্যিক সত্ত্ব বাহিরজ্ঞ
এ রকম হইতে পারে। এই রকম হে হে করিয়া আমি
পুরোষ পবিত্র রোদ গেল যেন। আমার তুমি এক দিন
না গরীবণ্ডুপুরাক হইলেন এটি জাতের পর মোর কথা কথায়
ও হইল—বোধ করি সম বেদের জন্য প্রতী মিল
ও হইবে। পরুলাতের যা ইচ্ছা, তাইতেবো, বিশিষ্ট লোকের
মিথ্যা বাহ্যিক খত করিয়া না, এত জু তুমি করা মহম্মদ
ও হয়। হাতে বৃষ্টি দিতে গেলার পরিবার।

তার যে কিছু অল্পকাল পর আ হ বিন্য করিয়া
কু ও সংসারদিগের তুলন পূর্ণ করবে, নাহি যেখান
পারাগ ও সংসারদিগের জন্য দাতী করিতে হয়
ও কৃত্তিকা কিন্তু অধিক পথ যাওয়া হইবে না। তুমি এই
অধীন আমি চঞ্চুক্ত হইতে ধাক্কাতীমায়। কুড়ি দিন পরে
না পারাগ। সকল বিষয় অনশ্চ দৃষ্ট কবিতা লইলে,
সন্তান হতে আমাদিগের হাত ধরিয়া সাহিত্য করিলে।

এই ও সহস্রাদিগের তহজো একে ন কুড়ি দিত তাহাকে
থাকিলে। ধূলবহৃত পর্মুক্ত অধিশ কাউকে
তিনি এক উপসন্ধানে অনেক উপলব্ধ
করিলে। আয়ার ফালুন যেহ একবার তঁ কথা করিল না,
সকল লোক আমার চক্ষে ছিল তাহার নিকটে
ও না। আমি কর্মকাণ্ড করিতে শিখি নাই ও পরিপন্থ
হয় তখন নহে মুক্তিও হইল না। রাইসাদের থেকেও
আমাদের থাকিলে যেমন বেনন্দ বহুদেহিয়া
দুই করিতেন, কাহারে সহিত দেখা করিয়া থাঙিছ। ইহেদ
তুমি আপন অল্পকাল বিহরণ করিম। শিলাধরের বার।
কিছু দিনের বেলা কোনো কথা করিলেন, এমন আঘাতের শিল্প শিক্ষার উপকারী অভিযোগ তখন ব্যাপক হইল। অর্থের পলীর উত্তরাধিকার করিয়া এই হৈতে করিলাম যে দেশ তারা করিয়া কানপুরের অন্তর্গত মুজিরেট গিয়া একেবারে ছোট অংশ দোকান করিলে জীবিকা নিবন্ধন হইতে পারিয়ে। এই আঘাতে সেোকা ভাড়া করিয়া পরিবার সকলকে জলপাই রাখে হইলেন। রাজমহিলা বরাবর পৌছিলে একটা সেোকা বাড়ির উচ্চ—নিমেষের মধ্যে সেোকা তলমল করিয়া উত্তরাধিকার গেল— সেোকার তৎক্ষণ। তিন হইতে কাগজিল স্থাপকে দেখিলে অর্থ হইতে সন্তান তীক্ষ্ণ করিতে ২২ চোরা পড়িল। আমার সেোকা কোলের ছোক্কে লইয়া বিজ্ঞাপ অথবা পাঁচ করিয়াছিল, কিন্তু জলের মুভি ও এমনি হইতে না গলে তেনোন্নিত মুভির অগোচর হইলেন—আমি না মরিয়া। তাহি নড় কিছুই উত্তরের হইলেন। মনে হইল যদি অন্য পরম্পরের আমাকে বেশ করিতেন তবে চক্ষু নিয়। একসকল দেখিতে হইতে না।—সকল রাজি হইতে করিয়া প্রাণ অত্যন্ত করিতে ইচ্ছা। হৈমাজীতে যে পরম্পরের নিকট বিভিন্ন উপকীড় বৈকলে যাই তিনি আমাকে নির্দীপ করাইয়া এই সময়ে সঙ্গে করিয়া আলিয়া না প্রকারে সামান্ত করিয়েছেন। আমার দুর্বল চিন্তা হইতে কিছু প্রাণ কেনে উত্তিষ্ঠতেছে—সত্তায়ের বা কোথায় গেলে? তাই আমার সেই প্রাণের তীরী বা কোথায় গেলেন? * * *

(১৯) ধর্ম ও অধর্মের পথ—স্পুত

আমি কোথায় অধর্ম করি। পাঠ অভাসন নিমিত রাম অগ্রণী করিতে হয়। বৈষ্ণব এক দিন রাত্রে প্রাথ কোথা হওয়ায় মাথায় পুষ্পক দিয়া। আলস। দুর করিতে নিতুরি হইলেন। কোনো কাল পরে অর্থ দেখিতেছি—নেব অর্থ করিতে এক দেশে উপনিষিত হইলেন—স্বস্থমৃত নদ নদী খিল গুহা হইত মাটি পাত্র হই ও নানা জীবিত মন্দির। গমন করিতে অনস্তায়। নামক পর্যন্তের উপর উচ্চিত। দেখিলেন চুই মি.
চূই পথে—নেই চূই পথে চূইটি জন্যা। লালাইয়া আছেন।
কিছু করিলাম আপনার। কে? উচ্চাকারী কন্যা বলিলেন আমার নাম ধর্ম ও দর্শন। দিকশত কন্যা কুঠিলেন আমার নাম অধ্যয়ন। আমি কি কিংকাল তাহাদিগকে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে লাগিলাম। ধর্ম নামকৃত কন্যা প্রেতবন্ধ—শাম্ভু বন্ধু—মূৰ্ত্তহাসিনি—বীরভূত্যীন ও কুপালোকিনী। অধ্যয়ন দৃচ্যধ্যাত্ম—নামাকার ত্ত্বিতা—সৃষ্টিধা চন্দ্রন চরিত্ত। হাব তার কুটাকে সম্পর্ক। ধর্ম আমাকে বলিলেন বাছ। তুমি যে দেশ আমারচাঁদ হইয়া নাম সংসার—এই দেশের এই দুইটি পথে ব্যাপ্তি অন্য পথে নাই। যে পথ আমি দেখাইয়েছি যদি এই পথে আমার তাহ। হইলে তোমার ইকনকল ও রক্তকল উভয় কুলের যুগল।
কিন্তু আমার পথগাছি হইলে অনেক পরিশ্রম ও কর্তিন নিয়ম পালন করিতে হইবে। এই সকল করিতে কিংকাল গ্রহণ হইবে বলে কিন্তু তাহাতে অকৃত্রিম স্থখ প্রাপ্ত হইবে। কোনো সময়ে ঐ কৃত্রিম অস্থখ হইলেও হইতে পারে ও সাংসারিক অনেক উৎপত্তিতে ঘটিতে পারে—অথ নাম হইতে পারে, মানের ধর্মনাতি হইতে পারে—শ্রী পুরুষ বিষয়ী জন্য শোক ও ঘটিতে পারে কিন্তু তুমি উত্ত প্রকার উৎপত্তি গঠিত হইলেও আমাকে মৃত্যু করিয়া স্বত্বেহ ইচ্ছা ধারিত। এই রূপ করিলে তোমার চিন্তা জলঞ্জ নির্মত ও ভূমছাড় হইবে, চিন্তার মালিনা বিচিত্র হইলেই পরম গুণ গুণ প্রাপ্ত হইবে।

এই সকল কথা আমার মনে ভাল লাগিতে আমি ধর্ষোব, পথে গমন করিতে উদাত হইলাম। এমত সময়ে অধ্যয়ন হাত করিতে বলিলেন—এহে ক্রিকণ পুঞ্জ! যুগে যুগে যাহো ধর্মের পথে গেলে কতে প্রাণ যাবে—আমার পথটি। একবল চেয়ে দেখে বসতি চির দিন বিজিয়ান—মলয় পাশ্ব মন্দর বিচিত্র তেহে তেহ সকলের সদাই এবং পালন—সৃষ্টিধার পাশ্ব স্বধর কলরব—স্তানব অমৃত ক্রুৎ—মনোহর সরোবর—নানুকুলণুন্তিতেছে—কিছু সকল গান করিতেছে—দিবা রা।
উজ্জ্বাস ও আঘাতের প্রেমোদের জীবন হইতেছে। আমার পা—
এম নাই, কই নাই, তাই নাই, ভাবিন নাই,—লোকে কেঁ-
চুল স্বীকৃতির পথে সদাস্য সকল স্থায়ী পান করিতেছে—
এ পথে আমি স্থান পাওয়া যায়।

অধ্যামের ওকান ধর্মের পথে গেল, ধর্মের পথে গমন করিতে বাই এমন সকল—
এক জন জীবন শীর্ষাগত সুখ আমাকে তারা বলিতে—
-বাই ফের, অমার নাম বিবেচনা—লোকে আমি
হইলে আমি পরমাণু দে। অধ্যামের ধর্মের পথে গেলে ইহ কালও যাবে—পর পর কালও যায়—
এ পথে অপারভায় সুখ আছে বাই কিন্তু সে সুখ পাকৃত হয়—
নহে, ভাবিয়ে শরীর ও মন অম্পু অহি হইয়া পড়ে।
ধর্মের পথে গেলে শরীর ও মন বলবৎ হয়, ভাবিয়ে ইহ
কাল প্রকৃত সুখ ও পর কালে পরস গতি পাওয়া যায়।

এই কথা শেষ হইব মাত্রেই কাক গুলা কাক কবিকে
তাকি উচ্চ, বিদ্রু ভঙ্গ হয়তে উচ্চ দেখিলাম রাত্রি
প্রভাত হইয়াছে।

(২৪) ধর্মরায়না নারী।

রজনী ঘোর। ভূচর জলচর খেচর সকলই নিমগন। অকপ
নিঃস্বতে খেঁজে আকাশ। বায়ু যেন আসি সংহারক তাছ প্রচণ
দেবে ফেলাই হইয়া উঠিতেছে। বৃষ্টি অটালিকা দে দোলালা
ন। নদীর সলিল কলঙ্ক রাখে বিশাল ভরঙ্কৃতি মেরে
ঢাল নায় হইয়া বহিতেছে। চতুর্মুখ অজ্ঞান আচার—
খান তড়িৎ আকাশমাট। বৃষ্টি অবিশ্বাস পতিতদের
রূপ বৃষ্টি তাঁতে রজনীর ধর্ম ভীতি বোঝ হইতেছে।
নতুং অভিশাপ ধার্মিক রাত্রি—এ বাঁটিতে কে বহিয়ে
হইতে পারে। কি কি বিপদ স্বর্গ হইতে সমরে।

আসার রজনীর বারু বায়ুর বায়োহ হইয়াছে। চিকিৎসা
না একার দুর্ব্যাঘাত কিছু পীড়ার কিছুই শমন রায় নাই
এই আরাধনা করিয়া দ্বরযুগী পুনর্গতি পতির মুখ চুপন রাখা, এক কনার ও অন্যন্তর পরিসংখ্যা সকলে বিনতা আছেন। এক জন পৃথিবীর বাধ্য মুখরূপ গাত দেখিয়েছেন ও মুখ বদনে অন্তরে তাই বসিয়েছেন।

দ্বরযুগী অতি স্নৈহীন থাইর ও ধর্মপরায়ণ। রূপ অশ্ল্যরণ—গভীরতার হাস্য বদন—কুলক্ষণন্তী—গৌরাঙ্গী—গৌরাঙ্গা—সুকুমারী। পতির পীড়ার পীড়াত্ত—পতির গুরুত্বায় একাকী হই—পতির আরামে অনুপ্ত্রতা—পতির ক্রেত্তার মৃতকলা।

দত্ত সেবা নিমিত আহ্মার নিম্ন তালাক করিয়া দিবারাত্রি বাস্তু—একটি অঙ্গে চুখ দেখিয়ে বদন ভর্তার অথাত তাসমান হয়। আরবার পীড়া। বুদ্ধি গুলিলের যে মনগীড়ার নরন ও বদন মরন হয়।

কবিরাজ বললেন—মা দেখ কি? আর বিলুপ্ত মাতু। তখন দ্বরযুগী—এলোকেশী ও দীর্ঘঘাতন হয়। কহে দুর্দশা ক্ষুদ্র অঙ্গে দিয়া। স্বীয় অশ্ল্যরালি মুহিতে মাতুর একটি বিয়া। কৌণকে কোল চক্ত মুখ করিয়া। থাকিয়েন।

নকটমু লোকদিগের বোধ হইল যেন সাক্ষাত্কার অরুণকৃষ্ণ বা সাধবার্থের উপস্থিত হইয়াছেন। দ্বরযুগী তত্ত্বের স্বরূপেস্বর। সাজেঃ আচ্ছনার গাতে হাত দিয়া। বলিয়াছেন—মাখ।

অন্তক্লাসে যাহা। আছে তাহা। হইবে—একবে তুমি জগৎ চিন। পরমেশ্বরকে মরণ কর ও আমি যাহা বলি তাহা। শন।

পর নরন মুখিত করত কর যৌতু বিদিকের দিগেন।

পরম করুণাত্মক পরমেশ্বর! তুমি করুণানিধান! তোমাকে তুষ্ক পাহা হয় তাহ। অধিশী মঙ্গলজনক। আমার। দুর্বল ব্যভাব ও অন্য বুদ্ধি। এজন্য হোসার সকল কর্মের মর্যাদা বুদ্ধিতে পারি না।

দেই কারণেই সোক সম্পর্ক করতে অশক। যদি একলা দুঃখে

আমার চিন্তা অত্যন্ত ব্যাকুল ও ক্রীড়াকের পতি বিদিকে ব্যবস্থা ঘটে। যের যাত্রা তথ্য ইহার কারণ এ অবলার ব্যারাম তোয় সুকুটাধ। 

এতেই? হোসার যাহা ইচ্ছা তাহাই হই! 

এরকমেই এই ক্রুপেক কর আমার পতির সন্তে সন্তি হইয় ও আমার সন্তে তোমাতে সম্পূর্ণ রূপে থাকে।

এই আরাধনায় করিয়া দ্বরযুগী পুনর্গতি পতির মুখ চুপন।
করিয়া। অহির হস্ট্য। গভীরন। অল্প ক্ষণের পরেই জগত্য।
বুঝু। এপগে বিরোগ। হইল।
পাই। কেনে রসষ্ট্য। বলিব দ্বারবধুরীর কাণ্ডে দেখে
আমাদের পেটের তাঙ্গ চাঁদল হইয়া। গেল। ধন্য ক্ষেত্রেমধ্যে
হৃদ যা। ঐ সময়েকি মুখে কথা আইসে?—চোখের জলের
ভেঙে যায়। অন্যান্য শুরিগ। অবলারী। বলিব দ্বারবধুরীর
সাঁকা লক্ষ্যী—দুক্ষ ও শোকের সময় এত ধীর চিন্তায়
পরমেন্দ্রকে স্মরণ ও ধান কর। অন্য ক্ষমতার কর্ম নয়।
এইরূপ নামার কথা হইয়া কিন্তু তাহার কর্মপাত না। করিয়া। দ্বারবধুরী
আপন। তৈর্য্য। জন্য উপাসন। ও কর্মর্য্য। কর্মের চিন্তা। করে
ও ঘন। মধ্যেই ঐ তাহার শোক। ও মুখে লেগে কেনা করে।
যদিও তাহার আমাদের হৃদয় বিন্ধ্য। হয় কিন্তু শোক ও ওগো
না। হইলে সন্নের সত্তার প্রাণ। হইতে পারেন না।
কিছু। দিন। পরে। তাহার। নাতা। হৃদিটির। বেধার। দুঃখে। বিচর
হইলে। নিখে। উপস্থিত। হইয়া। রোদন। করিতে। লাগিলে।
কেন। এচালিন। মাতাকে। অভিশেষ। কাঁদ। দেখিয়। বলিলে।
মা। তোমার কাণ্ড। দেখিয়। আমার শোক। উপলব্ধি। উঠে।
যদিও শোক নিবারণ কর। বড় কটুত। কিন্তু বাৎসল। হৃদয়ে
কি হইবে? এই রূপ সাধন। পাইয়া। চক্ষের জলে। দে
রাখিয়া। গাত। কিছু হইয়। ভাবে। খাটিয়া। কন্যার। অনলসে। দেখিয়া। এক দিন। নির্জনে। জিজ্ঞাস। করিলেন। বাচ।
তুই বিন্ধ্য। কি তাহি।? কন্যা। বিলিলে মা। হৃদর। বিপিন।
ও শোকের। উৎঘ। পরমর্যার। খান। তাহার। বাদীটে। সনে।
শাস্ত। করিবার। আর। কোন। উপায়। নাই। আমি। ঐ সাধে। আধ্যাত্ম। হৃদয়। কাঁদ। হৃদয়। দিন। পরে। হৃদয়। অবশ্য। বিন্ধ্য। কিন্তু। অয়। অস্ম।
আমাকে। ধর্ষ। কর্মের। বাজ। উত্তর। নির্দেশ। করাই।
প্রধান। কর্ম। সংসারে। মুক্ত। হৃদয়। এটি। তুলিয়া। কি পাই।
হইবে?
অস্ত্র। সংঘৃ। এই মায়াবন। মনে। থাকে।।
সকল। করে। নষ্ঠ। ধর্ষ। পথ। ভাঙ্গ।।
আমার আমার বলে কেহ কর নয়।
কন্যা মাতা কন্যা পিতা। শাস্ত্রে এই কথা।
kেবা কার পরাক্রম পুত্র কেবা বল্লু জন।
সায়া বন্ধ হয়ে আগুনি করিছে অমন।
আপনার রক্ষাহেতু বরি রাখে ধর্ম।
আপনার নাশ হেতু করয়ে কুর্সিত। বনন্দন।
এই বলিয়া কি পরিবারের প্রতি তালাখে হবে তাহা।
যাহার প্রতি যাহার কর্ষ্মা তাহ। করিবে—তাহা। না।
করিলে অধর্ম হইবে। কিন্তু যা। সাংসারিক স্থথ চুংখ
কেন, ও ঈশ্বরের নিয়ম অনেক নহে যে প্রাপ্তি নির্মিত কেবল
কখালে অধর্ম কেবল পোষা করিবে তাহ। হইলে সম্পৎ
কথা ও পরিক্ষা হইতে পারে না। আমাদিগের চিন্তা চত্বর
কি জন্য আমর। শোকে কাতর হইয়া ঈশ্বরকে ভুলি কিন্তু
কাতর। বাক্যের যোগ বিপদে পড়িলেও হীরা। সহিষ্ণুতা ও
অন্য। পূর্বক তাহার প্রেনে আরো। গৌরী হয়েন এবং
লক্ষে চিন্তা নির্মিত করিয়া জানিয। সম্পদ বলিয়া গণ্য
নাস্তিক। প্রথার ভাল রূপে জানিয়া যে পরমেষ্টতর করণ।
হইলেও মন কখনই হইতে পারে না। তিনি যাহা।
তাহ। অন্যদিগের অবশ্য মঙ্গল জন্য কিন্তু তাহা।
প্রভূত। আমাদিগের রুষ্টি পোষা না হইলেও হইতে পারে।
জনবান লোকে যে কাতর নাহি হয়।
শ্রী হয়ে ধর্ম করে ঈশ্বরেতে রয়। বনন্দন।
সত্ত্ব শোকে মন হইয়া। কি পরকাল হারাইব। নাড়া
বিলঙ্গনে স্বাধি। ওমাকে সার্থক গর্তে হারণ করিয়া।
মায়া ও মন। বিলঙ্গন। অামার মৃত্যু হর্ষে মিলত
হয়। কন্যা বিলঙ্গন। আমার অন্য করিয়া। বলিয়া।
ওমার অন্য প্রশস্ত যে আমার অহবার হইতে পারে।
সহিষ্ণুতা না। হইতে চিন্তার শান্তি নাই হইবার সম্ভব।
চিন্তায় মনুষ্য। যে নামে ও মনুষ্যের তাহার তত্ত্ব করে যে তাহারই হয়। তাহার।
৩০

ঔড়ি মনঃ ফজ হইবে ততদিন মনঃ নির্মাণ হইবে ও মনঃ সৃষ্টি
ি নির্মাণ হইতে ততদিন তাহার নিকটস্থা যাওয়া হইবে। ঈশ্বরের
অন্তর্গত গুণ। ঐ সকল গুণই ঋষিক করা ধর্ম্ম ও তত্ত্ব
অভাসেবেই মনঃ নির্মাণ হইয়। অন্যান্য দ্বারা বায় করিবুক
কর্তার মধ্যে কিন্তু তাহার গুণ অভাস করিয়া তত্ত্ব বায় করিবু
ততদিন বাড়িবে। যে রূপ পরিতের ঋণ দিয়া জল পড়িয়े
সদ নদী হইয়া। সমুদ্রে গমন করে, পূনঃনামার বৃষ্টি দ্বারা সেই
ঋণ পরিপূর্ণ হয়, যেই রূপ দ্বয় ধর্ম্ম ইত্যাদি যত সম
করিবে ততদিন মন ঐ সকল গুণে সংঘর্ষ হইবে। ঐ রূপ
বায়ুর জন্ম কখন দরিদ্র হয় না—তত্ত্ব বায় করিবেন তাহার প্রথম
tততদিন বাড়িবে। এই প্রকারে মাটি ও কন্যা ছুটি জন্ম
বিষয়ে কথাপক্ষেন করিয়া কৌশ্যগণ করেন।

জগন্নাথ বাবুর বাটি ভগলপুরে—সমুদ্রে গঙ্গা—চৌ
দিগে বৃহৎ জুড়ি দেবদারু বৃক্ষ, তাহার ভিতরে ময়দের
ন্যায় আশ্রয় ভূমি—হাস্তে রক্ষার ফল ফলের গাছ
ত্যায়ে সরোবর ও ঝিল। সেই রাত্রি হেঁটেই কতকগুলি দ্বারায়
লোক ভেসিয়ে করিয়া ঢিবিক দ্বারা দিয়া। তাহাদিগের কুটিরে
যাওয়া যাইত। প্রবর্তন অতি প্রভাবে উঠিয়া, আমি সমাজের
সম্প্রদায়ের দৈহিক পুষ্টি ও কন্যা কে লইয়া। উদ্যোগে আমার
তাহাদিগের সাহায্যে বিনশ্চন জলসেচন ইত্যাদি করিতেন।
আমার সমুদ্র শিকির আপনে
চনায় সংগ হইতেন। ছোট মেয়েটি বলিত—মা। একটি
বীচ প্রতিলিখ গাছ হয় আবার দেই গাছের পাড় হইয়া
ফল ফল হয়,—আহা ফল গুলিয়ে কর রঙ।—এ সব কে কর
মা? মাটি বলিতেন—বাছা। যিনি বজার পিঠা, তিনি
করেন। তিনি এই আকাশ চজ্জ স্বর্য বায়ু মধুর্য পাও
পঙ্কপ পড়ে বৃক্ষ সকলই করিয়াছেন। মেয়েটি আমি
জানিতেই ইচ্ছা করিয়া বলিত—তিনি এমন, মা! কোথায়
আছেন? একবার দেখাও। মাটি উত্তর করিতেন—বাছা।
তিনি সরাতে আছেন কিন্তু চিত্ত পরিকার না হইলে তাহার
কেহ দেখিতে পায় না—আপনার মনের সহিত তাই।
গত দিন অরণ কর—এই রূপ করিতে ভোজাদিগের জন্য পরিকাল হইবে। ছোট পুট্ট একেক ললিত জিঞ্জাসা ফিরিত—সাগার কাটিলে বোধ হয় যেহেন রূপ উঠিয়ে তেঁতুে ও নামিছে—এ কি? মাতা বলিতেন—বাবা যেমন কুড়ি দিয়ে রূপ উঠিয়ে আনার ভাল পালা পায়। হইতে রূপ নিয়ে যায় এই প্রকার হওয়া তেই গাছ জীবিত থাকে। বাহ্যের বিচারেও বিলাপন দেখ। বাইতেছে যে দান নিক্ষেপ হয় না, যেমন দিবে তেমনি পাকে কিন্তু পাতা বলে দিও না। সবার সহিত এ রূপ কথ্যাবাল্কী কহিয়া, দূরবর্তী বালি, আসিয়া গৃহস্থ করিতেন ও স্বহস্তে পাক করিয়া পরিবারদিগের সকলকে খাওয়াইতেন। পরে শাতাইনা মাতাকে আহার করাইয়া তিনি বিশ্রাম করিতে গেলে বিভ্রাক্ত দ্বার দিয়ে পাল্পীর রুক্তিন্ত কদিগের কুটীরে পথন করত সকলের তত্ত্ব অহিতেন। সর্বাধিনায়ক তাহাকে আহার দিতেন, হ বন্ধ ছুঁব সকলকে বন্ধ দিতেন, যে বেগী, তাহাকে উপাদি ও পথা প্রদান করিতেন, যে বিপদগ্রস্ত তাহাকে খুপরাস্রো ও সাহস দিতেন, য শোকার্তিত, তাহাকে সাতনা ও ধর্ম উপদেশ প্রদান করিতেন। আস্থাহিতাত্ত্বিকতা, তাহার চুক্তে চুক্তিপত্ত হইতেন, যে আশ্চর্য, তাহার অন্যান্যে অনন্দিত হইতেন। বহুকাল এই রূপ বিখ্যত সরবরাহ হইতে অতুলনীয় কি বলকি কি রুহ কি যুরা সকল তিনি উপস্থিত হইলে অকপট আশ্চর্য চিন্তা দিল।—"আমার এই দীর্ঘকাল শেখায়ে আর আমাদিগের চুক্ত নাই।" দূরবর্তী নাগ্রহ সময়ে বালি আসিয়া কেবল জীবন ধরিয়া যায়, কিন্তু মাতার করিতেন কিন্তু বিদ্যাগুণের প্রতি আত্মা না করিয়া আবিষ্কার নোজন করিতেন। আহারাহ্রণ্য আপন বিষয় কর্ম করিতেন। জগতের অপ্রীতি। হেন সকল বিষয় নষ্ট করিয়া গড়া ছিল, সেবিয়ে ঘটিত জঙ্গি ছিল ও সেনানিবনেত এক ঝাঁকি। আবাদ রাখিয়া গিয়াছিল কিন্তু বংশ ভাঙিতে এবং সংক্ষিপ্ত হয় নাই। তত্ত্বং ঐ বিষয় সংক্ষেপ সে বায় হইয়াছিল। তাহাতে কোন উপকার পর্য্যন্ত নাই।
তর্কার মন্ত্র পর দ্বিতরী দৃষ্ট ক্রেশ পড়িয়া ছিলেন;
নগায় নির্কাহ হইয়া বড়ো কচ্চি ইষ্টয়াছিল তাহার এলায় নিস্তা
এক দিনও করেন নাই, আপন অলঙ্কারী বলক অথবা বিক্রয় করিয়া সীয় কর্ষ্যা কর্ষ্যা করিয়া গেলেন। মাতা মন্ত্রে বলিয়া গেলেন—এব! বাহু দান ধান একটু কয়েকাং সময় হলে তাল করিয়া করিয়া। কন্যা উভা স্ত্রীতেন—আমার শি
শক্তি বে দান করি কিন্তু অনেকের ক্রেশ দেখিয়া আমি অধিক হইয়া পড়ি। আপনি উপরাজ্ঞী থাকি সেও তাল কিন্তু অনেক কিছুতে দেখিয়া পাই না অথা রাজা মুসলিমের যায়। বলিয়াছিলেন তাহার আমার মনে সর্বদা ক্ষুদ্র হয়।

ধার্শিক না ছাড়ে ধর্ম যদি হয় ক্রেশ। সত্তাপত্ত।

আমি কিছু আপনাকে ধার্শিক বলিয়া গণি করি না কিনে ধর্ম কর্ষ্যা না করিলে ভীম বুখ। শীতলক যুধিষ্ঠিরকে যাহ বলিয়াছিলেন তাহাও মনে পড়িতেছে—

যেতে দেখিয় কর্ষ্যা, সকলের সার ধর্ম,
ধর্ম বলিয়া ধর্মী বলবন।
অস্থির যে জন হয়, চিরদিন নাহি রয়,
অল দিনে অস্থির অস্ত।

ইহা জানি ধন্যরাজ, সাহিত্য আপন কায়,
সত্যে না হইবে বিচিত্র।

পূর্ণে মহান যত, সবাকার এক পথ,
কেহ নাহি করিয়া বিনীত। বনপত্র।

সক্তার প্রাকৃতিক সন্তানদিগের সহিত বাগানে আমি
বলিতেন। শুচিতল সন্তানে উচ্চ বুকাইণথুড়ু শুকিত শুকল পর্য্যায়ের অবিক্রিয়া—প্রকৃতির বারি মনে সহাসাবনে ক্রীড়ার ধান হইবে—নানা জাতীয় পুষ্পের আত্মান্তী স্তানি আঘোষি হইবে—প্রকৃতি শুকলের কলর্বে প্রভুজর্ণ হইব। আমি
দ্বিতীয় বলিতেন দেখ এই সকল শুকলের মূল কেবল তিনি।
লব্ধ। হইলে আহারারি প্রাঙ্গ কুইল স্বধানিকে লইয়া
পরম্পরের উপায়। নীচত ও বিদ্য বিষ্যকক কথোপকথন
করিন ও সময়ের আয়ুর্ণি দৃষ্টিকোণের জন্য শৈববস্ত্র
আর্গন হস্তে একান্ত করিতেন। কনার অবশানুর পরিশ্রম
দেখিয়া যাত। একবার বলিতেন—দ্বার! একটু বিশ্বাস
কর এমন করে হাটিলে আবার একটা কি রোগে পড়িবে?
কনা যাতে বলিতেন—মা! আমার জন্য চিকিৎসা হইও না।
আলসাকে আমি বড় ভয় করি। আলসাতে মনে কুপ্রস্তু
তেনি। মনে কুপ্রস্তুতি না জ্ঞানবার হই উপায়। প্রথমতঃ
সনে সলদা শান্ত রাখা ও অভাসের দ্বারা কুচিন্তা ও দুঃখসত্তি
নিপারাণ করা—এটি বড় কঠিন কর্ম, সংসারের নানা আকার
বিয় দূরে ও এবং মনের গতি চকল হইয়া পড়ে। অর্থাৎ
নস্তে হইল। লেভ ইত্যাদি জন্মে। বখন চলবিচলের উপক্রম
হয় তখন সতর্ক হওয়া। কর্তব্য, তাহাতে যদি অস্তগত হয়
তবে অনুভূতি ও অভিষ্কা দ্বারা চলবিচলের নিপারাণ করা
করতো। যে সর্বদ। পরকাল ভাবে আধার মনে প্রায় আরোহ
পান থাকে। দুইটিতে সর্বাং কাজিরি ও মানসিক পরিচ্ছে।
দূরণ কলিতে মনে কুচিন্তা বা কুপ্রস্তুতি উদর হয় না।
দুই মনের সংযম বড় আর্জার—কুচিন্তা। হইতে হইতেই
কৃষ্ণ। হইতে হইতেই কুর্কশ হয়। মা! বলিতেন—দ্বার! তোর কথ। গুলিন ওলিন প্রোণ ছড়াই, তোর
ত ধর্ম হুলার কোথার হইয়া? কনা। কহিলেন—মা! 
আমার এমন করে কেন বল?

তবে সন্ধানির্দেশকে লইয়া রাতে কথোপকথন করেন।
এক দিন জোঁহ পুত্র এক জনাচলকে রাগ প্রযুক্ত গাণ্ডাগালি
স্পর্শিলেন। মা। অঙ্গুষেজ করাজে তিনি অঙ্গোলায় যান
পরে তাহার দৌড় সংগ্রাস হইলে মাতা ছুঁখানিত হইয়া
বলিলেন—বাদ।” তোর ছুঁখানীর সাথে অন্যান্য ধর্ম নাই,
স্থলের প্রার্থনাও করি না। কিন্তু আমি কায় মন থাকে নিয়ত
প্রার্থনা করি যে তোর। সর্ব প্রকারে সং হয়। ছিদ্ব কথা
কথা বড় পাপ।
আর যত ধর্ষ কর্ষ সত্য সম সত্য।

নিধা মন পাপ মাহি কর্ষ শাস্ত্রে কহে। আদির্ষ

এক দিবস মাহি পাঙ্কক্ষা বালক আছেন একেন সমনঃ
এক জন দিক্ষার ভাষায় আসিলা উপস্থিত হইল। একে শীঘ্র
কাল তরে এত উত্তরে বাতাস, এই বল্যহীন বল্য শীঘ্র
ধর্ষর করিয়া কর্ষিতে আপিল। দুই পুঠ ও কন্যা দ্বারে
চিল তাহাদিগের মধ্যে কন্যা অভিষয় কায়ক হইয়া আপনার
গায়ের দোলাই ভাল যাহার দিল। দিপ্র বাল্কি বিহৃত
আশীর্বাদ করিয়া চাপিয়া গেল। ভাবায় বঁশ দোলাই মান
দিলা একবার মনে করিয়া করিল। কন্যা কিছু তীব্র
হিয়া তাত্ত্বিক সঙ্গে, নিষিদ্ধ নিকট যায়। সকল কথা বলি
মাতা কন্যাকে কোমল সাহসী মুখ চুম্বন করিতে থাকিয়া
তাহা লুকিয়া ঝুঁকি লাগায়। আর মূর্ত তুষ্ট হইলাম।••
দিক্রের দোশ দান, বিষম সন্ত্রাসী, শাপসী, মূর্ত তুষ্ট, ক্রিয়ার, অন্ধভাবী বাল্কির শুখ তোঁতে অত্যন্ত এবং সর্ব্বভূতের
এই সকল সত্য অন্তরাধম্ব কর। বানায়াঙ্গাক।

মেয়েটি অযোনি মায়ের কোলাখে হাত মায়ের
বালির দোহে মনে আসিল। আসিল। আপনা অস্তু
লাগিল—মা আসিলে আদি করিয়া আসিলে মা
চক্ষী দুঃখে মনে দিব। এই কথা শুনিয়া ভাবায়
হাতাকে পরিহ্যস হলে বিঃরক করিতে থাকিয়া
করিল। বাল্কি অনি দোস্তি যাইতে মাতার নিকটে
বিঃরক করিল। ভাবায় অস্তু পরিপূর্ণ যাইতে অময়
‘দ্বাল্কি’ থুলিল। মাতা’ ঈষৎ করিতে বলিয়া—ত্রয়
সৌজন্যের কথায় শ্রদ্ধা করে। ওলা দেওয়া খেলিয়া, কিছু এই
কথায় আর রাখিস।

নীতিজ্ঞ লোকের। নিদ্রাই করহ অথর এবং সাহে করহ।
লক্ষ্মী ধাক্কা অথর চূষ ভাষ করহ। বারুন, অলাই পুষ
হুক কিছু। যুগান্তে হুক, হীর জনেরা কিছুতেই নমুন
পথ হইতে বিচলিত হন না। নীতিশত্রু।

এক দিন আবারের কর্ষ কারী আসিলা হেলকনিচে নির্দোষ।
বলিলেন, ভেঁড়া বদ্ধি একেবারে অন্য যায়ে হইতে পারে। ও এই বিলিয়ন্তো সোপান হইতেছে, অনেক কারণে। কিছু নিকটে আছে তাহাঁ। অনায়াসে সীমার ভিতর সংলগ্ন করিয়া সওয়া বাইতে পারে ও কারণে তাহার লালিলাস ফিরাদ হইবে না। ইহা বিহরটি বড় সুলজার হইবে। তুলনার এই কথায় প্রথম হইতে নিকটে যাইয়া বলিলেন। তাহার বিরুদ্ধ হইতে বলিলেন, তদৌদের কি বলবে যে এ কথা আমাকে অবারোহার! তোমরা কি জান না। যে পরের রক্তে ঐহিনে বহু পাপ। ধ্বংসকাত্য দুর্বোধনকে বলিয়াছিলেন—

পর জ্যো দেখি হিংসা না করে যে জান। স্বধর্মেতে সদা। বেঁধে সর্বনিত মন। অকর্মে উদয়ে করে পর উপকার। সস্তা কাল সুখে বেঁধে কি চূর্ণ তাহার? 'সত্যাপর্ক'।

গাঢ়কীর্ণ ও আপন স্বর্গিণে বিলিয়াছিলেন—

অকর্মে অক্ষিত লক্ষ্মী সমুলেটে যায়। ঝুঁঁ চূর্ণ পার ইয়েন থেকের আমায়। 'সত্যাপর্ক'।

শ্রীকৃষ্ণ বলরামকে বলিয়াছিলেন—

পাপেতে পার্থে ধন বৃদ্ধি হয় নিত। পন্থাতে হইবে সমুলেটে বিলিষার্ষ্টি। কলেভে অবশ্য জয় লেতে ধর্ষ জন। সুখ চূর্ণ কত কাল দীবরের লিখন। আল্পপূর্ণ

শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকেও বলিয়াছিলেন—

অধিষ্ঠানী জনার সুখ কতু লিঙ্গ নয়। ভোঁরের জন প্রায় কফেতে রায়। অধিপর্ক।

আতএব পরের দুঃখ তাহার নায় জন কর্তৃকে ও ধর্ষ গণ্ডে শ্রদ্ধিকা আপন পরিশ্রম দ্বারা যাহ। উপাজন করে তাহাতেই মরিতচই হইবে।
পরিচ্ছেদ বলরাম বাবুর সম্বন্ধে অনেকের উপর পীড়ন করেন তাহার কথা উল্লেখ করাতে মাত্র বলিলেন “যে সকল বাল্য, স্বাধীনতার করিয়া পরের হিত সম্পর্ক করেন তাহারাই সং পুরুষ। হাঁহার আপন হিতের আবির্ভাবে অনেকের হিত করেন তাহারা মধ্যায়। যাহার আপনার না তাহাকে অনেকের হিত নষ্ট করে তাহার। মানুষ রাখলে কিন্তু যাহার নির্ধর পরিহিত রহিত করে তাহার কে আমরা জানিতে পারিলাম না।” নীতি শতক।

সত্যারের জিম্মারাপে করিল সং পুরুষের লক্ষণ কি? মাতা উত্তর করিলেন তাহা। ঐ নীতি শতকেই আছে—“তুষারের দিনে, কষ্টে অবলম্বন, সত্যতা ও পাপে রুদ্ধতাগ, সত্য কথন সাধুজনের পদবীর অন্যচর, বিদ্যাজনের সেবা, মানুষজনের মান, দান, শক্রও অম্বুর করণ, অন্তর্গত গোপন, কুপথ পালন এবং দুঃখিতে দয়া এই সকল সাধুজনের কর্ম”।

কিন্তু সাধুজনের মূল লক্ষ্য ঈশ্বরের প্রতি একাকিন ভক্তি ও তাহার প্রিয় কার্য সাধনা করা।

মাতা সন্তান্দিগকে অহ্নিতা কথাবাত্রা কহিতেছেন ইত্যাদি সরে এক জন দাসী আমি। বলিল—মাথাকুঁড়ি নামের তোমার ভেতরের বাড়ী হইতে আসিয়াছি। আপনারা তাই ভাবু করছেন যে সাহায্য দিলেন। নিকটে এক দোলপাড়া চলে ছিল বলিল। নাম বাবু যদি মুখের চলে পারবেন হে? এককাল তাঁর নিজে তাঁর সরে আসাদের বাবু আপনি থাকিয়ে একজনের সজন তার পরে আসাদের হিসাবে অনেক টা লেন সে টাকার নিকাশে কিছুই দেন নাই। আর এই বিপদের গেল একজন উত্তরে পারেন না। সত্যারের মাতার নিরীক্ষণ করিয়ে লাগিলেন—মাতা অধূরনন্দ থাকিয়া।

লেন—তাঁহার তাই হইয়াছে একেন্দুঁহারকে আমার নিকট আসিতে পারিলেন। দাদী এই সংবাদ লইয়া যায়। এমন সময় আমি প্রাতের চাকুর বলিতে লাগিল। মাঠাকুঁড়ির কি করেন শরীর! আমি ভুষিতে—নাম জানি। ছেলেবেলা বলে।
কাফটিতে মায়া বাবু মাঠাকুরাণীকে "দুর, ছি, পোড়ার মুখী। হী আর তাল কথা এক দিনও বলেন নাই ও বাপমায়ে ভাল। মন ত্রাল দিঘে হিসাবে ফেটে নরতেন তার পর ভাগিনী।রঙ্গে হলে ভাগিনীপটির দশটাকার বোতল দেখিয়া। ভাতার সহিত মিলিয়া তাহাকে নানা প্রকারে নাস্তানাবুদ্ধি খানেকারাক করিয়া ঈকবারে জুড়াই চলোনা। তাহার বিপদে একবার ভুল সন নাই ও তাহার কাল হইলে ভাগিনী ও ভাগিনীরার বেঁচে আছে কি না তাহ। কিছুই খোঁজ খবর জন নাই, এত দিনের পর মায়া বাবুর যুগম ভাঙিল। হায়! হায়! মায়ায়ু গরেজে কি না করে।

আর দিনের মধ্যে মায়া বাবু ফটাসং করিয়া। আনিয়া উপস্থিত হইলেন। ভাঙিনীর ঘাঁঝ ও ভাঙিনীকে দেখিয়া-মাত্রই এমনি মায়া। একাশ করিলেন মোটা ঝুল্ল সাতে করিল। ধাতীর ভিতর ভাটাহিটির হাত ধরিয়া কাঠে যাইয়া ভাঙিনীকে দেখিয়া দাতির ঝিনিয়া দিল্লাঙ্ক কিনীতে লাগিলেন। দ্বারসীর মাতা। অন্তরে ছিলেন, পুত্রের গুণে জর্জর হৃদিকেটে আনিয়া বলিলেন-বাবা। আমার দ্বরে এক বিপদ গেল একবার একটা লোক পাঠাইয়া জিজ্ঞাসা করলে না? মায়া বাবু বলিলেন—না। জানিনে। আমার কর ও একটা আর বলিতে কি ভাঙিনীর জন্যে আমি এক কাত্তর সে আস্তে পা এগোয় না। চাইনু চাকর দূরে হইতে আস্তে সেই আপন আপনি বলিতেছে—মায়া বাবু রাবণের বা ধর্মাধিরনের মায়া ছিলেন। বেটা বড় কাতর, শোকে শয়ন গেল ছিলেন, গুলাকায়া জল ওলে নাই, এক্ষণে কেবল আবারের চাঁ খবর শুনিয়া নাড় করবার পথে আসিয়াছেন। দ্বারমধ্যে মাতার সকল কথা শুনিয়া বলিলেন—একবার ভোজনের সমাহার, আপনি স্তন অনিহত করন দাদা। তোমার কেষ্টে এক শুনিয়া বৃদ্ধ যাত্রা হইলাম, আমি বাবা পাবিব তার অবশ্যই করিব—এর সমাহারে করিলে যখন নাই না করিল পাপ হাচটো—হাচটো, আমাকে এক মুট। মা রিয়া। ভার।
কেননা করে ধাবার শ্রেফ্ত? তাই! বেলার হল আপনি বাহিরে যাই একটি আর্কিং অনিতে পাহাড় পাড়ে হরিয়ে একটি গুলি না টেনে একটি ভাড় গলাধর্য ওভেন না। জীবনয়া এই কথা শুনিয়া ঘাড় হেট করিয়া ধাকিয়া। এখানে সম্রাটেরা মাত্রকে বাহিরে রাখিয়া আনিয়া মাতার সিকট আনার আইল। কনিষ্ঠ পুত্র বিলিল—গুর! মাতাকে কি মাসং টাফা দিবে? তাহার কে রূপ বাবারকর তাহাতে কিছুই দেওয়া কর্তব্য নহে। মাতা উত্তর করিলেন—বাবা! ঈশ্বর দয়াময় ও কামাশীল, আমাদেরও দয়া ও ক্ষমা অভাল করি কর্তবায। মে বাকি সহায় সামাতে যদি ক্লেশ বা রোগে পড়ে তাহারও মন চেষ্টা করা কর্তব্য, তাহার কি কারণে ক্লেশ বা রোগ হইয়াছে তাহ। অন্যের কাজে আবশ্যক নাই কিন্তু তাহার ক্লেশ অথবা রোগ যাহাতে কম এই চেষ্টা করিবে।

রোগে মাতা ও সম্রাটের উভয় রিয়ালর লইয়া সদাসাধারণ কলমাপকন্ত করেন। কখন উত্তিষ্ঠের গুরুকথা কখন কোনো পণ্য পত্নীর অস্ত্র সভার ও বুদ্ধি কখন বিক্ষেপ ধাতুর উপকারক কলক্ষী ও আধীন গত্যন্ত্র অন্যান্য বস্তু আখ্যান মানব শরীরের অন্তর্ভুক্ত কথা ও ঐ শরীরের দায়িত্ব ও পৃথিবী কর্মার অনিয়ম কি, কখন চাষ সাধ্য ও নেকড়ের গৃহিত ও তাহার অন্যান্য লোকের বস্তির সুবিধা ও স্বায়ত্ত হৃদয়ের স্থিতি কর্মার পৃথিবীর চর্চা প্রহ্লাদের নিয়ন্ত্র। সেইরূপ কোন মাত্রে দানের দানের নিয়ম কথা কখন মতি প্রকৃত আন্তর্ভুক্ত ও অসংখ্য। ও কি জলে কি হলে কি বায়ুতে কি এইরূপে কি যুগ্মকেত, কি শরীর মধ্যে নানা একার আমি বিভাব করিতেছে,—কখন মানব স্বভাব কি একার উত্তর হইতে সারে জ্ঞানের মোক্ষ কর্তৃ কি, এবং ধার্মিক না। হইলে কেবল বিধা। শিখিয়া উপাত্ত ঘটে—কখন জ্ঞান ও ধর্মীয় ক্ষমাই ও ক্ষমাই উদয়তেই বিদ্যা শিখিয়া অবশ্যক এই সকল সান, প্রভু লইয়া সম্রাটের মাতু উপদেশ গ্রহণ করে। একদা বোধ করিতে লাগিয়া বায়ুর কথা প্রস্তান করেন। তাই জগন্নাথ বায়ুর নাম একার হিংসা ও অপকার করিয়াছিলেন ও
ছাহাতে বিন্দুর কতিপ্য ছিল। এবং কিছুক্ষণ পরে চাইলেন—খাবা! তাহার কথা তুলিয়া, যাইতে। সকল লোকের প্রথম সময়ে স্মরণ হয় না ও লোকের দূর্বলতেই কুরক্ষ করে। আমাদিগের কর্তব্য তাহারদিগের ঐতি কি মনের দরার কি বাক্যের দিকে কর্মের দীর্ঘে কোন একবারই বেষ্ঠা ও হিংসা করা, চিনের শাস্তি নষ্ট করিও ও শাক্ত নিষ্ক্রিয় সময়ে দেখিও। যাহারা তোমাদিগের মন্দ করে তাহাদিগেরই অত্যন্ত শৃতাঙ্গাহারী হইয়া এবং তাহল করিয়া একত্র করিয়া চিতে দেখ হিংসা জমিয়ে না—চিত উত্তরো নির্মল হইবে এবং ঈশ্বর তোমাদের সদয় হইবেন।

চূর্ণযোগ্য যুগান্তিরের মোর শক্ত ছিলেন—অসীম হিংসা ও অত্যাচার করিয়াছিলেন কিছু কখন প্রভাতিতীর্থে চিন্ত-সন গভীর চূর্ণযোগ্যকে বন্ধন করিয়া কুরপত্রীচিনাঙ্গকে অশ্রাহক করেন যখন যুগান্তির ব্যবহার পূর্ণ তাহাকে ঐ দাদাইতে মুখ করিয়াছিল। তাহার ক্ষমা সহিষ্ণুতা ও অন্ত সকলের ঐতি একাশ করার বাড়ি। আর ধর্ম নাই। নতার এক-চার মসনদের উত্তরো চরমের হইতে সাধিল। অপেক্ষায় তাহ উপদেশ দিতে পারে কিছু কর্মের সময় তাহাদিগের ব্যবহার বিভিন্ন হইয়া গিয়।

এবং কুবর্ত্তের ধর্ম বিষয়ে এমন চুতুষ্টর ছিল যে তাহার বাক্যে হইতে কর্মের অধিক শুভ্রতিকা দেখা যাইত। তিনি অকালে কাহার নিকট আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়েন না—বাহাদুরকে দিতে বাচিয়া কেবল সম্ভাবনের। অথবা অন্যা কৃষ্ণা জিদসা কিন্তু অথবা অবশ্য কল্যাণ প্রাপ্ত অভিপ্রায় একাশ করিতেন।

তাহাতে একটি অল্প ব্যক্তির চাওয়া ছিল তাহার হঠাৎ ঘোরতর ও বিকার হইয়া বামনহ ভয়ানক হইয়া উঠে। এবং বিষয় অভিপ্রায় ব্যক্ত হইয়া সমস্ত রাত্রি তাহার নিকট বিষ্ণুৰো পাতিয়া উচ্ছ পথা পাতা প্রদান করেন। পীড়া কিংবা উপলম্ব হইয়াছে।
এমত সময়ে ঐ চাকরের মাতা একেবারে জ্ঞানস্থানা হইয়া আসে বাক্যে আরিয়া দেখিল যে তাহার পুত্রের মনক দ্রবময়ীর কোঠে ঘিত আছে ও তিনি তাহার শুঁঁয়ের জন্য অর্থ পাকা হাতে করিয়া বাঁধাস করিতেছেন। চাকরের মাতা এ বাক্যে পালাই বলিয়া বলিল—"না! তেমন এত দয়া!—একল তুমি অবশাই পাবে।" দ্রবময়ী তাহাকে সন্তুষ্ট করিয়া বলিলেন—"তুমি স্বর্গ হও, পিড়া কষিয়াছে—ভয় নাই। কিন্তু কলে পরে আলোকের সন্ধী হওয়াতে আরওনিছে হইতে পারিল। ঘূষে পুত্র ও কন্যা মাতার সদৃশ পাই ও উঠিয়ার সংযোগ দেখিয়া একুশ্চি ধারিক ও ঝরিয়া পরাবর্তন হইল। তাহার কেবল বিদ্যাভাস ও ঝরিয়া আবর্জনা করে এবং সদৃশযোগ্য দৃষ্টির চষি তিন শাখা ও বিবদ্ধ ভাবে রাখে। কেন মন্দ কথা শুনে না, মন্দ কথা বলিয়াও মন্দ লোকের সহিত সম্পর্ক করে না। তাহার সকল বিজ্ঞাতীয় গুণোন্নতি হইল—পরের ছুঁচ্ছি—পরের ছুঁচ্ছি। শুধু সুখী ও কি অসুখীর ছায়া কি পরমাশীর ছায়া। কি পরিশ্রম ছায়া কি অর্থের ছায়া সাধ্যায়গারে পরগণত করিয়া অংশেই কষ্ট করে না। এবং কি আসে কি মধ্যবিতে কি সারসে কি রাগে সকল সময়ে তাহার পরগণতকে লাগানো ও আগ্রহীয়। কালক্রমে তাহাদিগের সকলেরই বিবাহ হইল ও ভাগ্য বসদক্ষ দুই পুত্রধূম ও জামাত। সর্বাঙ্গে উৎকৃষ্ট হইল। আপন আর বৃদ্ধি দেখিয়া। দ্রবময়ী সকলের গৃহীত বলিয়া এই সময়ে বড় সাবধান হওয়া কর্ম্মী ধনের দরদ। জমাইয়া সর্বনাশ করে, যুথির যুথির যুথির যুথির যুথির যুথির কোর্টে যে পরামাস দিয়াছিলেন তাহা সর্বাং সর্বাং সর্বাং সর্বাং সর্বাং সর্বাং সর্বাং সর্বাং সর্বাং—বিশেষে তৈরী কালে ধন আচরণ। ধন হলে নাহি করে ধর্মে দেহেন। বসপবর্গ

"দুইটি পুষ্পে। পুত্রধূম হইয়াতে দ্রবময়ী গুরুকুলে। কক্ষিৎ আর্কাশ পাইলেন এবং অর্থের বিঘের রাজার সদিক্ষা হওয়াতে তাহার ধর্মীয়তায় নতি অর্জু। ব্যথা হইতে
নাগিল। তিনি মনে এই বিচেচনা করিলেন যে জীবন-জল-বিষবৎ এবং "গুণনা শীত্র"—গুরু সেনামন্দি পরিবারের অংশ তাকে সেপ্রায় তাহাদের ক্রীণা করিয়া অপরের জন্য বায় কর। বিচেচনাতে নহে কিন্তু সে হলে অংশত নাই যে সে হলে পূনা কর্মে পূর্ণাঙ্গকে অধিক বায় কেন না। হইবেই এই বিচেচনা করিয়া তিনি আপন আবাদে একটি পাঠাণ্ডান স্থাপন করিলেন তথ্যে অনেক ওজনের ছেলের। পড়িয়ে নাগিল এবং ঐ সকল বালকদিগের বিদা বিদায়ের মনোনিবেশ হুইল জন্য পুনর্ব, বস্তি ও টাকা সময়ে এদের করিলেন। মিটা জল পাইবার জন্য আবাদের মধ্যখানে হইল তিনটি পুকুর্ঢার ঘনিত হইল এবং প্রজাদের প্রতি কোন প্রকারে অভাবের না হয় এজন্য বিশেষ অঙ্কন দেহে। তাপের দেশে অমানে ভূমি জন্য অনেকের পীড়া হইল। পীড়া

শীত্র আরোপা হয় এই অভিব্যক্তি তিনি চারি জন। বিদ্যা

নিয়ুক্ত হইল তাহারা। আমার সাধারণকে অবিনাশিত চিন্তকান সা করিতে লাগিল।

এদিকে তাহাদের বাগানের ভিতর একখানি আটচাঁলা প্রস্তুত হইল। তাহার চারিদিকে এতদেশীয় ও বিদেশীর রাগাণ্ডের পৌঁছার স্থানটি অতি রমণীয় বোধ হইল। কোন ধরানে বেল, জুঁই, মলিকা, মালতী, শেফালিকা, চাপা, গড়ুরাজ, গোবের, অপারাজিতা—কোন ধরানে অলিয়া ফোলামসি এসকল চেয়ে নোবেলিসডিক্টং করিয়া বিগুলনোনিয়া স্পুত-টিউবিলস, পিত্রিয়াটিপেলি, হার্টসাইজ, ক্রুইট ব্রায়ার,পোনোসে- টার্পলিস, ইয়রফেরিয়া জেপলিনের, কেমিলিয়া ইত্যাদি—

ধরান ধরানে বহলত, বুদ্ধিমান তাহারনালতা ক্লোপলতা রাখতান।

এই সকল নানা। পুষ্পের নানা। বর্ণ ও নানা। গজে চক্ষুগৌরী। প্রাণজাতিয় মোহিত হইল ও সময়ে নৃনীত বিকৃত সময়ের স্থান পাইল স্কুল মীরিত হইয়া শনি গভীর বহিতে বহিত তথন অন্য নানা নন্দন্তবন জন্য হইল। আটচাঁলা প্রস্তুত হইতে

বিচেচনা করিলেন যে এমন। রমণীয় স্থানে যাবি
ভগবান বিষয়ক কর্ষ নাই, হইলে তবে ইহা দৃষ্টা ও কেবল, ইহার ভোগার্থে এথানে অগ্নন করা আমার কর্ষ্যা নহে।

এই পর্যালোচনা করিয়া ঐ স্থানে পুনর্বার বালিকার্গণের অগ্নন যাতে পাণ্ডির করিয়া অনন্ত করতে প্রস্তু দিন বৈকলে শিষ্য প্রদান করিয়ে লাগিলেন। পূর্বকের দৌহার যত হউক বা না হউক জ্ঞানের আদর্শ স্থান লাগাও পল্লা হলে উত্তম সীতাই উপদের দিতেন ও বালিকাদের ক্রমে বোধ হইতে লাগিলে যে তাহাদিগের কর্ষ্যা কর্ষ কিছু পাণ্ডির প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে ও সংসারে বা কি করিতে হইবে। পরোপকার নাহি। একাংকারে হৃদি হইয়া থাকে কিন্তু যে পরোপকারের ধ্বংস অনেক ধরন হয়, চিত্ত শুদ্ধ হয় ও পরুকাল ভাল হয় তাহার ভূমি পরোপকার হইতে নাই। জ্ঞানির এই সংখ্যার বিষয়ে রূপ ছিল। ঐ বালিকাদের মধ্যে একটি বালিকা কিছু বিবিধ। গোল্প চিলি—কাপড় চোপদের উপর অধিক মন্যার করিত। কিছু হইতে তাহার সে স্থা নাই—ছেলের জাত যাহা দেখে তা হই শিখে। ঐ বালিকার পিতা সাহিবি চালে চিলিতেন ও সময়ে গোল্পে স্ত্রীকে গোল্প পরিটিতেন ও সর্ববাদি বলিতেন “বেলার মেয়েদের গোল্পাঙ্কটা বদল হইলে সম্ভবত হইবে।” এই রূপ বাল্মীকি ইংরাজি লক্ষ পাইই হইয়া “সর্বস্থ বিষয় করিয়া” একটি পিয়ানো-কর্ষ করিয়া ঘরে আলিয়া রাখিয়াছিলেন, সমস্ত স্ত্রী কে জানিয়া চরির কারণ একত্র বাজাইতেন কিন্তু ইংরাজি সাহিত্যের সর্বরাজসই সাধনে নাই। সঙ্গীত বাল্মীকির নিন্দনীয় নহে—ইহার ধারা চিন্তার উৎকর্ষতা ও আকৃতিতা স্ত্রী কিন্তু সোহনের আসার উপায় কিছুই হইতেছে না কেবল একটি পেরিয়ানাও ক্রেত এবং জানি কি হইবে। জ্ঞানির ঐ বালিকা কারীর সকল বিদেশ অবগত হইয়া যত ক্রেতে তাহার সংস্কৃতির নিম্ন করিয়া দিলেন ও অবশেষে সকল বালিকারই দৃষ্টান্তের এই সংখ্যার জ্ঞানে যে বিদ্যা শিক্ষার প্রদান তাংপয়া ধ্রুব পরায়ণ হয়। এবং বিদ্যালিঙ্গ না হইলে অসুবিধা হয় না এবং সাংস্কৃতিক কর্ষ উত্তম রূপে নির্ভার হইতে পারে না।
কয়েক বৎসর অনুম পরিচ্ছন্ন করিয়া। দ্রবময়ী পল্পন নেক বালিকাকে ধর্ষপরায়ণ গুণবতী ও বুদ্ধিমানী করিতে ও তাহার যে সংকল্প, সত্ত্বনী, সত্বী, সৎসৃষ্টিবিদ্যা, সত্বাকৃতি, সংকল্পদৃষ্টি, সৎকৃত্ততা ও সৎমৈলন্তনী হইবে তাহ। সম্পূর্ণতত্ত্ব সমুদ্র বোধ হইল ও এই সন্তাবরা স্বধঃ চিন্তনে দ্রবময়ী মহু-মুই পুলকিত হইতেন। পূর্ণ কর্ম করলে তৃষ্ণা বিদ্যন, যত কর ততই করেতে আকাঙ্ক্ষা হয়। অনন্তর বালিকার নিকট এক অভিপ্রেত শাস্তিও এবং শৈষ্টায় স্পর্শিত হইল তথ্য এই হয়। যুগ্মে স্নাথতী, তৃষ্টিতী, দূষ্টী, দরিদ্র অনাশ্রয়ী, অমুখ, অথচ, অস্থি, তঃ চীব্রী পরিত্যাগ পাইয়া ক্ষতজ চিত্তের ভাবে পরিপূর্ণ হইত। এই সকল দেখিয়া গুণনায় নাম। যাব বার স্বর্গায় ভগিনী-কে বলিতেন—একাদিকাদির জনে এই দুঃখ বায় করার কি আবার শাকি এ আমাদের মাতৃর মার কুট্টে দ্রবময়ী আমর উদ্দেশ্য করিতেন না—ক্ষমা বলিলেন।

ভীত ক্ষর্ঃ পরিত্যাগ হইবে যে দ্বিতীয় দিন করিন। যে দ্বিতীয় দিন করিল। তিনি স্নায়ে সংবাদ গুণনায় সকলেই সংবাদ হইল ও বাটায় লাঞ্চ পরিপূর্ণ হইতে লাগিল।

তপনের উপায় ভার হইল। সন্তানের কোঠে বিলীন হইতেছে—স্ত্রীর উদ্ভব নতোর্বর্ধন হইতেছে—পশ্চিম বিশ্বাস, সে কথার যেহ শিখ। হইতেছে—লেনে সকলের উদ্ভিন্ন বিচিত্র অভ্যাসে শোভিত—সেই সকলে যেন সার! মানিতে ভুলিত যা ইতিযুক্ত করিতেছে—নিবিড় বন্দোবস্তের কর্তল স্নায়ে সকলে অরুণ উল্লেখন পুরূষক চুম্বন করত বিদায়জ্ঞ হইতেছে।

প্রথমদিক নীর স্নায়ে স্নায়ের অলিঙ্গন আকৃতার করিতেছে—গোমস্ত পালক গোচরার প্রেমপূর্ণ পুষ্ঠে প্রত্যা-
নিম্নের কাজের ব্যাখ্যা করা নিত্য ছি হইছে—সুচুরত বৈশিষ্ট্যত গণাত্মক করিয়াছে—সরাস্র—উদাম—মৃদুয় কী কী নিম্ন হইতেছে—দূষণ দেবলযাজর মাদ্রাজে—
গায়ক আগ্রহ হইতেছে। এই গৌরধন সময়ে দ্বিমণি যাহা দীর্ঘ হইলেন—ভাটের উপর শাখার বিশিষ্ট কুলে আচালিত তাহার ভিতর দিয়া সিনমগ্নির হিলুল অক্লিত আত্ম। তাহার মুখের পরিবার চপলিত হইতেছে।

doরের বক্ষে কিছু গল্পের গোষ্ঠী দেবতা সকলে অগোচর থাকিয়া গিয়াছে। তাহারই পথে ইহা ধর্মাধিকার প্রেক্ষাপটে বিরহিত হইতেছে। দ্বিমণির চতুর্থায় পূজা করাত্ব পৌঁছি, দোহাত ও পল্পের যাবতীয় লোকে নিস্পত্তি এৰূপ এবং সত্ত্ব বাস্ক বালিকা

ধ্বনি অবলা হাঁকার রবে বিলোচিতে—“এই দিকের পর আমরা সকলে মাত্র হীন হইলাম। যাঁর আমাদের এমন দযা কে করিব?” সবল চিন্তার উত্পন্ন অলঙ্কার অতুল বিপ্লব রহত নেত্রবারী—সেই বাছি ভাবের ধারার নাগ সত্য! চক্ষুদিয়ে অধিকাংশ বহিতেছে। দ্বিমণির সাহেবের বৈলক্ষণ্য কিছুই হয় না।—তিনি বিলোচিতে তোদারা রোদন করিশ না। এক্ষণে আমার কণ্ঠস্থলে ভবগানের নামঃ

তাকি তাম সকলে ইহার নাম। আমি কিছুতে অগ্রগণ্য ও সকল। হয়ো এমন সময়ে শোধ হইলেন ভে তাহার নয়নদ্বার। তাহা বোধ পথে গমন করিয়া কেবল তাহার নিঃশুল্প পরিত্যাগ দেহ নিকটস্থ সকলের দুর্দশ ও

বেদনার হইয়া পড়িয়া থাকিল।

তাহার কর পরমেশ্বর। তবের ভৌতিক তাহ ভাবিয়া কাজচর্চা দয়া করে দোষে পণ্ডিত আত্ম মুচ্ছ নর্তন করিয়াছে কুরুত নর্তন পালে জরুর।

চঞ্চলিত সব। সমঘ বিশেষতে উচ্ছন্ন, তুমিতে অমূল্য হন।

সরাস্রের পরাংশ।

নামাত্মোত্তার।